নভেম্বর ২০২৪। বর্ষ ২৯। সংখ্যা ৩৩৯

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

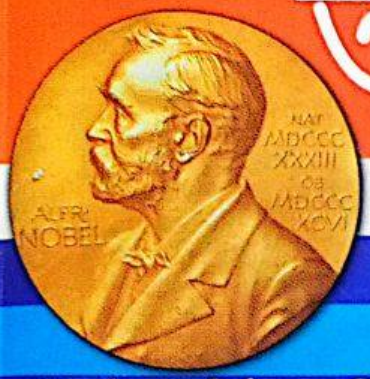

নোবেল পুরস্কার ২০২৪

দৃশ্যপট মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন
টেকসই উন্নয়নে সামাজিক ব্যবসা
প্রথম আন্তর্জাতিক মহাসাগর স্টেশন
পলিথিন : পরিবেশের নিঃশব্দ ঘাতক
নির্বাচন ব্যবস্থায় আনুপাতিক পদ্ধতি
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত : অতীত ও বর্তমান

প্রশ্ন সমাধান
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
এসবিএসি ব্যাংক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
কক্সবাজার জেলা ও
দায়রা জজ আদালত

চাক
৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি
১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন
পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ
পল্লী বিদ্যুৎ নিয়োগ
সমন্বিত মডেল টেস্ট

প্রবন্ধ-ফিচার। জেলা পরিচিতি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাডেট ভর্তি

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

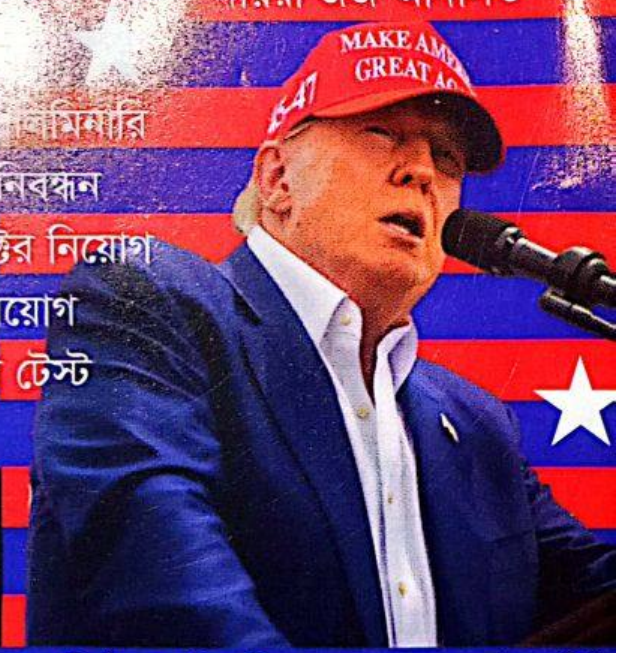

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

প্রশ্ন: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রথম নারী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান কে?
উত্তর: ক্যাপ্টেন তাসমিন দোজা।

প্রশ্ন: ১৭ অক্টোবর ২০২৪ ন্যায্যমূল্যে অত্যাবশকীয় কৃষিজাত পণ্য বিক্রির জন্যে কোন অ্যাপ চালু করা হয়?
উত্তর: ফসল ডট কম।

প্রশ্ন: বর্তমানে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) অনুমোদিত পণ্যের সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ২৯৯টি।

প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (ICT) নতুন চেয়ারম্যানের নাম কী?
উত্তর: বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার।

প্রশ্ন: বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রয়েছে?
উত্তর: ১৪৪টি।

প্রশ্ন: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানি করে কোন দেশে?
উত্তর: সংযুক্ত আরব আমিরাত (দ্বিতীয় পাকিস্তান)।

প্রশ্ন: ৯৭তম অস্কারের 'বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম' বিভাগে বাংলাদেশের কোন ছবিটিকে মনোনিত করা হয়?
উত্তর: বলি।

প্রশ্ন: সারাদেশে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (BSCIC) কারখানা রয়েছে কতটি?
উত্তর: ৪৩৪টি।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের সর্বোচ্চ পথশিশু রয়েছে কোন শহরে?
উত্তর: ময়মনসিংহ।

প্রশ্ন: ঘূর্ণিঝড় 'দানা' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: মুক্তো (এটি একটি আরবি শব্দ এবং নামকরণ করে কাতার)।

প্রশ্ন: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দেশে প্রথমবারের মতো অনলাইন বাস টার্মিনাল কোন জেলায় চালু হয়?
উত্তর: কক্সবাজার।

প্রশ্ন: Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) চুক্তির নথি বাংলাদেশ জাতিসংঘে কবে জমা দেয়?
উত্তর: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

প্রশ্ন: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে কতজন নিহত হন?
উত্তর: ৭৩৫ জন (৭ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত)।

প্রশ্ন: ১ অক্টোবর ২০২৪ আদালত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে কার নাম ঘোষণা করে?
উত্তর: ডা. শাহাদাত হোসেন।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন: ইউরোপের দেশ আলবেনিয়ায় সুফি মুসলিমদের জন্য কী নামে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে?
উত্তর: দ্য সভরেন স্টেট অব বেকতাশি অর্ডার।

প্রশ্ন: ২১ অক্টোবর ২০২৪ ভিয়েতনামের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
উত্তর: লুওং কুওং।

প্রশ্ন: লেবাননে ইসরায়েলের নতুন স্থল অভিযানের নাম কী দেওয়া হয়?
উত্তর: অপারেশন নর্দান অ্যারোস।

প্রশ্ন: নেভাতিম বিমান ঘাঁটি কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর: ইসরায়েল।

প্রশ্ন: 'মার্কাভা' ট্যাংক কোন দেশের তৈরি?
উত্তর: ইসরায়েল।

প্রশ্ন: বিশ্বে পামওয়েল উৎপাদনে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কোন দেশ?
উত্তর: মালয়েশিয়া (প্রথম: ইন্দোনেশিয়া)।

প্রশ্ন: ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সফলভাবে ঝুলন্ত অবতরণ হওয়া রকেটের নাম কী?
উত্তর: স্টারশিপ।

প্রশ্ন: 'লিয়াওনিং' কী?
উত্তর: চীনের নির্মিত বিমানবাহী রণতরি।

প্রশ্ন: 'পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার' (PTSD) কী?
উত্তর: পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার (PTSD) একটি মানসিক রোগ। বেদনাদায়ক (ট্রমাটিক) কোনো ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার ফলে কেউ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলে তিনি এ অবস্থায় পরিণত হতে পারে।

প্রশ্ন: জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন প্রধানের নাম কী?
উত্তর: জ্যঁ-পিয়েরে ল্যাক্রোইক্স।

প্রশ্ন: United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) কবে গঠন করা হয়?
উত্তর: ১৯ মার্চ ১৯৭৮।

প্রশ্ন: সীমান্ত অচলাবস্থা দূর করতে ভারত-চীন কবে চুক্তি স্বাক্ষর করে?
উত্তর: ২১ অক্টোবর ২০২৪।

প্রশ্ন: ২০ অক্টোবর ২০২৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কোন দেশকে ম্যালেরিয়ামুক্ত ঘোষণা করে?
উত্তর: মিসরকে।

প্রশ্ন: হ্যারিকেন মিল্টন কবে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় আঘাত হানে?
উত্তর: ৯ অক্টোবর ২০২৪।

প্রশ্ন: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইউরোপের কোন দেশটি সর্বশেষ কয়লার বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়?
উত্তর: যুক্তরাজ্য।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রশ্ন: ২৩ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে দলীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক দেশ কোনটি?
উত্তর: জিম্বাবুয়ে (৩৪৪ রান; বিপক্ষ দল গাম্বিয়া)।

প্রশ্ন: ক্রিকেট বিশ্বে টেস্টের প্রথম দল হিসেবে এক বর্ষপঞ্জিতে ১০০ ছক্কা মারার মাইলফলক অর্জন করে কোন দেশ?
উত্তর: ভারত।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)-এর নতুন সভাপতি কে?
উত্তর: তাবিথ আউয়াল।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নতুন কোচের নাম কী?
উত্তর: ফিলিপ ভেরান্ট সিমন্স।

ইতালি পশ্চিম ইউরোপের প্রাচীন রাষ্ট্র

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

সাম্প্রতিক MCQ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

বাংলাদেশ

১. বর্তমানে দেশে নদী বন্দর কতটি?
ক ৫০টি খ ৫১টি গ ৫২টি ঘ ৫৩টি

২. দেশের ৫৩তম নদী বন্দর কোনটি?
ক গোয়াইনঘাট নদী বন্দর, সিলেট
খ সিলেট নদী বন্দর, সিলেট
গ ভোলাগঞ্জ নদী বন্দর, সিলেট
ঘ চিলমারী নদী বন্দর, কুড়িগ্রাম

৩. বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত চা বাগানের সংখ্যা কতটি?
ক ১৬৮টি খ ১৬৯টি গ ১৭০টি ঘ ১৭১টি

৪. 'মুনসুন অভ্যুত্থান' কোন দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট?
ক বাংলাদেশ খ মিয়ানমার
গ ইউক্রেন ঘ রাশিয়া

৫. বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ গণনা করা হয় কোন পদ্ধতিতে?
ক পাগমার্ক বা পায়ের ছাপ
খ হেলিকপ্টারের মাধ্যমে
গ ক্যামেরা ট্র্যাপিং বা ক্যামেরার ফাঁদ
ঘ ক ও গ উভয়ই

৬. ৩ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে?
ক ভুটান খ ভারত গ মিয়ানমার ঘ নেপাল

৭. সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য কতজন?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৮. আইন কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান কে?
ক বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী
খ বিচারপতি জিনাত আরা
গ বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা
ঘ বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ

৯. গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক মুশফিকুল ফজল আনসারি খ মাহফুজ আনাম
গ কামাল আহমেদ ঘ মতিউর রহমান চৌধুরী

১০. জাতিসংঘে বাংলাদেশের ১৭তম স্থায়ী প্রতিনিধি কে?
ক মো. জসীম উদ্দিন খ ড. শেখ আব্দুর রশীদ
গ মো. তৌহিদ হোসেন ঘ সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী

১১. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (BPSC) বর্তমান চেয়ারম্যান কে?
ক অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম
খ মো. সুজায়েত উল্লাহ
গ ড. মো. নাজমুল আমিন মজুমদার
ঘ ড. মো. আমিনুল ইসলাম

১২. দেশের ২৫তম মন্ত্রিপরিষদ সচিব কে?
ক ড. মো. মোখলেস উর রহমান খ ড. নাসিমুল গনি
গ মো. সিরাজ উদ্দিন মিয়া ঘ ড. শেখ আব্দুর রশীদ

আন্তর্জাতিক

১৩. ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
ক প্রাবোও সুবিয়ান্তো খ জোকো উইদোদো
গ অ্যানিস বাসওয়েদান ঘ গাঞ্জার প্রানোও

১৪. জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
ক ইউশিহিদে সুগা খ ফুমিও কিশিদা
গ সানায়ে তাকাইচি ঘ ইশিবা শিগেরু

১৫. ১ অক্টোবর ২০২৪ মেক্সিকোর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
ক শোচিত গালভেজ খ ক্লডিয়া শিনবাউম
গ নরমা লুসিয়া পিনা ঘ এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন

১৬. বিশ্বের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হয় কোন দেশে?
ক রাশিয়া খ ফ্রান্স গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ যুক্তরাজ্য

১৭. ইউরোপিয়ান স্কাই শিল্ড ইনিশিয়েটিভ (ESSI) প্রকল্পের উদ্যোক্তা কোন দেশ?
ক জার্মানি খ ফ্রান্স গ যুক্তরাজ্য ঘ ইউক্রেন

১৮. ইতালিতে আসা অবৈধ অভিবাসীদের কোন দেশে পাঠানো হচ্ছে?
ক রুয়ান্ডা খ আলবেনিয়া
গ আলজেরিয়া ঘ কঙ্গো প্রজাতন্ত্র

১৯. ৬০তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
ক ৩ নভেম্বর ২০২৪ খ ৪ নভেম্বর ২০২৪
গ ৫ নভেম্বর ২০২৪ ঘ ৬ নভেম্বর ২০২৪

২০. ভারতে কোন ভাষা সর্বপ্রথম আদি বা ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়?
ক তামিল ভাষা খ হিন্দি ভাষা
গ বাংলা ভাষা ঘ সংস্কৃত ভাষা

২১. ভারত সরকার বাংলা ভাষাকে আদি বা ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কবে?
ক ১ অক্টোবর ২০২৪ খ ৩ অক্টোবর ২০২৪
গ ৫ অক্টোবর ২০২৪ ঘ ৯ অক্টোবর ২০২৪

২২. প্রকাশিতব্য Mother Mary Comes to Me স্মৃতিকথার লেখক কে?
ক কিরণ দেসাই খ সালমান রুশদি
গ অমর্ত্য সেন ঘ অরুন্ধতী রায়

২৩. মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম দেশ হিসেবে নিজ ভূখণ্ডে বাণিজ্যিক ক্যাসিনো খোলার লাইসেন্স দেয় কোন দেশ?
ক বাহরাইন খ সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ সৌদি আরব ঘ কুয়েত

২৪. ১ অক্টোবর ২০২৪ ইরান ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে যে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় তার শিরোনাম কী?
ক Operation True Promise
খ Operation True Promise 2
গ Operation Al-Aqsa Flood
ঘ Operation Eagle Claw

উত্তর

১.	ঘ
২.	ঘ
৩.	খ
৪.	ক
৫.	ঘ
৬.	ঘ
৭.	খ
৮.	খ
৯.	গ
১০.	ঘ
১১.	ক
১২.	ঘ
১৩.	ক
১৪.	ঘ
১৫.	খ
১৬.	ঘ
১৭.	ক
১৮.	খ
১৯.	গ
২০.	ক
২১.	খ
২২.	ঘ
২৩.	খ
২৪.	খ

ইতালির রাজধানীর নাম রোম

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

২৫. ২৪ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত বিশ্বের কতটি দেশ ও অঞ্চল ম্যালেরিয়ামুক্ত হয়েছে?
ক ৪৪ দেশ ও ১টি অঞ্চল
খ ৪৬ দেশ ও ১টি অঞ্চল
গ ৪৮ দেশ ও ১টি অঞ্চল
ঘ ৫০ দেশ ও ১টি অঞ্চল

সংস্থার সদস্য

২৬. জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থার (UNIDO) বর্তমান সদস্য কতটি?
ক ১৭৩টি খ ১৭৫টি গ ১৭৭টি ঘ ১৭৯টি

২৭. ৪ অক্টোবর ২০২৪ কোন দেশ UNIDO'র ১৭৩তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক ফিলিস্তিন খ দক্ষিণ সুদান
গ সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ঘ নাইজার

২৮. এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (AIIB) বর্তমান সদস্য কত?
ক ৯৫টি খ ৯৬টি গ ৯৭টি ঘ ৯৮টি

২৯. ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কোন দেশ AIIB'র ৯৮তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক পাপুয়া নিউ গিনি খ দক্ষিণ সুদান
গ কেনিয়া ঘ জিবুতি

৩০. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) বর্তমান সদস্য কত?
ক ৬৮টি খ ৬৯টি গ ৭০টি ঘ ৭১টি

৩১. ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কোন দেশ ADB'র ৬৯তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক ইসরায়েল খ নাউরু
গ কাজাখস্তান ঘ আজারবাইজান

৩২. ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (IPU) বর্তমান সদস্য কতটি?
ক ১৭৮টি খ ১৮০টি গ ১৮১টি ঘ ১৮৩টি

৩৩. ১৪ অক্টোবর ২০২৪ কোন দেশ পুনরায় ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নে যোগদান করে?
ক ইরান খ জ্যামাইকা গ রাশিয়া ঘ যুক্তরাষ্ট্র

সম্মেলন

৩৪. ২৯তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP 29) কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক ১১-২২ অক্টোবর ২০২৪ খ ১১-২২ নভেম্বর ২০২৪
গ ১১-২২ ডিসেম্বর ২০২৪ ঘ ১১-২২ জানুয়ারি ২০২৫

৩৫. ২৯তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP 29) কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক পার্থ, অস্ট্রেলিয়া খ বাকু, আজারবাইজান
গ বেলেম, ব্রাজিল ঘ বন, জার্মানি

রিপোর্ট-সমীক্ষা

৩৬. Business Ready শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে কোন সংস্থা?
ক জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি খ বিশ্বব্যাংক
গ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ঘ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

৩৭. বিশ্বের কোন দেশে সর্বাধিক দরিদ্র মানুষ বসবাস করে?
ক ভারত খ পাকিস্তান
গ ইথিওপিয়া ঘ বাংলাদেশ

৩৮. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ক ইয়েমেন খ দক্ষিণ সুদান
গ সিরিয়া ঘ সোমালিয়া

৩৯. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ক ৭৯তম খ ৮৪তম গ ৮৮তম ঘ ৯৯তম

৪০. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক সুইজারল্যান্ড খ সুইডেন
গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ সিঙ্গাপুর

৪১. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ক ইথিওপিয়া খ মালি
গ নাইজার ঘ অ্যাঙ্গোলা

৪২. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ক ৯৭তম খ ১০১তম
গ ১০৬তম ঘ ১১৩তম

নোবেল পুরস্কার ২০২৪

৪৩. চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক ভিক্টর অ্যামব্রোস খ গ্যারি রাভকুন
গ মাইকেল হটন ঘ ক + খ

৪৪. পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক জন জে হপফিল্ড খ জিওফ্রে ই হিন্টন
গ অ্যান লিয়ের ঘ ক + খ

৪৫. রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক ডেভিড বেকার খ ডেমিস হাসাবিস
গ জন এম জাম্পার ঘ ওপরের সকলে

৪৬. সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করে কে?
ক হান ক্যাং খ ডোরিস লেসিং
গ ওলগা তোকারচুক ঘ আনি এরনো

৪৭. শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কোন প্রতিষ্ঠান?
ক বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি খ নিহন হিদানকিও
গ ন্যাশনাল ডায়ালগ কোয়ার্টেট ঘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন

৪৮. অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক ড্যারন আসেমোগলু খ সাইমন জনসন
গ জেমস রবিনসন ঘ ওপরের সকলেই

ক্রীড়াঙ্গন

৪৯. দেশের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার কে?
ক জিল্লুর রহমান খ নিয়াজ মোরশেদ
গ মনন রেজা ঘ মিনহাজ উদ্দিন

৫০. ২০২৪ সালের নবম ICC নারী টি-২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?
ক নিউজিল্যান্ড খ ভারত
গ ইংল্যান্ড ঘ অস্ট্রেলিয়া

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

উত্তর	
২৫.	ক
২৬.	ক
২৭.	গ
২৮.	ঘ
২৯.	ঘ
৩০.	খ
৩১.	ক
৩২.	গ
৩৩.	খ
৩৪.	খ
৩৫.	খ
৩৬.	খ
৩৭.	ক
৩৮.	ঘ
৩৯.	খ
৪০.	ক
৪১.	ঘ
৪২.	গ
৪৩.	ঘ
৪৪.	ঘ
৪৫.	ঘ
৪৬.	ক
৪৭.	খ
৪৮.	ঘ
৪৯.	গ
৫০.	ক

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

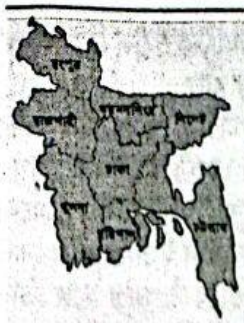

সংবাদ সমাচার

গত সংখ্যার বাকি অংশ

বাংলাদেশ ♦ ২৬.০৯.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
—দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের ও ৩২৩টি পৌরসভার কাউন্সিলরদের অপসারণ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।
—ভঙ্গুর সামুদ্রিক পরিবেশের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষায় মেরিন বায়োডাইভার্সিটি অব এরিয়াজ বিয়ন্ড ন্যাশনাল জুরিসডিকশন চুক্তির অনুসমর্থনের নথি জাতিসংঘে জমা দেয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ♦ ২৭.০৯.২০২৪ | শুক্রবার
—পর্যটন নগরী কক্সবাজারে দেশের প্রথম 'অনলাইন বাস টার্মিনাল' সেবার যাত্রা শুরু।

আন্তর্জাতিক
—ইসরায়েল হামলায় লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হন।

বাংলাদেশ ♦ ২৯.০৯.২০২৪ | রবিবার
—প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে সভাপতি করে বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ দেশে ফেরত আনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করে সরকার।

আন্তর্জাতিক
—ইয়েমেনে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী।

বাংলাদেশ ♦ ৩০.০৯.২০২৪ | সোমবার
—নৌ ও বিমান বাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক
—যুক্তরাজ্যে কয়লা যুগের অবসান।

অক্টোবর

বাংলাদেশ ♦ ০১.১০.২০২৪ | মঙ্গলবার
—দেশের সকল সুপারশপে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়।
—চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) নির্বাচন বাতিল চেয়ে বিএনপির মেয়র প্রার্থী ডা. শাহাদাত হোসেনের দায়ের করা মামলায় তাকে মেয়র ঘোষণা করেন আদালত।

আন্তর্জাতিক
—লেবাননে স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী।
—ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ১৮০টির মতো ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে ইরান।
—সামরিক জোট ন্যাটোর ১৪তম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাবেক ডাচ প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটে।
—মেক্সিকোয় প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন ক্লডিয়া শেইনবম।
—গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার ৭৫তম বার্ষিকী পালিত।

বাংলাদেশ ♦ ০২.১০.২০২৪ | বুধবার
—আইন কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি জিনাত আরা।

বাংলাদেশ ♦ ০৩.১০.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
—নির্বাচন, পুলিশ, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি।
—উপদেষ্টা পরিষদ মালদ্বীপ ও কাতারের সঙ্গে বন্দি বিনিময় চুক্তির খসড়া অনুমোদন করে।

আন্তর্জাতিক
—ডেঙ্গু ও মশাবাহিত অন্যান্য ভাইরাসজনিত রোগের বিস্তার রোধে একটি বৈশ্বিক পরিকল্পনা পেশ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)।
—ভারতে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পায় বাংলাসহ আরও ৫টি ভাষা।
—প্রথমবারের মতো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে এমপক্স শনাক্তকরণ পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ♦ ০৬.১০.২০২৪ | রবিবার
—প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস 'সেনা সদর নির্বাচনী পর্ষদ-২০২৪'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
—সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি।

বাংলাদেশ ♦ ০৭.১০.২০২৪ | সোমবার
—জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক
—ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে ৪০০ মিলিয়ন মুদ্রা বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ ♦ ০৮.১০.২০২৪ | মঙ্গলবার
—সুন্দরবন বাঘ জরিপ-২০২৪' এর ফলাফল ঘোষণা।

বাংলাদেশ ♦ ০৯.১০.২০২৪ | বুধবার
—সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৩ জন অতিরিক্ত বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত।

আন্তর্জাতিক
—আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিকে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত।
—জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে সংসদের নিম্নকক্ষ ভেঙে দন।

অক্টোবর ২০২৪ সংখ্যার সংশোধনী

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	যা আছে	যা হবে
০৬	১	৩৬	৩৮	০৮
৫৩	২	২৩	খ) ঢাকা	ঘ) কাঠমান্ডু

বি.দ্র. নভেম্বর ২০২৪ সংখ্যার ২৬ পৃষ্ঠায় এমপক্স শনাক্তকরণ পরীক্ষা পদ্ধতি অনুমোদন ৪ অক্টোবর ২০২৪-এর স্থলে ৩ অক্টোবর ২০২৪ হবে।

ইতালি শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Italia a vitulis' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ পশুর চারণভূমি

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

বাংলাদেশ ♦ ১০.১০.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
— রাজধানীর ১৯ হেয়ার রোডে অবস্থিত দেশের প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক
— লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের সদর দপ্তরে ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর (IDF) হামলা।

আন্তর্জাতিক ♦ ১১.১০.২০২৪ | শুক্রবার
— ইরানের জ্বালানি তেল খাতের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক ♦ ১২.১০.২০২৪ | শনিবার
— সব ধরনের উড়োজাহাজে যোগাযোগযন্ত্র পেজার ও ওয়াকিটকি নিষিদ্ধ করে ইরান।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৩.১০.২০২৪ | রবিবার
— কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান।
— জার্মানির রাজধানী বার্লিনে এআই নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) শীর্ষ সম্মেলনে শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৪.১০.২০২৪ | সোমবার
— বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপায় পানি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে নাসা 'ইউরোপা ক্লিপার' মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করে।

বাংলাদেশ ♦ ১৫.১০.২০২৪ | মঙ্গলবার
— এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
— ৪৩তম বিসিএসে ২,০৬৪ জনকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ দিয়ে আদেশ জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আন্তর্জাতিক
— সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার সরকার প্রধানদের ২৩তম শীর্ষ সম্মেলন পাকিস্তানের ইসলামাবাদে শুরু।
— সামরিক ড্রোন কিনতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে ভারত।

বাংলাদেশ ♦ ১৬.১০.২০২৪ | বুধবার
— আটটি জাতীয় দিবস বাতিল করে প্রজ্ঞাপণ জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

আন্তর্জাতিক
— জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ন্যাশনাল কনফারেন্স (NC) নেতা ওমর আবদুল্লাহ।

বাংলাদেশ ♦ ১৭.১০.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
— জুলাই-আগস্টের গণহত্যার মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

আন্তর্জাতিক
— সুইজারল্যান্ড ইউরোপিয়ান স্কাই শিল্ড ইনিশিয়েটিভ (ESSI) প্রকল্পের উদ্যোগে স্বাক্ষর করে।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৮.১০.২০২৪ | শুক্রবার
— তাইওয়ানকে দেশটির দূতাবাস রাজধানী প্রিটোরিয়া থেকে সরিয়ে বাণিজ্যিক রাজধানী জোহানেসবার্গে নেওয়ার নির্দেশ দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।

বাংলাদেশ ♦ ১৯.১০.২০২৪ | শনিবার
— বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন সময় জুলাই-আগস্টে সংগঠিত গণহত্যার তথ্য সংগ্রহে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা।

আন্তর্জাতিক
— ইতালির নেপলসে জি-৭'র প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম সম্মেলন শুরু।

বাংলাদেশ ♦ ২০.১০.২০২৪ | রবিবার
— সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে আপিল বিভাগের দেওয়া রায়ের পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন পর্যবেক্ষণসহ নিষ্পত্তি।
— জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পান সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী।

আন্তর্জাতিক
— ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রাবোও সুবিয়ান্তো।
— পাকিস্তানের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেটে ২৬তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস।

বাংলাদেশ ♦ ২১.১০.২০২৪ | সোমবার
— ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে গঠিত 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন'কে একটি অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক বেসরকারি সংস্থা অনুমোদন দেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।
— ঢাকা মহানগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় পুলিশের পাশাপাশি ৩০০ শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করা হয়।

আন্তর্জাতিক
— সীমান্ত টহল নিয়ে ভারত-চীনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর।
— পাকিস্তানের পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষ জাতীয় পরিষদে ২৬তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস।

বাংলাদেশ ♦ ২৩.১০.২০২৪ | বুধবার
— 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯'-এর ক্ষমতাবলে ছাত্র সংগঠন 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ'কে নিষিদ্ধ সত্ত্বা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা করা হয়।

আন্তর্জাতিক
— জার্মানি ও যুক্তরাজ্য নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তি 'Trinity House Agreement' স্বাক্ষর করে।

বাংলাদেশ ♦ ২৪.১০.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
— ঢাকা ব্যতীত দেশের ৭টি বিভাগে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের (HPV) টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু।
— পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ জারি।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৫.১০.২০২৪ | শুক্রবার
— সামোয়ার অপিয়াতে কমনওয়েলথ শীর্ষ নেতারদের বৈঠক শুরু।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৬.১০.২০২৪ | শনিবার
— ইরানে হামলা চালায় ইসরায়েল।
— দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলিম বিবাহের স্বীকৃতি।

শীর্ষ সংবাদ

০১ অক্টোবর : শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও তৎসংলগ্ন ৩ কিলোমিটার এলাকাকে 'নীরব এলাকা' ঘোষণা কার্যকর করা হয়।
: জাপানের ১০১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইশিবা শিগেরু।
০৩ অক্টোবর : নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে ভারত ও নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর।
০৪ অক্টোবর : দ্বিপক্ষীয় সফরে বাংলাদেশ আসেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইবাহিম।
১৫ অক্টোবর : BPSC'র চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম।
২০ অক্টোবর : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মিসরকে ম্যালেরিয়ামুক্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
: টি-২০ নারী বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় নিউজিল্যান্ড।
২২ অক্টোবর : রাশিয়ার কাজানে ব্রিকসের ১৬তম সম্মেলন শুরু।
২৪ অক্টোবর : বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩২ বছর করার সিদ্ধান্ত।

ইতালির রাষ্ট্রীয় নাম Italian Republic

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

দৃষ্টিজুড়ে বাংলাদেশ ও বিশ্ব

নব-নিযুক্ত : বাংলাদেশ

সিনিয়র সচিব

- ভূমি মন্ত্রণালয় : এ.এস.এম. সালেহ আহমেদ।
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ : সিদ্দিক জোবায়ের।।

সচিব

- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় : এ কে এম মতিউর রহমান।
- খাদ্য মন্ত্রণালয় : মো. মাসুদুল হাসান।
- বিদ্যুৎ বিভাগ : ফারজানা মমতাজ।
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় : মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী।
- সেতু বিভাগ : মো. ফাহিমুল ইসলাম।
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় : বেগম মাহবুবা ফারজানা।
- বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় : ড. মোঃ সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া।
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ : মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

চেয়ারম্যান

- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA) : মো. ইয়াসীন।
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) : আশরাফ উদ্দিন আহাম্মদ খান।
- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন (BIWTC) : সঞ্জয় কুমার বণিক।
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) : মমিনুল ইসলাম।
- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) : মো. রুহুল আমিন খান।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (BAERA) : মাহমুদুল হাসান।
- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন : সুরাইয়া আখতার জাহান।

মহাপরিচালক

- বাংলাদেশ কোস্টগার্ড : রিয়ার অ্যাডমিরাল এম জিয়াউল হক।
- জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল : শাহিনা খাতুন।
- মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর : আজিজুন নাহার।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট : মিজ খেনচান।
- শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর : ড. মোঃ শহিদুল ইসলাম।
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর : মো. আতাউর রহমান।
- জাতীয় ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ অধিদপ্তর : মো. আলীম আখতার খান।
- জাতীয় ও প্রযুক্তি জাদুঘর : মুনীরা সুলতানা।
- প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (DGFI) : মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর : মেজর জেনারেল মো. শামীম হায়দার।
- ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (NTMC) : মেজর জেনারেল আবদুল কাইয়ুম মোল্লা।
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ : মো. আব্দুর রহিম খান।

বিভাগীয় কমিশনার

- ঢাকা বিভাগ : শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী।
- রংপুর বিভাগ : মোঃ শহিদুল ইসলাম এনডিসি।

উপাচার্য

- সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সিকৃবি) : অধ্যাপক ড. মো. আলিমুল ইসলাম।
- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. মোঃ রেজাউল করিম।
- চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান।
- হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. সাঈদ সায়েম উদ্দিন আহমেদ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হাছানাত আলী।
- শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. খন্দকার মোহাম্মদ আশরাফুল মুনিম।
- ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) : অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি : অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ।
- হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক এম. এনামুল্লাহ।
- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান।

BPSC'র চেয়ারম্যান

৯ অক্টোবর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেমকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (BPSC) চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। একইসাথে কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়—সুজায়েত উল্লাহ, নূরুল কাদির, আমিনুল ইসলাম এবং নাজমুল আমিন মজুমদারকে। ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারা শপথগ্রহণ করেন। মোবাশ্বের মোনেম BPSC'র ১৫তম চেয়ারম্যান। উল্লেখ্য, ৮ অক্টোবর ২০২৪ BPSC'র ১৪তম চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইনসহ ১২ জন সদস্য পদত্যাগপত্র জমা দেন। বর্তমানে ১ জন সভাপতি এবং অন্যূন ৬ জন ও অনধিক ২০ জন সদস্য সমন্বয়ে BPSC গঠিত হবে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

ড. শেখ আব্দুর রশিদ

- দায়িত্ব গ্রহণ ১৬ অক্টোবর ২০২৪
- তিনি দেশের ২৫তম মন্ত্রিপরিষদ সচিব
- জন্ম ৫ মে ১৯৫৭ সাতক্ষীরা জেলায়।

ইতালীর রাজধানী রোমকে ঝর্নার শহর ও সাত পাহাড়ের শহর বলা হয়

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

পুলিশ ইউনিট প্রধান

- অপরাধ তদন্ত বিভাগ (CID) : মো. মতিউর রহমান শেখ।
- নৌ পুলিশ : কুসুম দেওয়ান।
- রেলওয়ে পুলিশ : সরদার তমিজ উদ্দিন আহমেদ।
- হাইওয়ে পুলিশ : মো. দেলোয়ার হোসেন মিঞা।
- আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (APBN) : মো. আবদুল্লাহ আল মাহমুদ।

বিবিধ

- সভাপতি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) : তাবিথ আউয়াল।
- রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাজ্য : আবিদা ইসলাম।
- কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল (QMG), সেনা সদর দপ্তর : মেজর জেনারেল মো. ফয়জুর রহমান।
- খতিব, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম : মুফতি আবদুল মালেক।
- হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (CAG) : এস এম রেজভী।
- প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব : মো: সিরাজ উদ্দিন মিয়া।
- কোচ, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল : ফিলিপ ভেরান্ট সিমন্স (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)।

নব-নিযুক্ত : আন্তর্জাতিক

প্রেসিডেন্ট

- ইথিওপিয়া : তায়ে আটস্কে সেলাসি; দায়িত্ব গ্রহণ ৭ অক্টোবর ২০২৪।
- ভিয়েতনাম : লুওং কুওং, দায়িত্ব গ্রহণ ২১ অক্টোবর ২০২৪।

বিবিধ

- চেয়ার, কমনওয়েলথ : ফিয়ামে নাওমি মাতাফা (সামোয়া); দায়িত্ব গ্রহণ ২১ অক্টোবর ২০২৪।
- ৩০তম প্রধান বিচারপতি, পাকিস্তান : বিচারপতি ইয়াহিয়া আফ্রিদি; দায়িত্ব গ্রহণ ২৬ অক্টোবর ২০২৪।

সম্মেলন-বৈঠক

■ AIIB বার্ষিক সভা
আয়োজন : নবম | সময়কাল : ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | স্থান : সমরকন্দ, উজবেকিস্তান | AIIB—Asian Infrastructure Investment Bank।

■ ASEAN সম্মেলন
আয়োজন : ৪৪তম ও ৪৫তম | সময়কাল : ৬-১১ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : ভিয়েনতিয়েন, লাওস | ASEAN—Association of Southeast Asian Nations।

■ SCO'র সম্মেলন
সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন
আয়োজন : ২৩তম | সময়কাল : ১৫-১৬ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : ইসলামাবাদ, পাকিস্তান | SCO—Shanghai Cooperation Organisation।

■ কমনওয়েলথ সম্মেলন (CHOGM)
কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের সম্মেলন
আয়োজন : ২৭তম | সময়কাল : ২১-২৬ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : আপিয়া, সামোয়া | CHOGM—Commonwealth Heads of Government Meeting।

■ BRICS শীর্ষ সম্মেলন
আয়োজন : ১৬তম | সময়কাল : ২২-২৪ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : কাজান, রাশিয়া।

■ IPU সভা
আয়োজন : ১৪৯তম | সময়কাল : ১৩-১৭ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড | IPU—Inter-Parliamentary Union।

■ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলন
সময়কাল : ২১-২৬ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র | ১৯৪৬ সাল থেকে প্রতি বছর সাধারণত সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসে বিশ্বব্যাংক ও IMF'র এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরপর দুই বছর ওয়াশিংটনে হওয়ার পর তৃতীয় বছর অনুষ্ঠিত হয় অন্য কোনো সদস্য দেশে।

আগামীর সম্মেলন

■ APEC শীর্ষ সম্মেলন
আয়োজন : ৩১তম | সময়কাল : ৯-১৬ নভেম্বর ২০২৪ | স্থান : লিমা, পেরু | APEC—Asia-Pacific Economic Cooperation।

■ জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন
আয়োজন : ২৯তম | সময়কাল : ১১-২২ নভেম্বর ২০২৪ | স্থান : বাকু, আজারবাইজান | United Nations Climate Change Conference।

■ G20 শীর্ষ সম্মেলন
আয়োজন : ১৯তম | সময়কাল : ১৮-১৯ নভেম্বর ২০২৪ | স্থান: রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা

আয়োজন : ৭৬তম | সময়কাল : ১৫-২০ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি।
– এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ বইমেলা। ১৯৪৯ সালে আধুনিক ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার যাত্রা শুরু। তবে এর গোড়াপত্তন হয় ৫০০ বছর আগে ১৪৬২ সালে।

আইন কমিশনের চেয়ারম্যান

বিচারপতি জিনাত আরা

। নিয়োগ ২ অক্টোবর ২০২৪ । তিনি আইন কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান । তিনি আপিল বিভাগের দ্বিতীয় নারী বিচারপতি ছিলেন।

জাতিসংঘে স্থায়ী প্রতিনিধি

সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী

। নিয়োগ ২০ অক্টোবর ২০২৪ । তিনি জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের ১৭তম স্থায়ী প্রতিনিধি । জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রথম নারী স্থায়ী প্রতিনিধি ইসমাত জাহান।

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট

ক্লডিয়া শিনবাউম

। দায়িত্ব গ্রহণ ১ অক্টোবর ২০২৪ । তিনি দেশটির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট । জলবায়ুবিজ্ঞানী থেকে রাজনীতিতে আসা শিনবাউম মেক্সিকো সিটিরও মেয়র ছিলেন।

ইতালির জাতীয় ভাষা ইতালিয়ান

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

লোকান্তর

♦ **মাসরুর-উল-হক সিদ্দিকী (বীর উত্তম) (৭ অক্টোবর ২০২৪) :** বীর মুক্তিযোদ্ধা। তার জন্ম নড়াইল জেলার সদর উপজেলার হবখালী গ্রামে। ডাক নাম 'কমল সিদ্দিকী'। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তার চোখে গুলি লাগলে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সেই ঘটনা নিয়ে 'কমলের চোখ' কবিতা লেখেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাকে বীর উত্তম খেতাব প্রদান করা হয়। তার বড় ভাই এম মাজেদুল হক ছিলেন জিয়াউর রহমান সরকারের কৃষিমন্ত্রী।

♦ **রতন টাটা (২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৭-৯ অক্টোবর ২০২৪) :** ভারতীয় শিল্পপতি ও জনহিতৈষী। ১৯৬২ সালে টাটা স্টিল বিভাগে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯১ সালে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদ থেকে জেআরডি টাটা পদত্যাগ করলে রতন টাটা তার উত্তরসূরি হিসেবে যোগ দেন। ২০০০ সালে তিনি তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মভূষণ লাভ করেন। ২০০৮ সালে তিনি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মবিভূষণ পান।

♦ **জামালউদ্দিন হোসেন (অক্টোবর ১৯৪৩-১১ অক্টোবর ২০২৪) :** টেলিভিশন ও মঞ্চ নাটকের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী। জামালউদ্দিন হোসেন 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'রাজা রানী', 'চাঁদ বণিকের পালা', 'আমি নই', 'বিবি সাহেব', 'যুগলবন্দী'সহ কয়েকটি আলোচিত মঞ্চনাটক পরিচালনা করেন। শিল্পকলায় অবদানের জন্য তিনি ২০১৩ সালে একুশে পদক পান।

♦ **শহীদ আখন্দ (২১ জানুয়ারি ১৯৩৫-৪ অক্টোবর ২০২৪) :** অনুবাদক ও কথাসাহিত্যিক। পুরো নাম মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ আখন্দ। তার জন্ম ময়মনসিংহের নান্দাইলের পাছদরিল্লাহ গ্রামে। প্রথম অনুবাদের বই উইলা ক্যাটারের মাই এন্টোনিয়া। ১৯৬৪ সালে বের হয় মৌলিক উপন্যাস পান্না হলো সবুজ। ১৯৭৮ সালে ছোটগল্পের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

♦ **মতিয়া চৌধুরী (৩০ জুন ১৯৪২-১৬ অক্টোবর ২০২৪) :**

মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ ও সাবেক মন্ত্রী। তিনি পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন 'অগ্নিকন্যা' নামে খ্যাত মতিয়া চৌধুরী। ১৯৯৬ ও ২০০৯ এবং ২০১৩ সালে কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১২ জানুয়ারি ২০২৩ তিনি জাতীয় সংসদের সংসদ উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব নেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য ২০২১ সালে বাংলা একাডেমি তাকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে।

♦ **অধ্যাপক আবদুল গফুর (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯-২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪) :** সাংবাদিক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও ভাষা সৈনিক। তমদ্দুন মজলিসের বাংলা মুখপত্র 'সাপ্তাহিক সৈনিক' পত্রিকা প্রকাশিত হলে গফুর প্রথমে এর সহ-সম্পাদক ও পরে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে ২০০৫ সালে একুশে পদক প্রদান করে।

♦ **মনি কিশোর (৯ জানুয়ারি ১৯৬১-অক্টোবর ২০২৪) :** জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী। তার জন্ম নড়াইল জেলায়। মনি কিশোর নামে সংগীতাঙ্গনে পরিচিত হলেও তার প্রকৃত নাম মনি মণ্ডল। কিশোর কুমারের ভক্ত ছিলেন বলে নামের সঙ্গে 'কিশোর' যুক্ত করেন। তার জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে 'কী ছিলে আমার', 'সেই দুটি চোখ কোথায় তোমার', 'তুমি শুধু আমারই জন্য', 'মুখে বলো ভালোবাসি', 'আমি মরে গেলে জানি তুমি' ইত্যাদি। তার সবচেয়ে শ্রোতাপ্রিয় গান 'কী ছিলে আমার' তারই সুর করা ও লেখা।

অধ্যাপক ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী

(১১ অক্টোবর ১৯৩০-৪ অক্টোবর ২০২৪) সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রখ্যাত চিকিৎসক। তিনি কুমিল্লা শহরে (প্রখ্যাত 'মুন্সেফ বাড়ি') নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ নভেম্বর ২০০১ বাংলাদেশের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে ২১ জুন ২০০২ রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। ৮ মে ২০০৪ 'বিকল্পধারা বাংলাদেশ' নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলাদেশে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নামে তার প্রতিষ্ঠিত একটি ট্রাস্টের সাথে জড়িত ছিলেন। এ ট্রাস্টের মাধ্যমে দেশের প্রথম মহিলা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনীতি ও সমাজ উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করেন তিনি।

- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (BNP) প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব : ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮-১৯৮৫
- স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যামন্ত্রী : ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৭-২৩ আগস্ট ১৯৭৯
- উপ-প্রধানমন্ত্রী : ১৫ এপ্রিল-২৩ আগস্ট ১৯৭৯
- শিক্ষামন্ত্রী : ২০ মার্চ-১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১
- পররাষ্ট্রমন্ত্রী : ১১অক্টোবর-১৪ নভেম্বর ২০০১
- সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী :২৭ মার্চ-১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১
- সংসদ উপনেতা: ২০ মার্চ ১৯৯১-২৪ নভেম্বর ১৯৯৫, ১৯ মার্চ-৩০ মার্চ ১৯৯৬, ১০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর ২০০১
- বিরোধীদলীয় উপনেতা : ১২ জুন ১৯৯৬-১৫ জুলাই ২০০১।

ইতালির মুদ্রার নাম ইউরো

♦ **ফেতুল্লা গুলেন (২৭ এপ্রিল ১৯৪১-২০ অক্টোবর ২০২৪) :** তুরস্কের ধর্মীয় নেতা। তিনি তুরস্কে ও দেশটির বাইরে একটি শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলেন। গুলেন একসময় তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের মিত্র ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মধ্যে নাটকীয়ভাবে বৈরিতা সৃষ্টি হয়। ১৯৯৯ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছানির্বাসনে ছিলেন গুলেন। ১৫ জুলাই ২০১৬ এর অভ্যুত্থানচেষ্টার জন্য তাকে দায়ী করেন এরদোয়ান।

♦ **ড. রিচার্ড ক্যাশ (৯ জুন ১৯৪১-২২ অক্টোবর ২০২৪) :** জনস্বাস্থ্য গবেষক, যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ডায়রিয়া প্রতিরোধে খাবার স্যালাইন উদ্ভাবনের অন্যতম গবেষক। স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে 'ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার অনার' প্রদান করা হয়।

♦ **আলেক্স স্যামন্ড (৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৪-১২ অক্টোবর ২০২৪) :** স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির (SNP) সাবেক নেতা এবং সাবেক সংসদ সদস্য। স্যামন্ড ১৭ মে ২০০৭-১৮ নভেম্বর ২০১৪ স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার ছিলেন।

♦ **সুজেয় শ্যাম (১৪ মার্চ ১৯৪৬-১৭ অক্টোবর ২০২৪) :** স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা, সুরকার ও সংগীত পরিচালক। তিনি সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার সুর করা গানগুলোর মধ্যে 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি', 'রক্ত চাই রক্ত চাই', 'আহা ধন্য আমার জন্মভূমি', 'আয় রে চাষি মজুর কুলি', 'মুক্তির একই পথ সংগ্রাম', 'শোন রে তোরা শোন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শেষ গান এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর প্রথম গানটির সুর করেন সুজেয় শ্যাম। সংগীতে অবদানের জন্য তিনি ২০১৮ সালে একুশে পদক এবং ২০১৫ সালে শিল্পকলা পদক পান। তিনি হাছন রাজা (২০০২), জয়যাত্রা (২০০৪), অবুঝ বউ (২০১০) ও যৈবতী কন্যার মন (২০২১) চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য চারবার শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩২ বছর

২৪ অক্টোবর ২০২৪ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়।

- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারের চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর নির্ধারিত হবে।
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের আওতায় বহির্ভূত সকল সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর নির্ধারিত হবে।
- স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে স্ব স্ব নিয়োগ বিধিমালা প্রয়োজনীয় অভিযোজন-সাপেক্ষে প্রযোজ্য হবে।
- প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগসমূহ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্ষেত্রে স্ব স্ব নিয়োগ বিধিমালা বহাল থাকবে।

বয়সসীমা বৃদ্ধির পরিক্রমা

সরকারি চাকরির বয়স নির্ধারণের বিষয়টি শুরু হয় ব্রিটিশ ভারত তথা উপনিবেশিক আমল থেকে। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৯৫ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (ICS) পরীক্ষায় প্রবেশের সর্বনিম্ন বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয় ২১ বছর। আর সর্বোচ্চ বয়সসীমা ছিল ২৩ বছর। পাকিস্তান আমলে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এ বয়সসীমা ২৪ বছর নির্ধারিত ছিল। পরে ১৯৬৩-১৯৭১ সাল পর্যন্ত বয়সসীমা ছিল ২৫ বছর। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে এ বয়স আরও দুই বছর বাড়িয়ে ২৭ বছর করা হয়। যুদ্ধের কারণে শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে এক বছর হারিয়ে যাওয়ায় শিক্ষাজীবন শেষ করে চাকরিতে প্রবেশের বয়স বাড়ানো হয়। তবে বয়স বাড়ানোর সেই সময়ে বলা হয় যে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলতে শুরু করলে বয়স পুনরায় ২৫ বছরে নামিয়ে আনা হবে, কিন্তু পরে আর সেটি করা হয়নি। এরপর আশির দশকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীর্ঘ সেশন জট তৈরি হয়। এমন পরিস্থিতিতে ৩১ জুন ১৯৯১ তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে চাকরির বয়স ২৭ থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছর করে। আর অবসরের বয়সসীমা ছিল ৫৭ বছর। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এক আদেশের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩২ বছর নির্ধারণ করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ পরিপত্র জারি করে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে অবসরের বয়সসীমা ৫৯ বছর করা হয়। ২৬ ডিসেম্বর ২০১১ অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের অবসরের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৫৯ করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সরকার আইন সংশোধন করে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে অবসরের বয়সসীমা ৬০ বছর করা হয়।

ইতালির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম Bank of Italy

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

রিপোর্ট-সমীক্ষা

বিশ্বের ৫০০ প্রভাবশালী মুসলিম

প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪ | প্রকাশক : The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) | মোট ৫টি ক্যাটাগরিতে প্রভাবশালী মুসলিমদের তালিকা তৈরি করা হয়। এগুলো হলো— ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প ও সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া ও বিনোদন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- বর্ষসেরা ➤ পুরুষ : ড. গাসসান আবু-সিত্তাহ (ফিলিস্তিনি সার্জন) • নারী : রানিয়া আল-আবদুল্লাহ (জর্ডানের রানী)
- বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্ব জর্ডানের বর্তমান বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ ইবনে আল হুসাইন।
- প্রভাবশালী মুসলিমের তালিকায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অবস্থান ৫০তম।

বিজনেস রেডি

প্রকাশ : ২ অক্টোবর ২০২৪ | প্রকাশক : বিশ্বব্যাংক | প্রতিবেদনে বিভিন্ন শ্রেণিতে ৫০টি দেশের অবস্থান উল্লেখ করা হয় | প্রতিবেদনের শিরোনাম : Business Ready (B-READY) 2024 | এটি মূলত 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' বা 'সহজে ব্যবসার সূচক' শীর্ষক প্রতিবেদনের বিকল্প।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের অবস্থান (১০০ পয়েন্টে) ➤ ব্যবসা শুরু ৭৪.০৮ • ব্যবসার অবস্থান ৬৬.৯১ • পরিষেবা ৬২.১০ • শ্রম ৬৪.০১ • আর্থিক সেবা ৬১.৪৫ • আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৫৩.৮৬ • কর ৫৬.৩৬ • বিরোধ নিষ্পত্তি ৪১.৯০ • বাজার প্রতিযোগিতা ৪২.৬৫ • ব্যবসার অসচ্ছলতা ৪০.৩৯।

ওষুধ রপ্তানিতে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্তত ১৫৭টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করে। এশিয়ার ৪৩টি, দক্ষিণ আমেরিকার ২৬টি, উত্তর আমেরিকার ৬টি, আফ্রিকার ৩৯টি, ইউরোপের ৩৮টি ও অস্ট্রেলিয়ার ৫টি দেশে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হয়।

শীর্ষ ৫ দেশ (কোটি ডলার)

দেশ	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
মিয়ানমার	২.৫৮	১.৮১
শ্রীলংকা	২.১৯	২.১৩
যুক্তরাষ্ট্র	১.৫২	২.১৯
ফিলিপাইন	১.৫০	১৬২
আফগানিস্তান	১.০৬	০.৮৯
বিশ্বে মোট রপ্তানি	১৭.৫৪	১৮.৪২

কিডস রাইটস সূচক

প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৪ | প্রকাশক : দ্য কিডস রাইটস | অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৯৪টি | সূচকের শিরোনাম : KidsRights Index 2024.

সূচক অনুযায়ী—

- শীর্ষ ৫ দেশ : ১. লুক্সেমবার্গ, ২. আইসল্যান্ড, ৩. গ্রিস ৪. জার্মানি ও ৫. থাইল্যান্ড।
- সর্বনিম্ন ৫ দেশ : ১৯৪. আফগানিস্তান, ১৯৩. দক্ষিণ সুদান, ১৯২. শাদ, ১৯১. মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও ১৯০. নিরক্ষীয় গিনি।
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৯৪. ভুটান, ৯৬. বাংলাদেশ, ১০৩. ভারত, ১২৪. নেপাল, ১৩৬. মালদ্বীপ, ১৫১. শ্রীলংকা, ১৫৩. পাকিস্তান ও ১৯৪. আফগানিস্তান।

বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক

প্রকাশ : ১০ অক্টোবর ২০২৪ | প্রকাশক : আয়ারল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা Concern Worldwide ও জার্মানভিত্তিক Welthungerhilfe | অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১২৭টি | সূচকের শিরোনাম : Global Hunger Index 2024।

সূচক অনুযায়ী—

- ক্ষুধার মাত্রা কম : ২২টি দেশে— বেলারুশ, বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা, চিলি, চীন, কোস্টারিকা, ক্রোয়েশিয়া, এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, হাঙ্গেরি, কুয়েত, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, মন্টিনিগ্রো, উত্তর মেসিডোনিয়া, রোমানিয়া, রাশিয়া, সার্বিয়া, স্লোভাকিয়া, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উরুগুয়ে ও উজবেকিস্তান।
- ক্ষুধার মাত্রা সবচেয়ে বেশি : সোমালিয়া।
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৫৬. শ্রীলংকা, ৬৮. নেপাল, ৮৪. বাংলাদেশ, ১০৫. ভারত, ১০৯. পাকিস্তান ও ১১৬. আফগানিস্তান।

বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক

প্রকাশ : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | প্রকাশক : World Intellectual Property Organization (WIPO) | প্রতিবেদনের শিরোনাম : Global Innovation Index 2024 | অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৩৩।

সূচক অনুযায়ী—

- শীর্ষ ৫ দেশ : ১. সুইজারল্যান্ড, ২. সুইডেন, ৩. যুক্তরাষ্ট্র, ৪. সিঙ্গাপুর ও ৫. যুক্তরাজ্য।
- সর্বনিম্ন ৫ দেশ : ১৩৩. অ্যাঙ্গোলা, ১৩২. নাইজার, ১৩১. মালি, ১৩০. ইথিওপিয়া ও ১২৯. বোরকিনা ফাসো।
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৩৯. ভারত, ৮৯. শ্রীলংকা, ৯১. পাকিস্তান, ১০৬. বাংলাদেশ ও ১০৯. নেপাল।
- ৭টি উপসূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ➤ প্রাতিষ্ঠানিক ১০৯তম • মানবসম্পদ ও গবেষণা ১২৮তম • অবকাঠামো ৮৬তম • পরিশীলিত বাজার ৯২তম • পরিশীলিত ব্যবসা ১২৬তম • জ্ঞান ও প্রযুক্তি ৯২তম • সৃজনশীলতা ৮৮তম।

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

বিশ্বের সবচেয়ে ১০ ধনী দেশ

প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪ | প্রকাশক : ফোর্বস ইন্ডিয়া | প্রতিবেদনের শিরোনাম : Top 10 richest countries in the world by GDP per capita in 2024।
প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশগুলো—

দেশ	মাথাপিছু GDP (PPP)	বার্ষিক GDP বৃদ্ধির হার
১. লুক্সেমবার্গ	১৪৩,৭৪০	১.৩%
২. ম্যাকাও	১৩৪,১৪০	১৩.৯%
৩ আয়ারল্যান্ড	১৩৩,৯০০	১.৫%
৪ সিঙ্গাপুর	১৩৩,৭৪০	২.১%
৫. কাতার	১১২,২৮০	২%
৬. সংযুক্ত আরব আমিরাত	৯৬,৮৫০	৩.৫%
৭. সুইজারল্যান্ড	৯১,৯৩০	১.৩%
৮. সান ম্যারিনো	৮৬,৯৯০	১.৩%
৯. যুক্তরাষ্ট্র	৮৫,৩৭০	২.৭%
১০. নরওয়ে	৮২,৮৩০	১.৫%

বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক

প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪ | প্রকাশক : জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) | অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১১২টি | প্রতিবেদনের শিরোনাম : 2024 Global Multidimensional Poverty Index (MPI)।
প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- বিশ্বে ৫৮.৪০ কোটি শিশু দারিদ্র্যতার মধ্যে বসবাস করছে। যা বিশ্বের মোট শিশুর ২৭.৯%।
- বিশ্বের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ১৩.৫% দরিদ্র।
- চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা ৪৫.৫০ কোটি মানুষ সংঘাত-সহিংসতার মধ্যে বসবাস করে।
- বিশ্বের ১১০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে।
- দক্ষিণ এশিয়ায় ২৭.২০ কোটি দরিদ্র মানুষ এমন পরিবারে বাস করে, যে পরিবারের অন্তত একজন মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছেন।
- বিশ্বে দরিদ্র মানুষের বসবাসে শীর্ষ ৫ দেশ— ১. ভারত (২৩৪ মিলিয়ন) ২. পাকিস্তান (৯৩ মিলিয়ন) ৩. ইথিওপিয়া (৮৬ মিলিয়ন) ৪.নাইজেরিয়া (৭৪ মিলিয়ন) এবং ৫. গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (৬৬ মিলিয়ন)।
- বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে ৪.১৭ কোটি মানুষ। তাদের মধ্যে অতি মানবেতর জীবনযাপন করে ৬.৫%।

অসমতা হ্রাসের অঙ্গীকার সূচক

প্রকাশ : ২১ অক্টোবর ২০২৪ | প্রকাশক : যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফাম ও ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল | অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৬৪টি | সূচকের শিরোনাম : The Commitment to Reducing Inequality Index 2024 | মোট তিনটি বিষয়ের নিরিখে সূচক তৈরি করা হয়। এগুলো হলো— সরকারি সেবা, করনীতি ও শ্রম।
সূচক অনুযায়ী—

ক্যাটাগরি	শীর্ষ দেশ	সর্বনিম্ন দেশ	বাংলাদেশ
সরকারি সেবার মানদণ্ডে	পোল্যান্ড	দক্ষিণ সুদান	১৩৫তম
করনীতির মানদণ্ডে	নরওয়ে	ভানুয়াতু	৭১তম
শ্রম মানদণ্ডে	স্লোভাকিয়া	নাইজেরিয়া	১১৮তম
অসমতা হ্রাসের অঙ্গীকার সূচক	নরওয়ে	দক্ষিণ সুদান	১২৪তম

- শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ➤ শীর্ষ দেশ : মোজাম্বিক
  - সর্বনিম্ন দেশ : উজবেকিস্তান।
  - – বাংলাদেশের অবস্থান ১৬১তম।
- শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় ➤ শীর্ষ দেশ : সাইপ্রাস
  - সর্বনিম্ন দেশ : বেলারুশ, চীন, জিবুতি, মিসর, ইরান, ইরাক, লাওস, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনাম।
  - – বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম।

বৈশ্বিক জনসংখ্যা

প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪ | প্রকাশক : স্বাধীন অলাভজনক সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ' | অন্তর্ভুক্ত দেশ ও অঞ্চল : ২৩৪টি। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

জনসংখ্যায় শীর্ষ ১০ দেশ ও অঞ্চল			জনসংখ্যায় সর্বনিম্ন ১০ দেশ ও অঞ্চল		
অবস্থান	দেশ ও অঞ্চল	জনসংখ্যা	অবস্থান	দেশ ও অঞ্চল	জনসংখ্যা
১	ভারত	১,৪৫০,৯৪০,০০০	২৩৪	ভ্যাটিকান সিটি	৪৯৬
২	চীন	১,৪১৯,৩২০,০০০	২৩৩	নিউ	১,৮১৯
৩	যুক্তরাষ্ট্র	৩৪৫,৪২৭,০০০	২৩২	টোকেলাউ	২,৫০৬
৪	ইন্দোনেশিয়া	২৮৩,৪৮৮,০০০	২৩১	ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ	৩,৪৭০
৫	পাকিস্তান	২৫১,২৬৯,০০০	২৩০	মন্টসেরাট	৪,৩৮৯
৬	নাইজেরিয়া	২৩২,৬৭৯,০০০	২২৯	সেন্ট পিয়ের ও মিকেলন	৫,৬২৮
৭	ব্রাজিল	২১১,৯৯৯,০০০	২২৮	টুভ্যালু	৯,৬৪৬
৮	বাংলাদেশ	১৭৩,৫৬২,০০০	২২৭	সেন্ট বার্থেলেমি	১১,২৫৮
৯	রাশিয়া	১৪৪,৮২০,০০০	২২৬	ওয়ালিস ও ফুটুনা	১১,২৭৭
১০	ইথিওপিয়া	১৩২,০৬০,০০০	২২৫	নাউরু	১১,৯৪৭

ইতালির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

দিবস প্রতিপাদ্য : অক্টোবর

জাতীয়

২ : জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস।
: জাতীয় পথশিশু দিবস।
৬ : জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস। প্রতিপাদ্য— জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আনবে দেশে সুশাসন।
৭ : বিশ্ব শিশু দিবস। প্রতিপাদ্য— প্রতিটি শিশুর অধিকার রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার (বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালন করে)।
৯ : জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস।
১০ : শহীদ জেহাদ দিবস।
২২ : জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস। প্রতিপাদ্য— ছাত্র জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার।

আন্তর্জাতিক

১ : বিশ্ব প্রবীণ দিবস। প্রতিপাদ্য— মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
: বিশ্ব নিরামিষ দিবস।
: আন্তর্জাতিক কফি দিবস।
২ : আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস। স্লোগান— সংঘাত নয়, ঐক্যের বাংলাদেশ গড়ি; সকলে মিলে গড়ে তুলি এক অহিংস বাংলাদেশ।
৪ : বিশ্ব প্রাণী দিবস।
: বিশ্ব হাসি দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম শুক্রবার)।
৫ : বিশ্ব শিক্ষক দিবস। প্রতিপাদ্য— শিক্ষকের কণ্ঠস্বর: শিক্ষায় নতুন সামাজিক অঙ্গীকার।
৭ : বিশ্ব তুলা দিবস।
: বিশ্ব বসতি দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার)। প্রতিপাদ্য— তরুণদের সম্পৃক্ত করি, উন্নত নগর গড়ি।
৯ : বিশ্ব ডাক দিবস। প্রতিপাদ্য— 150 years of enabling communication and empowering peoples across nations।
১০ : বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। প্রতিপাদ্য— কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এখনই সময়।
: বিশ্ব দৃষ্টি দিবস (অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার)। প্রতিপাদ্য— আপনার চোখকে ভালোবাসুন, শিশুর চোখের যত্ন নিন।
: বিশ্ব স্তন ক্যান্সার সচেতনতা দিবস। প্রতিপাদ্য— স্তন ক্যান্সার নিয়ে কাউকে যেন একা লড়তে না হয়।
১১ : আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস। প্রতিপাদ্য— কন্যা শিশুর চোখে ভবিষ্যৎ দেখি।
: বিশ্ব ডিম দিবস (অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার)। প্রতিপাদ্য— ডিমে পুষ্টি ডিমে শক্তি ডিমে আছে রোগমুক্তি।
১২ : বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস। প্রতিপাদ্য— Informed Choices, Better Outcomes।
: বিশ্ব হসপিস ও প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবস (অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শনিবার)।
: বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস (প্রতি বছর মে ও অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শনিবার)।
১৩ : আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। প্রতিপাদ্য— আগামী প্রজন্মকে সক্ষম করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি।
১৪ : বিশ্ব মান দিবস। প্রতিপাদ্য— সমন্বিত উদ্যোগে টেকসই উন্নত বিশ্ব বিনির্মাণে মান।
১৫ : বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস। প্রতিপাদ্য— হাতে দেখলে সাদা ছড়ি, এগিয়ে এসে সহায়তা করি।
: বিশ্ব হাতধোয়া দিবস। প্রতিপাদ্য— পরিচ্ছন্ন হাত কেন এখনো গুরুত্বপূর্ণ?
: আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস।
১৬ : বিশ্ব খাদ্য দিবস। প্রতিপাদ্য— উন্নত জীবন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য খাদ্যের অধিকার।
: বিশ্ব মেরুদণ্ড দিবস।
: বিশ্ব অ্যানেস্থেশিয়া দিবস।
১৭ : আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস। প্রতিপাদ্য— ন্যায়, শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের জন্য সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অপব্যবহার বন্ধ করা।
: বিশ্ব ট্রমা দিবস।
: আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবস (অক্টোবর মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার)।
: আন্তর্জাতিক পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দিবস।
২০ : বিশ্ব অস্টিওপোরোসিস (হাড় ক্ষয়) দিবস।
২৪ : আন্তর্জাতিক মিঠা পানির ডলফিন দিবস।
: জাতিসংঘ দিবস।
: বিশ্ব তথ্য উন্নয়ন দিবস।
২৭ : বিশ্ব অডিওভিস্যুয়াল হেরিটেজ দিবস।
৩১ : বিশ্ব নগর দিবস।
: বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস।

৮ জাতীয় দিবস বাতিল

১৬ অক্টোবর ২০২৪ সরকার ৮টি জাতীয় দিবস বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। দিবসগুলো হলো—

দিবসের নাম	তারিখ
ঐতিহাসিক ৭ মার্চ	৭ মার্চ
জাতির পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস	১৭ মার্চ
শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী	৫ আগস্ট
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী	৮ আগস্ট
জাতীয় শোক দিবস	১৫ আগস্ট
শেখ রাসেল দিবস	১৮ অক্টোবর
জাতীয় সংবিধান দিবস	৪ নভেম্বর
স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস	১২ ডিসেম্বর

ইতালির বর্তমান রাষ্ট্রপতি সার্জিও ম্যাট্যারেলা

পদক-পুরস্কার

ইউনেস্কো-হামদান পুরস্কার

বিশ্বব্যাপী শিক্ষাদান এবং শেখার মানকে উন্নত করতে উদ্ভাবনী অনুশীলনগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য প্রতি দুই বছর অন্তর ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে 'ইউনেস্কো-হামদান' পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষক উন্নয়নের জন্য ইউনেস্কো-হামদান পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। ৪ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশ, ব্রাজিল এবং টোগো থেকে তিনটি উদ্ভাবনী প্রোগ্রাম শিক্ষক উন্নয়নের জন্য ইউনেস্কো-হামদান পুরস্কার বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। যার একটি বাংলাদেশের উন্নয়ন সংস্থা 'গুড নেইবারস বাংলাদেশ (GNB)'। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো এ পুরস্কারটি অর্জন করল বাংলাদেশ। পুরস্কারের পরিমাণ ৩,০০,০০০ মার্কিন ডলার যা তিনজন বিজয়ীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়।

ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার

চলচ্চিত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৪ সালের ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন (পরিচালনায়) গিয়াস উদ্দিন সেলিম এবং চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় আলাউদ্দীন মাজিদ। বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা 'সিনেমা'র সম্পাদক এবং বাংলাদেশের প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্রের (প্রেসিডেন্ট) পরিচালক ফজলুল হকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২০০৪ সাল থেকে এ পুরস্কার দেয় 'ফজলুল হক স্মৃতি কমিটি'। পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে ২৫,০০০ টাকা, সম্মাননা পত্র ও ক্রেস্ট।

দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড

ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড। ভারতীয় চলচ্চিত্রে দাদাসাহেব ফালকের

অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৯ সালে এ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। পুরস্কার হিসেবে একটি স্বর্ণকমল পদক, নগদ দশ লক্ষ ভারতীয় রুপি ও একটি শাল প্রদান করা হয়। ৮ অক্টোবর ২০২৪ 'দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

ইরানের সর্বোচ্চ সম্মাননা

১ অক্টোবর ২০২৪ ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জন্য ইসলামি রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (IRGC) অ্যারোস্পেস ডিভিশনের কমান্ডার আমির আলী হাজিজাদেহকে ইরানের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'ফাতেহ' পদকে ভূষিত করা হয়। পদকটি সর্বোচ্চ সামরিক সম্মানগুলোর মধ্যে একটি, যা সামরিক কৃতিত্বের জন্য দেওয়া হয়। এটি ১৯৮০-এর দশকে আট বছরের ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

নোবেল লাইফ প্রাইজ

১৯৯৮ সাল থেকে তাইওয়ানের চো তা-কুয়ান কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন Global Love of Lives Award দিয়ে আসছে, যা 'নোবেল লাইফ প্রাইজ' নামেও পরিচিত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি (মেডেল অব এচিভমেন্টস বিভাগে) হিসেবে বাংলাদেশি স্থপতি মোহাম্মদ রেজোয়ান ৫৭তম 'গ্লোবাল লাভ অব লাইভস অ্যাওয়ার্ডস' লাভ করেন। এ বছর 'নোবেল লাইফ প্রাইজ' বিজয়ী ১৬ জনের মধ্যে আরও রয়েছেন এশিয়ার প্রথম নারী পর্বতারোহী সুউ-চেন চিয়াং, সিরিয়ান শরণার্থী থেকে জার্মানির একটি শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়ে আলোচনায় আসা রাইয়ান আলশেবল, তাইওয়ানের গ্রামীণ কৃষিতে বিপ্লব নিয়ে আসা তরুণ উদ্যোক্তা জে-জিং গং।

রাইট লাইভলিহুড পুরস্কার

১৯৭৯ সালে সুইডিশ-জার্মান সমাজসেবী ইয়াকব ফন উয়েক্সকুল (Jakob von Uexkull) পরিবেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে নোবেলে আরও দুটি বিভাগ যোগ করার আহ্বান জানান। তবে নোবেল কমিটি ঐ আহ্বান বাতিল করে দেওয়ার পর ১৯৮০ সালে তিনি রাইট লাইভলিহুড পুরস্কার (Right Livelihood Award) চালু করেন। সম্মান ও পুরস্কারের অর্থমূল্যের বিবেচনায় 'রাইট লাইভলিহুড পুরস্কার' বিশ্বে শান্তির জন্য 'বিকল্প নোবেল পুরস্কার' হিসেবে বিবেচিত হয়। এ পুরস্কারটি সেই সব মানুষকে দেওয়া হয়, যাদের কাজ মূল নোবেল পুরস্কারের মঞ্চে উপেক্ষিত থেকে যায়।

২০২৪ সালের বিজয়ী

নাম	পরিচিতি
অ্যানাবেলা লেমোস	মোজাম্বিকের পরিবেশকর্মী ও Justiça Ambiental-এর পরিচালক
জোয়ানি কালিং (আদিবাসী অ্যাক্টিভিস্ট)	ফিলিপাইনের আদিবাসী অ্যাক্টিভিস্ট
ইসা আমরো	ফিলিস্তিনের মানবাধিকার কর্মী ও Youth Against Settlements-এর প্রতিষ্ঠাতা
Forensic Architecture	ব্রিটিশ গবেষণা সংস্থা

F-2 ইতালিতে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট অবস্থিত

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

Recent Info Inquiry

Bangladesh

Ques : The interim government selected which country as a partner to develop Matarbari deep sea port?
Ans : Japan.
Ques : In which part of country first Online bus terminal service was launched?
Ans : Cox's Bazar.
Ques : 1 October 2024 in which area 'Silent Zone' initiative was launched to curb noise pollution?
Ans : Hazrat Shahjalal International Airport area.
Ques : 26 September 2024 Bangladesh deposited instrument of ratification for which treaty?
Ans : BBNJ agreement.
Ques : Bangladesh intends to sign extradition treaties with which two countries?
Ans : Maldives and Qatar.
Ques : Which Bangladeshi film is going to compete in the 'Best International Feature Film Category' at the 97th Oscars?
Ans : Boli (The Wrestler).
Ques : The number of tigers according to 'Sundarbans Tiger Survey 2024'—
Ans : 125.
Ques : Which rank is secured by Bangladesh in the Global Innovation Index 2024?
Ans : 106th among the 133 countries.
Ques : Who has been appointed as new chairman of International Crimes Tribunal (ICT)?
Ans : High Court Justice Md. Golam Mortuza Mozumder.
Ques : Recently Which Bangladeshi was named in 'TIME100 Next list'?
Ans : Adviser Nahid Islam.
Ques : Which Bangladeshi documentary will be shown at COP29 in Azerbaijan?
Ans : Samsul Islam Shopon's 'Latika'.

International

Ques : What is the acronym for United Nations peacekeeping mission in Lebanon?
Ans : UNFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).
Ques : To which country UK agrees to give sovereignty of the Chagos Islands?
Ans : Mauritius.
Ques : To which country Italy sends asylum seekers under controversial deal?
Ans : Albania.
Ques : 3 October 2024 Union Cabinet of India approves classical language status for which five languages?
Ans : Marathi, Bengali, Assamese, Pali, and Prakrit.
Ques : First Asian women to win Nobel in Literature—
Ans : Han Kang.
Ques : Who were honoured with Right Livelihood Award for non-violent resistance against Israeli occupation?
Ans : Issa Amro and his activist group Youth Against Settlements (YAS).
Ques : The 2024 Nobel Peace Prize was awarded to—
Ans : Nihon Hidankyo.
Ques : 11th D-8 Summit in 2024 will be held in—
Ans : Egypt.
Ques : On 20 October 2024 which country has been certified malaria-free by the World Health Organization (WHO)?
Ans : Egypt.
Ques : ASEAN 2025 will be chaired by—
Ans : Malaysia.
Ques : Which country ranks top among the 133 economies featured in the GII 2024?
Ans : Switzerland.
Ques : Which country will host APEC on 10-16 November 2024?
Ans : Peru.
Ques : 11 October 2024 which country cut diplomatic relation with Israel in solidarity with the Palestinian people?
Ans : Nicaragua.

Science and technology

Ques : First International Ocean Station—
Ans : SeaOrbiter.
Ques : Which country launched world's first in-orbit AI commercial hypersatellite?
Ans : China (named 'Rongpiao' or 'Xingshidai-18').
Ques : The first AI university in the world—
Ans : Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) in Abu Dhabi.

Sports

Ques : Who has been appointed as interim head coach of Bangladesh national cricket team?
Ans : Former West Indies all-rounder Phil Simmons.
Ques : Who has become Bangladesh's youngest international master?
Ans : Manon Reza (14 years and 3 months old).
Ques : Champion of 2024 FIFA Futsal World Cup?
Ans : Brazil.

ইতালির উচ্চকক্ষ সিনেটে আসন রয়েছে ২০৫টি

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

বিচারপতি অপসারণে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল

১৯৭২ সালে প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৬ নং অনুচ্ছেদে অসদাচরণ ও অক্ষমতার কারণে একজন বিচারপতিকে অপসারণের বিধান রাখা হয়। সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির ওপর অপসারণের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫-এর মাধ্যমে সংসদীয় অভিশংসন প্রথা বিলোপ করে কারণ দর্শানোর মাধ্যমে বিচারকদের অভিশংসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়। ১ ডিসেম্বর ১৯৭৭ এক সামরিক ফরমানের মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসনে সংসদের ক্ষমতাকে বাতিল করা হয়। ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯-এর মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসন ক্ষমতা সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ওপর হস্তান্তর করা হয়। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪-এর মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা আবার সংসদের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

মামলা ও রায়

২৯ আগস্ট ২০০৫ হাইকোর্ট বিভাগ খন্দকার সেলোয়ার হোসেন বনাম ইটালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস, ৬২ ডিএলআর (এডি) ২৯৮, মামলায় সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করেন। ২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ আপিল বিভাগ হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। তবে অধিকতর স্বচ্ছতা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বিবেচনায় সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধান আদালত বলবৎ রাখেন। ৩০ জুন ২০১১ সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধান অপরিবর্তিত রেখে জাতীয় সংসদ পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করে। তিন বছর পর ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ জাতীয় সংসদে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা পুনরায় সংসদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ৫ নভেম্বর ২০১৪ এই সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়। ৫ মে ২০১৬ হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে ষোড়শ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করেন। ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সরকার আপিল করে। ৩ জুলাই ২০১৭ আদালত সর্বসম্মতি ক্রমে আপিলটি খারিজ করেন এবং ষোড়শ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করেন। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ ঐ রায় রিভিউ চেয়ে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। সর্বশেষ ২০ অক্টোবর ২০২৪ বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা সংসদ-সদস্যদের হাতে এনে সংবিধানের যে ষোড়শ সংশোধনী আনা হয়, সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ তা চূড়ান্তভাবে অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে।

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে বিচারকদের অভিশংসন ক্ষমতা

৯৬। ২) এই অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ বিধানাবলি অনুযায়ী ব্যতীত কোন বিচারককে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না।

৩) একটি সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থাকিবে যাহা এই অনুচ্ছেদে 'কাউন্সিল' বলিয়া উল্লেখিত হইবে এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকের মধ্যে পরবর্তী যে দুইজন কর্মে প্রবীণ তাহাদের লইয়া গঠিত হইবে

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল যদি কোনো সময়ে কাউন্সিলের সদস্য এইরূপ কোনো বিচারকের সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন, অথবা কাউন্সিলের কোনো সদস্য যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন কারণে কার্য করিতে অসামর্থ্য হন তাহা হইলে কাউন্সিলের যাহারা সদস্য আছেন তাহাদের পরবর্তী যে বিচারক কর্মে প্রবীণ তিনিই অনুরূপ সদস্য হিসেবে কার্য করিবেন।

৪) কাউন্সিলের দায়িত্ব হইবে—

ক. বিচারকগণের জন্য পালনীয় আচরণবিধি নির্ধারণ করা; এবং

খ. কোনো বিচারকের অথবা কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন সেইরূপ পদ্ধতি ব্যতীত তাঁহার পদ হইতে অপসারণযোগ্য নহেন এইরূপ অন্য কোন পদে আসীন ব্যক্তির সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।

৫) যে ক্ষেত্রে কাউন্সিল অথবা অন্য কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যে রাষ্ট্রপতির এইরূপ বুঝিবার কারণ থাকে যে কোনো বিচারক—

ক. শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারেন, অথবা

খ. গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইতে পারেন, সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কাউন্সিলকে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করিতে ও উহার তদন্ত ফল জ্ঞাপন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

৬) কাউন্সিল তদন্ত করিবার পর রাষ্ট্রপতির নিকট যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে, উহার মতে উক্ত বিচারক তাহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইয়াছেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা উক্ত বিচারককে তাহার পদ হইতে অপসারিত করিবেন।

৭) এই অনুচ্ছেদের অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল স্বীয় কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং পরওয়ানা জারি ও নির্বাহের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় উহার একই ক্ষমতা থাকিবে।

ইতালির নিম্নকক্ষ চেম্বার অব ডেপুটিতে আসন সংখ্যা ৪০০টি

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

দেশজুড়ে

BBNJ চুক্তির নথি জমা

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতীয় আওতাবহির্ভূত সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার সম্পর্কিত মেরিন বায়োডাইভার্সিটি অব এরিয়াস বিয়ন্ড ন্যাশনাল জুরিসডিকশন (BBNJ) চুক্তি অনুসমর্থনের অনুলিপি জাতিসংঘে জমা দেয় বাংলাদেশ। অনুসমর্থনের অনুলিপি জমা দেওয়ায় বাংলাদেশ এখন চুক্তিটি অনুমোদনকারী অগ্রবর্তী দেশগুলোর কাতারে শামিল হয়। জাতিসংঘে সর্বসম্মতিক্রমে ১৯ জুন ২০২৩ 'মেরিন বায়োডাইভার্সিটি অব এরিয়াস বিয়ন্ড ন্যাশনাল জুরিসডিকশন' (BBNJ) চুক্তিটি গৃহীত হয় এবং ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তা স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এ চুক্তি জাতীয় এখতিয়ারের বাইরে সামুদ্রিক অঞ্চলে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো শক্তিশালী করে। এ পর্যন্ত বিশ্বের ৬০টি সদস্য রাষ্ট্র এ চুক্তিতে তাদের অনুসমর্থন দেয়। অনুসমর্থন, অনুমোদন, গ্রহণ বা যোগদানের অনুলিপি জমা দেওয়ার ১২০ দিন পর চুক্তিটি কার্যকর হয়।

দেশে নদী বন্দর এখন ৫৩টি

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) প্রথম ৬টি স্থানকে নদী বন্দর ঘোষণা করা হয়। সর্বশেষ ১৪ অক্টোবর ২০২৪ প্রজ্ঞাপন জারি করে কুড়িগ্রামের চিলমারী নদী বন্দরকে দেশের ৫৩তম নদী বন্দর ঘোষণা করা হয়।

সর্বশেষ ঘোষিত ৪টি নদী বন্দর

নাম	প্রজ্ঞাপন জারি	গেজেট প্রকাশ
৫০. ভোলাগঞ্জ নদী বন্দর (সিলেট)	৩১ জুলাই ২০২৪	৬ আগস্ট ২০২৪
৫১. গোয়াইনঘাট নদী বন্দর (সিলেট)	১ অক্টোবর ২০২৪	৭ অক্টোবর ২০২৪
৫২. সিলেট নদী বন্দর (সিলেট)	৮ অক্টোবর ২০২৪	১৫ অক্টোবর ২০২৪
৫৩. চিলমারী নদী বন্দর (কুড়িগ্রাম)	১৪ অক্টোবর ২০২৪	১৬ অক্টোবর ২০২৪

গ্রামীণ ব্যাংকের আয়করমুক্ত সুবিধা

১০ অক্টোবর ২০২৪ ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংককে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৯ পর্যন্ত আয়করমুক্ত সুবিধা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)। প্রতিবছর গ্রামীণ ব্যাংককে শুধু আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে কর অব্যাহতি সুবিধা পায়। তবে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৮৩ বাতিল করে সরকার যখন ২০১৩ সালে আইন করে, তখনও বহাল রাখা হয় এ সুবিধা। কিন্তু ১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে সুবিধাটি হঠাৎ বন্ধ করে দেয় তৎকালীন সরকার। নামে ব্যাংক হলেও বাস্তবে গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমও পরিচালনা করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) থেকে নিবন্ধন নেওয়া সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানই আয়করমুক্ত। অন্যদিকে, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের দান করা অর্থের ওপরও ২০২৯ সাল পর্যন্ত আয়কর দিতে হবে না বলে ভিন্ন প্রজ্ঞাপন জারি করে NBR।

গ্রামীণ ব্যাংক

রাষ্ট্র সংস্কারে আরও ৪ কমিশন গঠন

রাষ্ট্র সংস্কারে আরও চারটি কমিশন গঠন করেছে সরকার। ১৭ অক্টোবর ২০২৪ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠন করা হয়। এসব কমিশন ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে।

চার কমিশন ও প্রধানের নাম

কমিশন	প্রধান	পরিচিতি
স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন	অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান	জাতীয় অধ্যাপক ও সমাজসেবক
গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন	কামাল আহমেদ	সাংবাদিক
শ্রমিক অধিকার সংস্কার কমিশন	সৈয়দ সুলতানউদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলসের নির্বাহী পরিচালক
নারী বিষয়ক কমিশন	শিরীন পারভীন হক	নারীপক্ষের প্রতিষ্ঠাতা ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ডা.জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্ত্রী

ইতালি জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫

নতুন স্তন্যপায়ী প্রাণী

সম্প্রতি বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী তালিকায় একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী যোগ হয়। এর নাম দেওয়া হয় 'বড় পাতানাক বাদুড়'। এর ইংরেজি নাম Great Roundleaf Bat এবং বৈজ্ঞানিক নাম *Hipposideros armiger*। প্রখ্যাত বন্যপ্রাণী গবেষক, লেখক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিরুল খান বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এ বাদুড়ের ছবিটি তার ক্যামেরায় ধারণ করেন। বাদুড়টি মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত ৯৮ মিলিমিটার, উর্ধ্ববাহুর দৈর্ঘ্য ৯০ মিলিমিটার এবং লেজ প্রায় ৫০ মিলিমিটার। মুখের দুই পাশে চার জোড়া করে সংযুক্ত লিফলেট দেখে অন্য বাদুড়ের জাত থেকে এটি আলাদা করা যায়। হিমালয়ান বড় পাতানাক বাদুড় ভারতের আসাম, মিজোরাম ও পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়। এছাড়া মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ায় এ বাদুড় নথিভুক্ত হয়।

পাকিস্তানি পণ্য লাল তালিকামুক্ত

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বাংলাদেশে পাকিস্তান থেকে আগত সকল ধরনের পণ্য অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড পদ্ধতির 'রেড লেন' থেকে অবমুক্ত ঘোষণা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)। পাকিস্তানের অনুরোধে দেশটি থেকে আনা পণ্যগুলো 'লাল তালিকামুক্ত' করার পদক্ষেপ নেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। শুধুমাত্র পাকিস্তানের পণ্য 'রেড লেনে' ছিল। ২০০৯ সালে নিরাপত্তার কথা বলে পাকিস্তান থেকে আমদানি করা অধিকাংশ পণ্য 'লাল তালিকাযুক্ত' করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)। এর আগে পাকিস্তান থেকে আগত সকল পণ্যের চালান ন্যাশনাল সিলেকটিভ ক্রাইটেরিয়া কর্তৃক শতভাগ কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়। দেশে উৎপাদনমুখী পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে পাকিস্তানি তুলা, সুতা ও কাপড়ের চাহিদা রয়েছে। দেশটির শিশুখাদ্য, জুস, কাটলারি ও অস্ত্রোপচার সরঞ্জামেরও বড় বাজার রয়েছে বাংলাদেশে।

ই-সনদ পাবেন শিক্ষক নিবন্ধনধারীরা

৮ অক্টোবর ২০২৪ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)-এর নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অনলাইনে নির্ধারিত প্রক্রিয়া শেষ করে সনদ তুলতে পারবেন নিবন্ধনধারীরা। অর্থাৎ, NTRCA-এর ওয়েবসাইটে থাকা লিঙ্কের মাধ্যমে নিবন্ধিত প্রার্থীরা তাদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ই-সনদ ডাউনলোড করতে পারবেন। এ লিঙ্ক দেবে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান টেলিটক। ২০০৫ সালে যাত্রা শুরু করে NTRCA। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলের শিক্ষক নিয়োগের প্রার্থী বাছাই ও সুপারিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান NTRCA।

দেশের প্রথম অনলাইন বাস টার্মিনাল

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে ভ্রমণে আসা পর্যটকদের ভোগান্তি লাঘব, শহরের পরিবহণ খাতে শৃঙ্খলা রক্ষা, যানজট নিরসন, ট্রাফিক অব্যবস্থাপনারোধ এবং যাত্রী সাধারণের হয়রানি রোধে দেশে প্রথমবারের মতো চালু হয় 'অনলাইন বাস টার্মিনাল' সেবা। এ সেবা চালু করেছে কক্সবাজার জেলা পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগ। যার ওয়েব ঠিকানা www.obtcoxsbazar.com। অনলাইন বাস টার্মিনাল নামের এ ওয়েব ঠিকানা ব্যবহার করে পর্যটকসহ যেকোনো যাত্রী দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে নিজের পছন্দমতো টিকিট সংগ্রহ করে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবেন। পাশাপাশি বাসের ফিটনেস যাচাইসহ চালকদের তদারকি, মালিকদের জবাবদিহি নিশ্চিত করে যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন, নিরাপত্তা জোরদার ও সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিমানবন্দরের চারপাশ নীরব এলাকা

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও তৎসংলগ্ন ৩ কিমি এলাকাকে Silent Zone বা 'নীরব এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (DNCC)। বিমানবন্দর এলাকায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ও হর্নের ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ সাইলেন্ট জোনের এলাকা বিমানবন্দরের উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় দিকের নির্ধারিত অঞ্চল যা স্কলাস্টিকা স্কুল থেকে হোটেল লা মেরিডিয়ান পর্যন্ত প্রসারিত। ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে এ নিয়ম কার্যকর হয়।

ক্ষুদ্রঋণ হয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন

ক্ষুদ্রঋণ আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে 'ক্ষুদ্রঋণ' শব্দটিই আর থাকবে না। আইন পরিবর্তনের ফলে 'ক্ষুদ্র অর্থায়ন' হবে। বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (Microcredit Regulatory Authority-MRA) রয়েছে, সেই নামেরও পরিবর্তন হবে। প্রতিষ্ঠানটির নতুন নাম হবে ক্ষুদ্র অর্থায়ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তবে সংক্ষিপ্ত নাম পূর্বেরটিই থাকছে। সংস্থাটির প্রধান পদ এখন নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান, 'ভাইস' শব্দটি বাদ দিয়ে পদটির নতুন নাম হচ্ছে নির্বাহী চেয়ারম্যান। এসব পরিবর্তনসহ আরও কিছু পরিবর্তন নিয়ে MRA আইন-২০০৬ এবং MRA বিধিমালা-২০১০ নতুন করে সাজানো হবে। নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান হবেন অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কেউ। আইনের পাশাপাশি বেশ কিছু পরিবর্তন আসছে বিধিমালায়ও। খসড়ায় বলা হয়, সনদ নেওয়ার সময় উল্লেখ করা শর্তগুলোর যেকোনো একটা ভঙ্গ করলে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল হবে। সনদ বাতিলের পর বর্তমানে ৩০ দিন সময় পাওয়া যায় আপিলের জন্য।

ইতালির রোমে রাজতন্ত্র ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৭৫৩-৫১০ অব্দ

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর

৪ অক্টোবর ২০২৪ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৫৮ সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে অবতরণ করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যকার সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকায় আসেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান। প্রায় এক দশক পর মালয়েশিয়ার কোনো প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করলেন। সর্বশেষ ১৭ নভেম্বর ২০১৩ সরকারি সফরে ঢাকায় আসে মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক। প্রধান উপদেষ্টার সাথে বৈঠকে ১৮,০০০ বাংলাদেশি শ্রমিকের মালয়েশিয়ায় যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও বৈঠকে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আসিয়ানে বাংলাদেশের 'সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার' হওয়ার বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

ভারত হয়ে আসবে নেপালের বিদ্যুৎ

৩ অক্টোবর ২০২৪ নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির জন্য ভারত ও নেপালের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সই করে বাংলাদেশ। চুক্তির আওতায় ১৫ জুন-১৫ নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসের জন্য নেপাল থেকে ভারত হয়ে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB), নেপালের বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (NEA) এবং ভারতের এনটিপিসি বিদ্যুৎ ব্যবসা নিগম লিমিটেডের (NVVN) প্রতিনিধিরা চুক্তি সই করেন। ভারতের মুজাফফরপুরের মিটারিং পয়েন্টসহ ধলকেবর-মুজাফফরপুর ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে নেপালের বিদ্যুৎ রপ্তানি করা হবে। ধলকেবার থেকে মুজাফফরপুর পর্যন্ত ট্রান্সমিশন লাইনে কোনো প্রযুক্তিগত ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ বা মেরামতের খরচ NEA বহন করবে।

ড্রোন যুগে বাংলাদেশ

৩ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সঙ্গে ড্রোন উৎপাদন সংক্রান্ত একটি চুক্তি করে 'স্কাই বিজ' লিমিটেড। কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক স্প্রে, অগ্নিনির্বাপণ, দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রমে সফলতা বাড়াতে ড্রোন উৎপাদন করবে বলে জানায় দেশীয় কোম্পানি স্কাই বিজ লিমিটেড। উৎপাদন শুরু হবে ২০২৫ সালের শুরুতে। স্কাই বিজের প্যারেন্ট কোম্পানি সুনামকো এটায়ার্স। ফিক্সড ও রোটারি উইংয়ের আরও ১০টি মডেলের ড্রোনের উৎপাদনে যাবে; যেগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন পেলোড, এনডোরেন্স থাকবে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন মডেলের ৭৩১৪টি আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকলের (UAV) বার্ষিক উৎপাদন ও রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। চট্টগ্রামের মিরসরাই বেপজা ইকোনমিক জোনে ৪৫.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

মালদ্বীপ ও কাতারের সাথে বন্দিবিনিময় চুক্তি

৩ অক্টোবর ২০২৪ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাজাপ্রাপ্ত নাগরিক বিনিময়ের লক্ষ্যে শিগগিরই মালদ্বীপ ও কাতারের সঙ্গে একটি বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি করবে বাংলাদেশ। চুক্তি'র খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন হয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কাতার সরকারের মধ্যেও সাজাপ্রাপ্ত বন্দি বিনিময় চুক্তি'র খসড়া অনুমোদন হয়। চুক্তিটি ১০ বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার পর উভয় দেশের সাজাপ্রাপ্ত নাগরিকেরা নিজ নিজ দেশে সাজার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবে।

ঢাকার আকাশপথে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স

২ নভেম্বর ২০২৪ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে অত্যাধুনিক বোয়িং বি৭৮৭ ড্রিমলাইনার দিয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করবে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স। প্রাথমিকভাবে এ রুটে সপ্তাহে পাঁচটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে সংস্থাটি। ইথিওপিয়ায় ট্রানজিট দিয়ে আফ্রিকার ৬২টি, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার আরও শতাধিক গন্তব্যে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন যাত্রীরা। এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম এয়ারলাইন্স হিসেবে স্বীকৃত।

শিল্পাচার্য জয়নুলের বিশ্বায়ন

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত নিলামে বাংলাদেশের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম বিপুল দামে বিক্রি হয়। নিলামকারী প্রতিষ্ঠান সদবি'স আয়োজিত এ নিলামের মধ্য দিয়ে বর্তমান চিত্রবিশ্বে আবার নতুনভাবে আলোচিত হন জয়নুল। যে তিনটি ছবির মধ্য দিয়ে ছবির বাজারে জয়নুলের পুর্নমূল্যায়ন হয়, সেগুলো তার 'মাস্টারপিস' নয়। বরং মাস্টারপিস আঁকার প্রস্তুতিস্বরূপ যে স্কেচগুলো আঁকা হয়, অমন ছবি। এটি প্রথম বাংলাদেশের কোনো মাস্টার শিল্পীর কাজ ছয় ডিজিটের মূল্যে বিক্রি হয়। 'মডার্ন অ্যান্ড কনটেমপোরারি সাউথ এশিয়ান আর্ট' শিরোনামের অধীন জয়নুলের 'শিরোনামহীন' একটি কালি-তুলিতে আঁকা স্কেচ ৬,৯২,০৪৮ মার্কিন ডলারের সমমূল্যে বিক্রি হয়, টাকায় যা ৮,২৯,০৮,৩১৯ টাকার সমান। ১৯৭৩ সালে আঁকা 'মনপুরা ৭০'-এর পাশাপাশি একই শিরোনামে বেশ কয়েকটি স্কেচ আঁকেন জয়নুল, যার একটি হলো এ শিরোনামহীন ছবিটি।

প্রাচীন রোমের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর

সুন্দরবনে বাঘ এখন ১২৫টি

বাঘের একমাত্র আশ্রয়স্থল সুন্দরবনে বাঘ এখন ১২৫টি। ৮ অক্টোবর ২০২৪ বন বিভাগ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাঘের সংখ্যা এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের মার্চে সুন্দরবনে এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। বনের ২,২৪০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে এ জরিপ চালানো হয়। সেখানে স্থাপন করা হয় মোট ৬৫৭টি ক্যামেরা ফাঁদ। এসব ক্যামেরায় ৮৪টি বাঘের ছবি শনাক্ত করে আর বাকি ৪১টি শনাক্ত করা হয় বাঘের পায়ের ছাপ (পাগমার্ক) চিহ্নিত করে। ৮৪টি বাঘের মধ্যে ২১টি নারী ও ৬২টি পুরুষ বাঘ রয়েছে। ১৯৭৫ সালে সুন্দরবনে প্রথমবারের মতো বাঘ শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৪ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) সহায়তায় বন বিভাগ পাগমার্ক (পায়ের ছাপ) পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত জরিপে ৪৪০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার গণনা করে। এর আগে ২০১৮ সালে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতির মাধ্যমে বাঘ শুমারি করে বন বিভাগ জানায়, সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১১৪টি। বর্তমানে মাত্র ১৩টি দেশে বাঘের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে।

♦ ক্যামেরা ট্র্যাপিং

Camera Trapping একটি গবেষণামূলক এবং পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, যা মূলত বন্যপ্রাণীর চলাফেরা এবং আচরণ বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এতে ক্যামেরা সেন্সরসহ একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয় যা

একটি Motion বা Infrared Sensor দিয়ে সজ্জিত থাকে। প্রাণীদের উপস্থিতি টের পেলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবি বা ভিডিও ধারণ করে। এই ক্যামেরাগুলো সাধারণত বনে বা প্রাণীদের প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থাপন করা হয়, যেখানে মানুষ সহজে প্রবেশ করতে পারে না বা প্রাণীদের বিরক্ত না করেই তাদের ছবি সংগ্রহ করা যায়। ক্যামেরা ট্রাপিং (Trail Camera) পদ্ধতিটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নির্ধারণ, আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং বিরল বা বিপন্ন প্রজাতির শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে কার্যকর।

বিশ্বাঙ্গন

দেশের প্রথম নারী রেসার

১৯-২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভিয়েতনামে আয়োজিত 'এশিয়ান অটো জিমখানা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪'-এ মিক্সড ডাবল বিভাগের দ্বিতীয় পর্বে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেন বাংলাদেশি কাশফিয়া আরফা। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র নারী রেসারের খেতাব অর্জন করেন তিনি। ১৭ অক্টোবর ২০২৪ মালয়েশিয়ায় নারীদের সলো ইভেন্টে ভিয়েতনামি প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে নবম স্থান লাভ করেন। এরপর ২৩ অক্টোবর ২০২৪ স্পেনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান তিনি। সেখানে অংশগ্রহণ করেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেসিং প্রতিযোগিতা FIA মোটরস্পোর্টস ২০২৪-এ। এ প্রতিযোগিতার অটো স্ল্যালোম ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করেন সদ্য উচ্চমাধ্যমিক গণ্ডি পেরানো নবীন এ রেসার। দেশের প্রথম ও একমাত্র নারী রেসিং ড্রাইভার এবং ইন্টারন্যাশনাল অটোমোবাইল ফেডারেশন (FIA) এএসএন জাতীয় রেসিং লাইসেন্সের হোল্ডার তিনি।

প্রথম বাংলাদেশি 'আয়রন লেডি'

১২ অক্টোবর মালয়েশিয়ার লাংকাউইতে অনুষ্ঠিত হয় কঠিনতম ট্রায়াথলন (সাঁতার, সাইক্লিং ও দৌড়ের সমন্বয়ে ক্রীড়া) আয়রনম্যানের দুই ফরম্যাটের প্রতিযোগিতা। এতে প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে ১৮-২৪ বছর বয়স গ্রুপে অংশ নেয় মারিয়া ফেরদৌসী আক্তার। অর্ধ-দূরত্বের অর্থাৎ আয়রনম্যান ৭০.৩ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সফল হন মারিয়া। এ নারী ট্রায়াথলেট ৮ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ২৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে সম্পন্ন করেন ১.৯ কিমি সাঁতার, ৯০ কিলোমিটার সাইক্লিং ও ২১.১ কিমি দৌড়। আয়রনম্যান প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ওয়ার্ল্ডট্রায়াথলন কর্পোরেশন (WTC)। দেশের প্রথম নারী হিসেবে মারিয়া আয়রনম্যান ৭০.৩ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে ২০২৫ সালে স্পেনে অনুষ্ঠেয় আয়রনম্যান ৭০.৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেন।

টাইম ১০০-এর তালিকায় নাহিদ ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী টাইম-এর 'টাইম ১০০ নেক্সট ২০২৪'-এর তালিকায় স্থান করে নেয় অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পরিচিত এই মুখ তালিকাটিতে 'লিডারস' ক্যাটাগরিতে স্থান পায়। ২ অক্টোবর ২০২৪ টাইমের ওয়েবসাইটে বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রভাবশালীর তালিকাটি প্রকাশ করা হয়। পঞ্চমবারের মতো এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ১০০ ব্যক্তিকে পাঁচ ক্যাটাগরিতে তুলে ধরা হয়। লিডারস ক্যাটাগরিতে নাহিদ ইসলাম ছাড়াও অন্যদের মধ্যে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা ও যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টির 'কো চেয়ার' লরা ট্রাম্প স্থান পান।

রোমান প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রস্থল ছিল রোম

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

গণহত্যার বিচারে পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত গণহত্যার বিচারের জন্য সেই ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠিত করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

গণহত্যার বিচার

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে ভারতে চলে যান। এরপর গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (ICT) এ আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের ঘোষণা দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে হত্যার অভিযোগ জমা পড়ে।

ICT পুনর্গঠন ও কার্যক্রম শুরু

সম্প্রতি জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত গণহত্যার বিচার শুরু করার জন্য ১৪ অক্টোবর ২০২৪ আইন মন্ত্রণালয় তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপনে হাইকোর্টের বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারকে ICT'র চেয়ারম্যান এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরীকে সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৭ অক্টোবর ২০২৪ পুনর্গঠিত ICT'র কার্যক্রম শুরু হয়। একইদিন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে ICT। একই সাথে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করে এ ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯ অক্টোবর ২০২৪ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ১ জুলাই-৫ আগস্ট ২০২৪ সময়কালে গণহত্যার ঘটনায় তথ্য চেয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে।

প্রসিকিউটর ➤ প্রধান প্রসিকিউটর : অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ♦ প্রসিকিউটর : মোঃ মিজানুল ইসলাম, গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামিম, বি এম সুলতান মাহমুদ, আবদুল্লাহ আল নোমান ও মোঃ সাইমুম রেজা তালুকদার

তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তা ➤ কো-অর্ডিনেটর : মো. মাজহারুল হক এবং মুহাম্মদ শহিদুল্যাহ চৌধুরী ♦ অন্যান্য কর্মকর্তা : মো. আলমগীর, মোহা. মনিরুল ইসলাম, মো. জানে আলম, সৈয়দ আবদুর রউফ, মো. ইউনুছ, মো. মাসুদ পারভেজ, মুহাম্মদ আলমগীর সরকার ও মো. মশিউর রহমান।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন

২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 [বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনালস) আদেশ, ১৯৭২] জারি করা হয়। এ দালাল আইনের অধীনে ৩৭ হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তাদের বিচারকার্য শুরু করা হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ এবং অন্যান্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আটক, বিচার এবং শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে ২০ জুলাই ১৯৭৩ 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন' পাস করা হয়। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দালালদের বিচার করার ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ স্বাধীনতার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। তবে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজে জড়িত ব্যক্তিদের এ সাধারণ ক্ষমার বাইরে রাখা হয়। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ দালাল আইন বাতিল করা হয়। ২৯ জানুয়ারি ২০০৯ জাতীয় সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২৫ মার্চ ২০১০ যুদ্ধাপরাধীসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করতে প্রথম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ২২ মার্চ ২০১২ ট্রাইব্যুনাল-২ নামে আরেকটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ট্রাইব্যুনাল-১ ও ২ একীভূত করে আবার একটি ট্রাইব্যুনাল করা হয়। এ আদালত থেকে ৫৫ মামলার রায় হয়; দণ্ডিত ১৩১ আসামির মধ্যে ৯১ জনকে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। এছাড়া মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত আরও কয়েকজনের বিচার ট্রাইব্যুনালে চলমান ছিল।

চার সংশোধনী

ক্রম	জাতীয় সংসদে পাস	রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর	সংশোধনীর বিষয়বস্তু
প্রথম	৯ জুলাই ২০০৯	১৪ জুলাই ২০০৯	ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে বিচারের আওতায় আনা হয়
দ্বিতীয়	১৩ জুন ২০১২	১৯ জুন ২০১২	এক ট্রাইব্যুনাল থেকে অন্য ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তরের বিধান যুক্ত
তৃতীয়	১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১২	আপিলের সময়সীমা ৬০ দিনের পরিবর্তে ৩০ দিন করা হয়
চতুর্থ	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের আপিলের বিধান যুক্ত করা হয়

রোম নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সভ্যতা রোমান সভ্যতা নামে পরিচিত

শিল্প বিপ্লবের দেশে কয়লার অবসান

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বন্ধ হয়ে যায় যুক্তরাজ্যের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র র‍্যাটক্লিফ-অন-সোয়ার পাওয়ার স্টেশন (Ratcliffe-on-Soar Power Station) যা চালু হয় ১৯৬৭ সালে। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বন্ধের মধ্য দিয়ে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১৪২ বছরের ইতিহাসের পর্দা নামে। এছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা শেষ করে যুক্তরাজ্য। কয়লার বদলে দেশটি প্রাকৃতিক গ্যাস, পারমাণবিক শক্তি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের ওপর নির্ভরতা বাড়াচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে G7 ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ফলপ্রসূকারী এ পদক্ষেপ নেয় দেশটি। যুক্তরাজ্য হলো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের জন্মস্থান। ১৮৮২ সালে টমাস আলভা এডিসন উদ্ভাবিত বিশ্বের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হলর্বন ভায়াডাক্ট পাওয়ার স্টেশন। এটি যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরে অবস্থিত।

কয়লা

কয়লা কালো বা কালচে বাদামি রঙের এক ধরনের পাললিক শিলা। এতে বিদ্যমান মূল উপাদান কার্বন। এটি অ-নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম উৎস। মূলত কয়লা পুড়িয়ে তাপ উৎপন্ন করা হয়। এরপর সেই তাপকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয় বিদ্যুৎ শক্তি। পৃথিবীজুড়ে জীবাশ্ম জ্বালানি হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কয়লার ব্যবহার।

উৎপত্তি : গাছ হাজার বছর মাটি চাপা থাকার পর পরিণত হয় কয়লায়। কয়লা তিন প্রকারের হয়। যেমন— অ্যানথ্রাসাইট, বিটুমিনাস এবং লিগনাইট। প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে কার্বোনিফেরাস যুগে গাছ-পালা পানির নিচে পচে পিট অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। একটা সময় পিটে পরিণত হয় লিগনাইটে। এরপর পানির প্রবাহ, স্রোত ও ভূমির পরিবর্তনের ফলে লিগনাইটের উপরে জমে আরও শক্ত মাটির আস্তরণ পড়ে। ফলে লিগনাইট থেকে সাব-বিটুমিনাস এবং বিটুমিনাস কয়লা তৈরি হয়। ক্রমাগত তাপ ও চাপের বৃদ্ধির ফলে বিটুমিনাস থেকে অ্যানথ্রাসাইট তৈরি হয়। তাপ এবং চাপ আরও বাড়তে থাকলে অ্যানথ্রাসাইট পরিণত হয় গ্রাফাইটে। সর্বশেষ পর্যায়ে গ্রাফাইট থেকে তৈরি হয় হীরা।

কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

খনি থেকে প্রচুর পরিমাণ কয়লা সংগ্রহ করে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের কয়লাগুলো বেছে নিয়ে সেগুলোকে বয়লার মেশিনে পাঠানো হয়। এ মেশিনের নিচের অংশে কয়লা জ্বালানো হয় এবং মেশিনের উপরের অংশে অসংখ্য পাইপ থাকে যেগুলো পানিতে পূর্ণ থাকে। উপরের পাইপগুলোতে পানি বাষ্পে পরিণত হতে থাকলে সেই বাষ্পকে একত্রিত করে টারবাইন ফ্যান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়। প্রচণ্ড চাপযুক্ত বাষ্প খুব দ্রুতগতিতে টারবাইন ফ্যানের মধ্যে দিয়ে যাওয়াই ফ্যানটি দ্রুতগতিতে ঘুরতে শুরু করে। টারবাইন ফ্যানটি জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এর মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে থাকে।

জানা-অজানা

- বেলজিয়াম ইউরোপের প্রথম কয়লা মুক্ত দেশ, দেশটি ২০১৬ সালের মার্চে সর্বশেষ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র Tuoketuo Power Station (চীন), উৎপাদন ক্ষমতা ৬,৭২০ মেগাওয়াট (প্রায়)।
- কয়লা ব্যবহারে শীর্ষ দেশ চীন।

শিল্প বিপ্লব

আঠারো শতকের শেষার্ধে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয় সাধারণভাবে তা শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) নামে পরিচিত। শিল্প বিপ্লব কথাটি পরিচিতি লাভ করে ১৮৮১ সালে ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড জে. টয়েনবি কর্তৃক অক্সফোর্ডে প্রদত্ত on the Industrial Revolutions of the 18th Century in England শীর্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে।

শিল্প বিপ্লব	সময়কাল	আবিষ্কার
প্রথম	১৭৫০-১৮৫০	কয়লার খনি, বাষ্পীয় ইঞ্জিন
দ্বিতীয়	১৮৭০-১৯১৪	বিদ্যুৎ
তৃতীয়	১৯৬০-১৯৯০	ট্রানজিস্টর ও ইন্টারনেট
– বর্তমানে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব চলছে।		

কয়লা ও প্রথম শিল্প বিপ্লব

১৭০০ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া প্রথম শিল্প বিপ্লব ব্রিটেনকে একটি অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে পরিণত করে এবং দেশটির জনগণের দৈনন্দিন জীবন পরিবর্তন করে। তখন ব্রিটেনে প্রচুর পরিমাণ শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। এ সমস্ত শিল্পের শক্তির জন্য বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। এ সকল শক্তির যোগান কয়লা থেকে দেওয়া হতো। ১৭০০ সালে ইংল্যান্ডে প্রতি বছর প্রায় ৩ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা হয়। ১৮৩০ সালের পর এটি ৩০ মিলিয়ন টনের বেশি হয়।

রোমান আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান ছিল

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

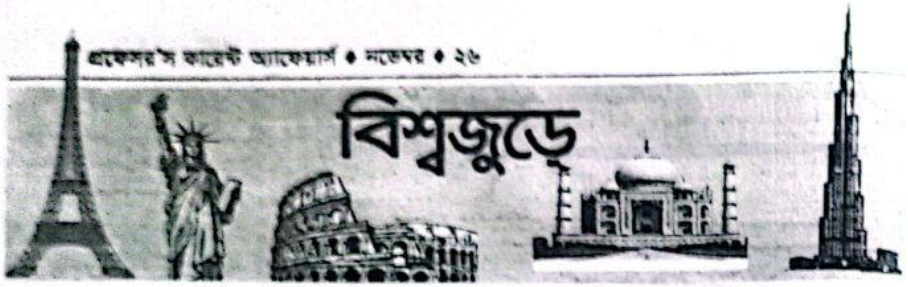

মরুর বুকে নতুন রেলপথ

সৌদি আরব-সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মরুর ছয় দেশকে যুক্ত করতে ১,২০০ মাইলের বেশি দৈর্ঘ্যের রেললাইন তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। দ্য গালফ রেলওয়ে নামে প্রকল্পটির কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। রেলপথটির কাজ সম্পন্ন করতে খরচ পড়বে ২৫০ বিলিয়ন ডলার বা ২৫ হাজার কোটি ডলার। প্রকল্পটি জিসিসি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল বদলে দেবে। উচ্চাভিলাষী এ রেলপথ যে ছয়টি উপসাগরীয় দেশের মধ্য দিয়ে যাবে সেগুলো হলো বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। এই রেলওয়ের লক্ষ্য শুধু সীমান্তজুড়ে মসৃণ বাণিজ্য ও পরিবহন সহজতর করা নয়, বরং সম্মিলিত অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সদস্য দেশে প্রকল্পের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। সৌদি আরব ২০২৪ সালের মার্চ মাসে রিয়াদ মেট্রোর প্রথম অংশ উন্মোচন করে।

এমপক্স শনাক্তের পরীক্ষা অনুমোদন

৪ অক্টোবর ২০২৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রথমবারের মতো এমপক্স শনাক্তকরণ পরীক্ষাপদ্ধতি ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। এতে এমপক্স সংক্রমণের শিকার দেশগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ পরীক্ষাপদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ পাবে। আফ্রিকার দেশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোয় প্রথম এমপক্স ভাইরাস শনাক্ত হয়। এমপক্স ছড়িয়ে পড়া নিয়ে উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে ১৪ আগস্ট ২০২৪ WHO বিশ্বজুড়ে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বৈশ্বিক প্রাদুর্ভাবের মধ্যে এমপক্স টিকার প্রথম অনুমোদন দেয়।

আরব আমিরাতে ক্যাসিনোর লাইসেন্স

৪ অক্টোবর ২০২৪ মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম দেশ হিসেবে নিজ ভূখণ্ডে বাণিজ্যিক ক্যাসিনো খোলার লাইসেন্স দেয় সংযুক্ত আরব আমিরাত। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হোটেল এবং ক্যাসিনো কোম্পানি উইন রিসোর্টকে প্রথম লাইসেন্স প্রদান করা হয়। উইন রিসোর্টের সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা অঙ্গরাজ্যের প্রধান শহর লাসভেগাসে। সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খামিয়া এমিরেত (রাজ্য) আল মারজান দ্বীপে একটি বিলাসবহুল রিসোর্ট নির্মাণ করছে উইন। তবে ইউরোপ-এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব পর্যটক যাবেন শুধু তাদেরকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে রিসোর্টের ক্যাসিনোতে। উইন রিসোর্ট এবং আল মারজান দ্বীপ ও রাস আল খামিয়ার যৌথ বিনিয়োগে নির্মাণ হচ্ছে এই রিসোর্টটি। ১,৫৪২টি কক্ষ বিশিষ্ট বিলাস বহুল এ রিসোর্টটি উদ্বোধন করা হবে ২০২৭ সালে।

জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী

১ অক্টোবর ২০২৪ জাপানের ১০১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইশিবা শিগেরু। ১৪ আগস্ট ২০২৪ জাপানের ১০০তম প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইশিবা শিগেরু জাপানের ক্ষমতাসীন দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (LDP) আইনপ্রণেতাদের ভোটে দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হন। LDP'র নেতা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। দলীয় নেতার পদে বহাল থাকা অবস্থায় সংসদে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও একই সঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদেও বহাল থাকেন।

♦ আপাম নির্বাচন : জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ৯ অক্টোবর ২০২৪ ইশিবা শিগেরু পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ভেঙে দিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগে নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নির্বাচনি বিধান অনুযায়ী ২৭ অক্টোবর ২০২৪ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাপানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের মেয়াদ চার বছর।

জাপানি বুলেট ট্রেনের ছয় দশক

১ অক্টোবর ১৯৬৪ জাপান বুলেট ট্রেন যুগে পদার্পণ করে। এদিন টোকিও ও ওসাকার দুই দিকে দুটি ট্রেন যাত্রা শুরু করে। সে হিসেবে ১ অক্টোবর ২০২৪ বুলেট ট্রেনের ছয় দশক পূর্তি হয়। বুলেটের গতিতে ছুটে চলা 'বুলেট ট্রেন' জাপানে পরিচিত 'শিনকানসেন' নামে। জাপানের গণপরিবহণ অবকাঠামোর মুকুটে এই ট্রেনকে বিশেষ মুকুট বলা হয়। জাপানের এই বুলেট ট্রেনের সেবা শুধু খ্যাতিতেই থেমে থাকেনি। টোকিও ও ওসাকার মধ্যে ভ্রমণপথের সময় ২ ঘণ্টা ২২ মিনিটে নামিয়ে এনেছে। ১৯৬৪ সালে এই ট্রেনে গড়ে প্রতিদিন ৬০,০০০ যাত্রী বহন করা হতো, যা ২০১৩ সালে এসে দাঁড়ায় ৪ লাখ ২৪ হাজারে। ১ অক্টোবর ১৯৬৪ জাপানে বিশ্বে প্রথম উচ্চগতির রেল চলাচল শুরু করে।

স্বাধীনতা পেল চাগোস দ্বীপপুঞ্জ

৩ অক্টোবর ২০২৪ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত চাগোস দ্বীপপুঞ্জ মরিশাসের কাছে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয় যুক্তরাজ্য। অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে সামরিক কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাগোস দ্বীপপুঞ্জ নিজেদের দখলে রাখার পর স্বাধীনতা দিতে রাজি হয় দেশটি। এ দ্বীপে একটি মার্কিন-ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। চাগোস দ্বীপ মরিশাসের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হলেও এর অন্তর্ভুক্ত ছোট ও প্রবাল সমৃদ্ধ দিয়েগো গার্সিয়াতে মার্কিন ও যুক্তরাজ্যের ঘাঁটি থেকে যাবে। নতুন চুক্তি অনুযায়ী ঘাঁটিতে আগামী ৯৯ বছরের জন্য সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। বিপরীতে মরিশাসের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সাল থেকে যুক্তরাজ্য চাগোস দ্বীপপুঞ্জ নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এ মর্মে রায় দেয় যে যুক্তরাজ্যের চাগোস দ্বীপপুঞ্জে যুক্তরাজ্যের দখল অবৈধ।

অভিবাসন প্রত্যাশীদের আলবেনিয়ায় স্থানান্তর

৬ নভেম্বর ২০২৩ ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী আদি রামার সঙ্গে বন্দিশিবির প্রতিষ্ঠা করতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পাঁচ বছরের এ চুক্তিতে বন্দিশিবির চালাতে প্রতিবছর ইতালির খরচ হবে ১৬ কোটি ইউরো। আলবেনিয়ায় অন্তত দুটি বন্দিশিবির ইতালির আইনে পরিচালিত হয়। সেখানে কাজ করছেন ইতালির নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ও স্টাফরা। ১৪ অক্টোবর ২০২৪ ইতালির কর্তৃপক্ষ আলবেনিয়াতে পরিচালিত কেন্দ্রগুলোতে ভূমধ্যসাগর থেকে উদ্ধার হওয়া অভিবাসীদের প্রথম দলকে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রথম দফায় আলবেনিয়ার দিকে যাত্রা করা অভিবাসীদের মধ্যে ১০ বাংলাদেশি ও ছয় মিসরীয় নাগরিক রয়েছে। ইতালি বিতর্কিত চুক্তির অধীনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো সদস্য দেশ হিসেবে প্রথমবারের মতো ১৬ জন অভিবাসীকে তৃতীয় কোনো দেশে পাঠায়।

সুফিদের জন্য ভ্যাটিকানের মতো রাষ্ট্র

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতিসংঘে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামা সুফি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বেকতাশি মুসলমানদের জন্য রাজধানী তিরানায় একটি সার্বভৌম ক্ষুদ্ররাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেন। ইতালির রাজধানী রোমে অবস্থিত ভ্যাটিকান সিটির আদলে এটি প্রতিষ্ঠা করা হবে, যার নাম হবে 'দ্য সভরেন স্টেট অব বেকতাশি অর্ডার'। তিরানার ২৭ একর জায়গাজুড়ে ক্ষুদ্ররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে আলবেনিয়ার সরকার। এ রাষ্ট্রের নিজস্ব সীমানা, পাসপোর্ট ও প্রশাসন থাকবে। ১৩০০ শতাব্দীতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময় বিকশিত হয় সুফিবাদ ও বেকতাশি আদর্শ। ১৯২৯ সালে আলবেনিয়ায় বেকতাশি আদর্শের প্রধান কার্যালয় বেকতাশি ওয়ার্ল্ড সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম আন্তর্জাতিক মহাসাগর স্টেশন

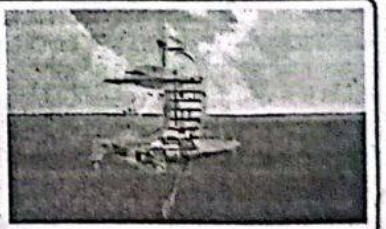

২০২৭ সালের শেষের দিকে বা ২০২৮ সালের প্রথম দিকে মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়াবে অদ্ভুত আকার ও আকৃতির উল্লম্ব এক জাহাজ। এটি মহাশূন্যে স্পেস স্টেশনের আদলে বিশ্বের প্রথম এবং একমাত্র আন্তর্জাতিক মহাসাগর স্টেশন। এর নাম দেওয়া হয় 'সিঅরবিটার'। লম্বায় ৫৭ মিটার বা ১৮০ ফুট উল্লম্ব নৌযানটির ৩০ মিটার বা প্রায় ১০০ ফুট অংশ থাকবে পানির নিচে। মোট ১২টি তলায় বিভক্ত বিশাল এবং সুচিন্তিত স্থাপনাটির ওজন ৫৫০ টন। ১৫০ কোটি ইউরো বাজেটের এমন বিস্ময়কর নৌযানকে বিজ্ঞানীরা সাধারণ নৌযান বলতে নারাজ। তারা বলেছেন, এটি একটি পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান প্লাটফর্ম এবং অত্যাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত একটি ভাসমান গবেষণাগার। সৌরশক্তি চালিত ভাসমান এ গবেষণাগারে মোট ২৪ জন নাবিক, গবেষক এবং প্রযুক্তিবিদের দীর্ঘদিন বসবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের ৭১% জুড়ে রয়েছে নীল জলরাশির আস্তরণ, এর বেশিরভাগ সমুদ্র, মহাসমুদ্রের দখলে। অথচ এ বিশাল জলভাগের ৯৫% সম্পর্কে মানুষ আজও অন্ধকারে। ১৯৯৫ সালে আমাদের সৌরজগতের বাইরে প্রথম গ্রহটি আবিষ্কারের পরে মানুষ যখন অন্য গ্রহে পাড়ি দেওয়ার চিন্তা করছে, সে সময় ফরাসি নৌ স্থপতি, জ্যাক রুজেরি মনে করেন, মানুষের ভবিষ্যৎ ঠিকানা মহাসমুদ্র। তিন দশক ধরে সমুদ্রের তলদেশে মানুষের বসবাসের জন্য বাড়ি-ঘর, নগরীর নকশা তৈরি করে চলছেন তিনি। মহাসমুদ্র সার্বক্ষণিক গবেষণা, সমুদ্র এবং সমুদ্রের বিশাল জীবজগতের গতি-প্রকৃতি, সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র ও জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর মহাসাগরীয় প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতে এবং দূষণমুক্ত রাখার উপায় খুঁজতে এ স্টেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞানীরা তাই 'সিঅরবিটার' নামক ভাসমান গবেষণাগারটি নিয়ে খুব আশাবাদী। দ্রুতই সিঅরবিটার মহাসমুদ্রের মহারহস্যের জট খুলে আমাদের বহু প্রশ্নের জবাব দেবে এবং বিস্মিত করবে।

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

নেপালি তরুণের রেকর্ড

৯ অক্টোবর ২০২৪ নেপালি পর্বতারোহী নিমা রিনজি শেরপা বিস্ময়কর এক রেকর্ড করেন। তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশ্বের ৮,০২৭ মিটার উঁচু ১৪টি পর্বতশৃঙ্গের চূড়ায় আরোহণকারী সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তির রেকর্ড গড়েন। তিব্বতের ৮,০২৭ মিটার উঁচু শিশা পাংমার চূড়ায় পৌঁছে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে দাঁড়ানোর মিশন সম্পূর্ণ করেন। এর আগে রেকর্ডটি ছিল আরেক নেপালি পর্বতারোহী মিংমা গ্যাবু ডেভিড শেরপার। তিনি ২০১৯ সালে ৩০ বছর বয়সে এটি অর্জন করেন।

দুর্যোগ

■ হ্যারিকেন মিল্টন

৯ অক্টোবর ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় আঘাত হানে হারিকেন মিল্টন। ২০২৪ সালের মৌসুমে আটলান্টিক মহাসাগরের ১৩তম নামকৃত ঝড়, দ্বিতীয় ক্যাটাগরি হারিকেন হিসেবে, মিল্টন এখন পর্যন্ত ২০২৪ সালের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় হিসেবে চিহ্নিত হয়। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ফ্লোরিডায় ভয়াবহ তাণ্ডব চালায় আরেক হারিকেন 'হেলেন'। ২০০৫ সালে আঘাত হানা হারিকেন 'ক্যাটরিনা'র পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানা সবচেয়ে প্রাণঘাতী ঝড় এটি। 'হেলেন'র প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ২৩০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে ১ জুন থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত হারিকেনের মৌসুম।

■ সাহারায় ৫০ বছরে প্রথম বন্যা

২০২৪ সালের অক্টোবরে মরক্কোর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টি হওয়ায় সাহারা মরুভূমির কিছু অংশে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। এতে ৫০ বছর ধরে শুকনো থাকা জাগোরা ও টাটার মধ্যবর্তী বিখ্যাত ইরিকুই হ্রদে পানি ঢুকে পড়ে। মরুভূমি এলাকায় এ ধরনের আকস্মিক বন্যার ঘটনা বিরল। সাহারা মরুভূমি পৃথিবীর উষ্ণতম স্থানগুলোর একটি। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩ ইঞ্চির বেশি হয় না।

ম্যালেরিয়ামুক্ত মিসর

২০ অক্টোবর ২০২৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মিসরকে ম্যালেরিয়ামুক্ত ঘোষণা করে। মিসরীয় কর্তৃপক্ষ প্রায় ১০০ বছর ধরে প্রাণঘাতী মশাবাহিত এ সংক্রামক রোগ নির্মূল করার জন্য চেষ্টা করছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মরক্কোর পরে মিসরই পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে WHO'র প্রত্যয়িত ম্যালেরিয়ামুক্ত তৃতীয় দেশ। প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬ লাখ মানুষ এ রোগে মারা যায়। এর জন্য বেশিরভাগ মৃত্যুর ঘটনা ঘটে আফ্রিকা মহাদেশে। বৈশ্বিকভাবে এখন পর্যন্ত ৪৪ দেশ ও একটি অঞ্চল ম্যালেরিয়ামুক্ত হওয়ার মাইলফলক অর্জন করেছে। ম্যালেরিয়া হলো একটি মশাবাহিত সংক্রামক রোগ যা স্ত্রী-অ্যানোফিলিস মশার কামড়ের মাধ্যমে মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয়।

সর্বশেষ ম্যালেরিয়ামুক্ত ৫টি দেশ

দেশ	ম্যালেরিয়া মুক্ত
মিসর	২০ অক্টোবর ২০২৪
কেপ ভার্দে	১২ জানুয়ারি ২০২৪
আজারবাইজান	২৯ মার্চ ২০২৩
তাজিকিস্তান	২৯ মার্চ ২০২৩
বেলিজ	২১ জুন ২০২৩

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের ড্রোন ক্রয়

১৫ অক্টোবর ২০২৪-সামরিক ড্রোন কিনতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে ভারত। চুক্তির আওতায় ভারত ৩১টি সশস্ত্র 'এমকিউ-৯বি স্কাই-গার্ডিয়ান' এবং 'সি-গার্ডিয়ান হাই অল্টিচিউড লং এনডিউরেন্স' (HALE) ড্রোন ক্রয় করবে। ভারতের নৌবাহিনী এমকিউ-৯রি প্রিডেটর ড্রোনের 'সি-গার্ডিয়ান' সংস্করণের ১৫টি ড্রোন পাবে এবং সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী যথাক্রমে ৮টি করে মোট ১৬টি 'স্কাই-গার্ডিয়ান' ড্রোন পাবে। এমকিউ-৯বি প্রিডেটর ড্রোন এমকিউ-৯ রিপার ড্রোনের একটি সংস্করণ। এ ড্রোনটি ৪০,০০০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় একটানা ৪০ ঘণ্টা উড়তে পারে। এটি ২,১৫৫ কেজি পর্যন্ত ভর বহন করতে পারে। নজরদারি সক্ষমতা ছাড়াও এমকিউ-৯ বিকে ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করা সম্ভব। উল্লেখ্য, ভারতই হবে প্রথম দেশ যারা ন্যাটোভুক্ত না হয়েও এই ড্রোন পাবে।

ইউরোপের সুয়েজ খাল

ইউরোপের প্রধান অর্থনীতিগুলোয় নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করবে আন্তঃসীমান্ত নদীপথ সেইন-নর্ড ইউরোপ ক্যানেল (Seine-Nord Europe Canal—SNEC)। এসএনইসি বাস্তবায়ন হলে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে বড় জাহাজ চলাচল সহজ হবে। এ অনুসারে জলপথটি হবে ইউরোপীয় প্রধান বাণিজ্য রুট, যা ব্লকের অর্থনৈতিক ভাগ্যকে পাল্টে দেবে। রুটের কাজ সম্পূর্ণ হতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় লাগবে। ১০৭ কিলোমিটারের বিশাল এ অবকাঠামো প্রকল্প জলপথে যোগাযোগ সাশ্রয়ী ও দ্রুত করবে। এছাড়া তুলনামূলক কম দূষণ ছড়ায় এমন প্রযুক্তি নদী বাণিজ্যের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেবে। তিনটি দেশের মধ্যে ক্যানাল ডু নর্ডের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য চলমান রয়েছে। তবে ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় সরু খালটির সক্ষমতা সীমিত, যা বাণিজ্যের মসৃণ প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে। মূলত সনাতনী ধাঁচের নদী ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুবিধা করতে পারছে না। নতুন প্রজন্মের বড় আকারের কার্গো জাহাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে এ রুট। ৫৪ মিটার চওড়া নতুন খালটি সেইন-এসকাট জলপথ ব্যবস্থার অংশ হবে। এটি ইউরোপের প্রথম নদী নেটওয়ার্ক, যা বড় জাহাজ পরিচালনা করতে সক্ষম। এতে পণ্য পরিবহণ আরও দক্ষ ও বাণিজ্য রুট উন্নত হবে, যার মাধ্যমে উত্তর ফ্রান্স ও ইউরোপের প্রধান জলপথের সঙ্গে যুক্ত হবে ইউরোপের সুয়েজ খাল।

রোম সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট রোমিউলাস অগাস্টুলাস

নতুন ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র

২০২৪ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে নতুন একটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রস্তাবিত এই নতুন উৎক্ষেপণ কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হবে দক্ষিণাঞ্চলীয় অন্ধ্র প্রদেশে কৃষ্ণা জেলার নাগায়ালঙ্কা গ্রামে। কেন্দ্রটি নির্মিত হলে এখান থেকে সারফেস টু এয়ার মিসাইল, অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইলসহ ভারতের তৈরি সব ধরনের স্বল্প-মাঝারি ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা যাবে। বর্তমানে ভারতের একমাত্র ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্রটি ওড়িশা রাজ্যের ড. আব্দুল কালাম দ্বীপে অবস্থিত। অগ্নি, পৃথ্বি, ব্রহ্ম, নির্ভয়সহ ভারতের যাবতীয় ল্যান্ডমার্ক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হয় এই কেন্দ্রটিতে। ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী ২০২৪ সালের মে মাসে ওড়িশায় নিজেদের তৈরি সাবমেরিন বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র স্মার্তের পরীক্ষামূলক সফল উৎক্ষেপণ করে।

পরমাণুশক্তি চালিত সাবমেরিন

৯ অক্টোবর ২০২৪ ভারত সরকার দেশটিতে পরমাণু শক্তিচালিত দুটি সাবমেরিন তৈরি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়। ভারতীয় নৌবাহিনী ছয়টি আধুনিক পরমাণুশক্তিচালিত সাবমেরিন তৈরির পরিকল্পনা করছে। এগুলো ভারতের অরিহন্ত শ্রেণির পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন। সাবমেরিন দুটি ভারতের বিশাখাপত্তনম বন্দরে সরকারি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রে তৈরি করা হবে। বর্তমানে ভারতের দুটি পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন রয়েছে। ভারতে তৈরি প্রথম পরমাণু শক্তি চালিত ডুবোজাহাজ আইএনএস অরিহন্ত। দ্বিতীয়টি আইএনএস আরিঘাট। পরমাণুশক্তিচালিত সাবমেরিন ডিজেলচালিত সাবমেরিনের তুলনায় অনেক দ্রুতগতিসম্পন্ন। এগুলো দীর্ঘ সময় ধরে পানির নিচে থাকতে পারে। পরমাণুশক্তিচালিত সাবমেরিন বিশ্বের সবেচেয়ে শক্তিশালী নৌ অস্ত্র। অল্প কয়েকটি দেশের কাছে এ ধরনের সাবমেরিন রয়েছে। দেশগুলো হলো— চীন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। উল্লেখ্য, বিশ্বের সর্ববৃহৎ নৌবাহিনী চীনের দেশটির কাছে ৩৭০টির বেশি যুদ্ধজাহাজ রয়েছে।

কলকাতায় ঐতিহাসিক ট্রামের বিদায়

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কলকাতার সড়ক থেকে ট্রাম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। কলকাতায় ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ প্রথমবার ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালানো হয়। শিয়ালদহ থেকে আর্মেনিয়া ঘাট পর্যন্ত ওই ট্রাম চলে।

পরে 'কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানি লিমিটেড' গঠন করা হয়। এ কোম্পানির নিবন্ধন ছিল লন্ডনে। পরে ১৯০২ সালে কলকাতায় প্রথমবার চালু করা হয় বৈদ্যুতিক ট্রাম। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রামের ১৫০ বছর পূর্তি উৎসব হয়।'

■ **ট্রাম :** ট্রাম একপ্রকার পৌর রেল পরিবহণ ব্যবস্থা। ট্রাম সাধারণত কোনো শহরের রাস্তার উপর বিছানো ট্র্যাকের উপর দিয়ে চলাচল করে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এটি 'স্ট্রিটকার নামে পরিচিত। বিশ্বের প্রথম যাত্রীবাহী ট্রাম ছিল সোয়ানসি এবং মাম্বলস রেলওয়ের যা যুক্তরাজ্যের ওয়েলসে অবস্থিত।

বাংলা : ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি

৩ অক্টোবর ২০২৪ ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বাংলা ভাষাকে Classical Language বা ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেয়। এই দিন বাংলাসহ আরও পাচটি ভাষাকে ভারতের ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অন্য চারটি ভাষা হলো মারাঠি, পালি, অসমিয়া ও প্রাকৃত ভাষা। এর আগে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পায় তামিল, সংস্কৃত, তেলেগু, কন্নড়, মালায়লাম ও ওড়িশা ভাষা। ভারতে ধ্রুপদী ভাষার প্রথম স্বীকৃতি পায় তামিল ভাষা। ভারতে কোনো ভাষা ধ্রুপদী স্বীকৃতি পেলে সেই ভাষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। ধ্রুপদী ভাষার জন্য জাতীয় পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষার প্রচার ও প্রসারে চেয়ার তৈরি করা হয়। ধ্রুপদী ভাষায় কাজের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেওয়া হয়। মূলত, ধ্রুপদী ভাষা বলতে বোঝায় যা অত্যন্ত প্রাচীন, সমৃদ্ধ সাহিত্যের অধিকারী এবং স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছে।

■ **ধ্রুপদী ভাষা স্বীকৃতির মানদণ্ড :** ভারতে ধ্রুপদী ভাষা ঘোষণার ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে সাহিত্য একাডেমি ভাষা বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি তৈরি করে। তারা নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে কোনো ভাষা ধ্রুপদী কি না, সেই সংক্রান্ত সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দেয়। মানদণ্ডগুলো হলো— সংশ্লিষ্ট ভাষায় প্রাচীনতম লিখিত নথির বয়স কমপক্ষে ১,৫০০ থেকে ২,০০০ বছরের পুরানো হতে হবে • সংশ্লিষ্ট ভাষায় রচিত সু-প্রাচীন সাহিত্য ও লিখিত নথিগুলো দীর্ঘ সময় ধরে, ওই একই ভাষায় কথা বলা গোষ্ঠীর বহু প্রজন্মের ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত হতে হবে • এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাষার প্রাচীনত্ব স্বীকার করার জন্য সুপ্রাচীন শিলালিপি বা অন্য কোনো ধাতব আধারের উপর খোদাই করা তথ্যাবলি প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হবে • সংশ্লিষ্ট ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্য তার বর্তমান রূপ থেকে পৃথক হতে পারে বা তার পরবর্তী রূপ কিংবা তার শাখাগুলোর থেকেও বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

অগাস্টাস সিজারের নামানুসারে ইংরেজি আগস্ট মাসের নামকরণ করা হয়

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

দৃশ্যপট | মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

৫ নভেম্বর ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের ৬০তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ২০ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে চার বছরের জন্য নতুন নেতা পাবে বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশটি। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনরায় ক্ষমতায় ফিরবেন নাকি বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসই হবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে চলছে জোর আলোচনা।

নির্বাচনের দিন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রতি চার বছর পরপর। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম ৬৯ বছর নির্বাচনের জন্য কোনো আলাদা দিন নির্দিষ্ট ছিল না। অঙ্গরাজ্যগুলো তাদের পছন্দসই দিনে ভোটগ্রহণের আয়োজন করত। কিন্তু এর ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এ বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে ১৮৪৫ সাল থেকে নভেম্বরের প্রথম সোমবারের পরদিন মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

যারা ভোট দিতে পারেন

নাগরিক পরিচয়পত্রে ১৮ বছর বা এর বেশি বয়সি মার্কিন নাগরিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। এ ছাড়া কারাবন্দিদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রেও অঙ্গরাজ্যগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন আইন রয়েছে। ভোটের দিন কোনো সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় না। ভোটাররা সাধারণত নির্বাচনের দিন কোনো ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে থাকেন। তবে সাম্প্রতিককালে বিকল্প পন্থায় যেমন: ডাকযোগে ভোট দেওয়ার সংখ্যা বাড়ছে।

প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর যোগ্যতা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে হলে তাকে অবশ্যই তিনটি প্রাথমিক শর্ত বা তিনটি প্রাথমিক যোগ্যতা থাকতে হবে। প্রথমত, জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত ১৪ বছর বসবাসের প্রমাণ থাকতে হবে। তৃতীয়ত, প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স ৩৫ বছর হতে হবে। উপর্যুক্ত তিনটি যোগ্যতা থাকলে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের একটি ফরম পূরণ করে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার আবেদন করা যাবে এবং প্রচার কমিটির জন্য আরেকটি ফরম পূরণ করতে হবে। এর পরবর্তী ধাপ প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের ভোট ব্যালটে নাম ওঠানো। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থিতা ঘোষণা করা হবে।

প্রার্থী বাছাই

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া দুই পদ্ধতিতে হয়। এ দুই পদ্ধতি হলো প্রাইমারি ও ককাস। দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের সরাসরি ভোটে প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়াকে প্রাইমারি বলে। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ নির্বাচনের মতোই একজন প্রার্থী বিজয়ী হন। অন্যদিকে, ককাস শব্দের অর্থ বৈঠক, সাক্ষাৎ বা জড়ো হওয়া। ককাসের দিন নির্দিষ্ট দলের ভোটার ও সমর্থকরা তাদের প্রিসিংক্টের একটি নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হন। প্রিসিংক্ট হলো যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলোর সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর। এছাড়া দলীয় কনভেনশনের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী চূড়ান্ত হয়। অঙ্গরাজ্যগুলোতে নির্বাচনের মাধ্যমে ডেলিগেট ঠিক হয়। দলীয় মনোনয়ন পেতে হলে একজন প্রার্থীর অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুপাতে ডেলিগেট ভোট জিততে হবে।

রাজনৈতিক দল

১৮৫২ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান পার্টি অথবা ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে। ডেমোক্রেটরা সাধারণত উচ্চ কর সমর্থন করেন, যাতে করে সরকারি কাজকর্ম সচল থাকে। আর রিপাবলিকানরা সাধারণত কম করের পক্ষে এবং সরকারের আকার ছোট রাখার পক্ষে। দুটি দলই মোটামুটি মধ্যপন্থি রাজনৈতিক মতাদর্শ পোষণ করে। রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছু ছোট ছোট রাজনৈতিক দল রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— লিবার্টারিয়ান, কনস্টিটিউশন, সোশ্যালিস্ট অথবা গ্রিনপার্টি। এছাড়া কেউ ইচ্ছা করলে স্বতন্ত্রভাবেও নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে পারেন।

যেভাবে নির্বাচিত হন

নাগরিকদের সরাসরি ভোটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন না; বরং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি হলো পরোক্ষ। প্রথমে জনগণ ভোট দিয়ে ইলেকটোরাল কলেজ বা নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচন করেন। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য— ব্যালট পেপারে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের নাম লেখা থাকে। আর একেক অঙ্গরাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচকমণ্ডলীর নাম উল্লেখ থাকতেও পারে, নাও পারে। জনগণ কোনো নির্দিষ্ট প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অর্থ হলো ঐ প্রার্থীর দলের নির্বাচকমণ্ডলী মনোনীত করা। পরবর্তী সময়ে সেই নির্বাচকমণ্ডলী ভোট দিয়ে জনগণের পছন্দের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে নির্বাচন করেন। নির্বাচকমণ্ডলী চাইলে দলের বাইরে গিয়ে বিরোধী দলের

অগাস্টাস সিজারের পিতা ছিলেন জুলিয়াস সিজার

প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য বরাদ্দ ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা সেই অঙ্গরাজ্যে জনপ্রতিনিধি ও সিনেটরের সংখ্যার সমান থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে মোট ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা ৫৩৮টি। এর মধ্যে শুধু ক্যালিফোর্নিয়াতেই রয়েছে সর্বাধিক ৫৫টি। আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে গেলে একজন প্রার্থীকে অবশ্যই ন্যূনতম ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পেতে হবে। সাধারণত জনসংখ্যার ওপর ইলেকটোরের সংখ্যা নির্ভর করে। নিয়ম হলো, প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে জনসংখ্যা যেমনই হোক, ন্যূনতম তিন পয়েন্ট দিতেই হবে। এরপর জনসংখ্যা অনুযায়ী এ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় প্রতি ১০ বছর পরপর।

ইলেকটোরাল ২৭০ ভোট না পেলে

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজে জয় না পেলে মার্কিন সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধির হাতে থাকে একটি করে ভোট। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হলে একজন প্রার্থীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অঙ্গরাজ্যে জিততে হবে। আর ভাইস প্রেসিডেন্ট বাছাই করে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ বা সিনেট। সিনেটরদের হাতেও থাকে একটি করে ভোট। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ১৮০৪ সালের পর কোনো প্রার্থী ইলেকটোরাল কলেজে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার ঘটনা একবারই ঘটে। ১৮২৪ সালে ইলেকটোরাল ভোটগুলো চারজন প্রার্থীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এককভাবে কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেতে সফল হননি। এদের মধ্যে ডেমোক্রেট প্রার্থী অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের পক্ষে ছিল সবচেয়ে বেশি ইলেকটোরাল ভোট। পপুলার ভোটও তিনি বেশি পান। কিন্তু চতুর্থ স্থানে ছিলেন হেনরি ক্লে। তিনি আবার ছিলেন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার। এ হেনরি ক্লে দ্বিতীয় স্থানে থাকা জন কুইন্সি অ্যাডামসকে নির্বাচিত করার ব্যাপারে হাউসকে প্রভাবিত করেন। অবশেষে অ্যাডামসই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সংখ্যাতত্ত্বে মার্কিন নির্বাচন

০১	যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন।
০২	প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে দুই মেয়াদের বেশি কেউ নির্বাচিত হতে পারবেন না।
০৪	প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ৪ বছর। চার মেয়াদে নির্বাচিত একমাত্র প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট।
১৩	যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় স্টেটের সংখ্যা ছিল ১৩টি।
১৯	সংবিধানের ১৯তম সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে।
২০	সংবিধানের ২০তম সংশোধনীর মাধ্যমে ২০ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের দিন নির্ধারণ করা হয়।
২৫	প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হতে হলে প্রার্থীকে অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হয়।
৩৫	যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর।
৪২	৪২ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হন থিওডোর রুজভেল্ট।
৪৩	৪৩ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত কনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হন জন এফ কেনেডি।
৪৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত ৪৫ জন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড ২ মেয়াদে (২২তম এবং ২৪তম) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
৪৬	জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট।
৫০	মোট অঙ্গরাজ্য ৫০টি।
৫৫	ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে সর্বোচ্চ ৫৫টি ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে।
৭৮	৭৮ বছর বয়সে সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জো বাইডেন।
১০০	মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা।
২৭০	কোনো প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়ী হতে হলে ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পেতে হয়।
৪৩৫	মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা।
৫৩৮	মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইলেকটোরাল ভোট।

কে যাচ্ছেন হোয়াইট হাউসে : ডোনাল্ড ট্রাম্প না কমলা হ্যারিস

- জন্ম : ১৪ জুন ১৯৪৬; কুইন্স, নিউইয়র্ক
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক (পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)
- পেশা : আবাসন ব্যবসায়ী, টেলিভিশন প্রযোজক ও রাজনীতিক
- রাজনৈতিক দল : রিপাবলিকান পার্টি
- দেশটির সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী

- জন্ম : ২০ অক্টোবর ১৯৬৪; ওকল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক (হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়)
- পেশা : আইনজীবী
- রাজনৈতিক দল : ডেমোক্র্যাটিক পার্টি
- ক্যালিফোর্নিয়ার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাটর্নি জেনারেল
- প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী এবং প্রথম কোনো ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভাইস প্রেসিডেন্ট। এছাড়া অভিবাসীর সন্তান থেকেও প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট
- তার বাবা জ্যামাইকান এবং মা ভারতীয় বংশোদ্ভূত

জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে ইংরেজি জুলাই মাসের নামকরণ করা হয়

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

মহাকাশ-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

বৃহস্পতির চাঁদে পানির অস্তিত্ব

বৃহস্পতির চাঁদে পানির সন্ধানে ১৪ অক্টোবর ২০২৪ মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' মহাকাশযান পাঠায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সেখানে গোপন সমুদ্র রয়েছে। স্পেসএক্সের ফ্যালকন রকেট বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপার দিকে পাড়ি দেয়। সাড়ে পাঁচ বছর পর মহাকাশযানটি সেখানে পৌছাতে পারবে। এ অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'ইউরোপা ক্লিপার'। মহাকাশযানে সংযুক্ত যন্ত্রগুলো ইউরোপার পৃষ্ঠের নিচের পরিবেশ, সেখানকার রাসায়নিক ও ভূতাত্ত্বিক গঠন যাচাই করে দেখবে। এ মিশন ভবিষ্যতের মিশনগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করবে। উৎক্ষেপণের পর ক্লিপার মহাকাশযান প্রায় ছয় বছর একটানা মহাকাশে ভ্রমণ করবে এবং ২০৩০ সালের এপ্রিলে এটি ইউরোপার কক্ষপথে পৌছাবে।

ঘুমাচ্ছে চন্দ্রযান-৩

২৩ আগস্ট ২০২৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে 'সফট ল্যান্ডিং' করে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের (ISRO) তৈরি চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম। চাঁদের প্রাচীনতম গর্তগুলোর মধ্যে একটিতে নামে ভারতের চন্দ্রযান-৩। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চাঁদের মাটিতে রোভারটি ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠায়। পরে চাঁদে সূর্য ডুবে গেলে চন্দ্রযান-৩ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এখনো চাঁদের মাটিতেই পড়ে রয়েছে ওই ল্যান্ডার ও রোভার। 'ঘুমিয়ে' পড়ার আগে রোভারের ক্যামেরায় চাঁদের অদেখা অংশের নানা ছবি উঠেছে।

৮০,০০০ বছর পর দেখা যাবে যে ধূমকেতু

বিশ্ব ২০২৪ সালের অক্টোবরে বিরল এক মহাজাগতিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে। এ মাসে রাতের আকাশে দেখা গেছে একটি ধূমকেতু, যেটি কিনা শেষবার দেখা যায় নিয়ান্ডারথালদের সময়। ধূমকেতুটি ২০২৩ সালে চীনের সুচিনশান মানমন্দির এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাটলাস টেলিস্কোপের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়। তাই এর নামকরণ করা হয় সুচিনশান-অ্যাটলাস (সি/২০২৩ এ৩)। ১২ অক্টোবর ২০২৪ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসে এটি। পুনরায় এ ধূমকেতু দেখতে অপেক্ষা করতে হবে আরও ৮০,০০০ বছর।

ইতিহাস গড়ল স্টারশিপ রকেট

ইলন মাস্কের স্পেসএক্সের তৈরি রকেট স্টারশিপ সফলভাবে উৎক্ষেপণের পর সেটির নিম্নাংশ সফলভাবে লঞ্চপ্যাডে ফিরে আসে। ১৩ অক্টোবর ২০২৪ টেক্সাসের বোকাচিকা মহাকাশ কেন্দ্র থেকে রকেটটি উৎক্ষেপণ করে। এটি আকাশে উড়ে যাওয়ার পর এক পর্যায়ে এর স্টারশিপ রকেটটি আলাদা হয়ে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে ভারত মহাসাগরে পড়ে। আর সুপার হেভি বুস্টারটি ফিরে আসে স্পেস এক্সের সেই টাওয়ারে যেখান থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবার এ ঘটনা ঘটে। বিশ্বে যত রকেট প্রস্তুত হয়, সবগুলোই 'একবার ব্যবহারযোগ্য'। ইলন মাস্কের বারবার ব্যবহারযোগ্য রকেট বড় একটি মাইলফলক।

ইলন মাস্কের নতুন প্রযুক্তি

'সাইবারক্যাব' নামে নিজেদের তৈরি প্রথম রোবোট্যাক্সি (রোবট ট্যাক্সি) ও রোবোভ্যান উন্মোচন করে মার্কিন বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা। ১০ অক্টোবর ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়ার্নার ব্রাদার্স স্টুডিওতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাইবার ক্যাবের পাশাপাশি রোবোভ্যানের আদিরূপ বা প্রোটোটাইপ উন্মোচন করেন টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) এবং মালিক ইলন মাস্ক। স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে সক্ষম রোবোট্যাক্সি গুলোকে ট্যাক্সি হিসেবে ভাড়া করা যাবে। ২০২৬ সালের প্রথম দিকে সাইবারক্যাব উৎপাদন শুরু হবে।

চীনা স্যাটেলাইটে AI প্রযুক্তি

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পূর্ব চীনের শানতোং প্রদেশের হাইয়াং শহরের কাছে ভাসমান একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে একটি স্মার্ট ড্রাগন-৩ ক্যারিয়ার রকেটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত স্যাটেলাইটটি তার AI লার্জ মডেল সংক্রান্ত ১৩টি পরীক্ষা চালায়। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও তাপমাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এ স্যাটেলাইট। কক্ষপথে AI বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন স্যাটেলাইটের মহাকাশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এবং মহাকাশে অপারেশন চলাকালীন হাইপারফরম্যান্স পেলোডের কম্পিউটিং শক্তির পরীক্ষাও হয় এ মিশনে।

AI দিয়ে মানব মস্তিষ্কের মানচিত্র

Artificial Intelligenc (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে মানব মস্তিষ্কের সবচেয়ে বিস্তারিত বা পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ও গুগল। ২০১৪ সালে ইপিলেপ্সি সার্জারির সময় এক রোগীর মস্তিষ্ক থেকে সরানো সেরিব্রাল করটেক্সের এক ঘন মিলিমিটার অংশের ওপর ভিত্তি করে এ গবেষণা পরিচালিত হয়। এক দশক ধরে জীববিজ্ঞানী ও মেশিন-লার্নিং বিশেষজ্ঞদের একটি দল মস্তিষ্কের এ ছোট টিস্যুর নমুনাটি বিশ্লেষণ করে। এ অংশ প্রায় ৫৭,০০০ কোষ ও ১৫ কোটি সিন্যাপসিস ধারণ করে। তাদের এ আবিষ্কার মস্তিষ্কের সংযোগ বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রাজতন্ত্র যুগের সর্বশেষ সম্রাট টারকিউনিয়াস সুপারকাস

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত অতীত ও বর্তমান

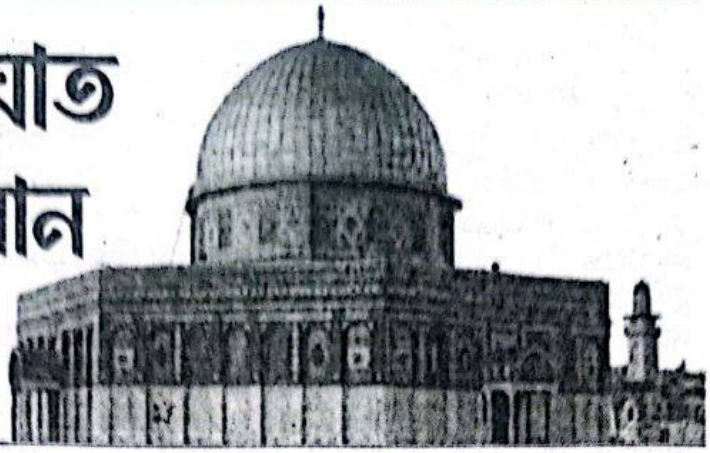

মধ্যপ্রাচ্য

'প্রাচ্য' হলো বিশেষণ পদ। প্রাচ্য শব্দটি প্রাচী থেকে এসেছে। প্রাচী + ষ্ণ = প্রাচ্য। প্রাচ্য মানে পূর্ব আর পাশ্চাত্য মানে পশ্চিমাকে বোঝায়। মধ্যপ্রাচ্য হলো একটি অঞ্চল যা ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, আরব উপদ্বীপ এবং উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলকে MENA (Middle East and North Africa) বলা হয়।

নামকরণ

মধ্যপ্রাচ্য শব্দটি ১৯০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসবিদ অ্যালফ্রেড থায়ের মাহান কর্তৃক আবিষ্কৃত। উসমানীয় সাম্রাজ্যের শাসনাধীন থাকা অবস্থায় এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় আনুগত্য ও বন্ধনকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে তিনি এ অঞ্চলের নাম দেন মধ্যপ্রাচ্য। একদিকে ইউরোপ অন্যদিকে ভারতবর্ষ এর মাঝখানে মধ্যবর্তী অঞ্চল বিবেচনায় এ নামকরণ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বলকান এবং উসমানীয় সাম্রাজ্য বোঝাতে ইংরেজিতে 'নিকট প্রাচ্য' ব্যবহার করা হতো এবং তখন 'মধ্যপ্রাচ্য' বলতে ককেশাস, পারস্য ও আরব ভূমি এবং কখনো আফগানিস্তান, ভারত ও অন্যান্য অঞ্চলকে উল্লেখ করা হতো।

ইতিহাস

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস প্রাচীনকাল থেকেই শুরু হয়। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এক সময় রোমান, বাইজানটাইন, অটোমানসহ বিভিন্ন সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতকে বিস্তৃত রোমান সাম্রাজ্য পুরো পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল দখল করে যার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের অনেকাংশই ছিল। ৩য়-৭ম খ্রিষ্টাব্দে পুরো মধ্যপ্রাচ্য শাসন করে বাইজেন্টাইন ও পারস্যের সাসনীয়রা। ৭ম শতাব্দী থেকে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম নতুন শক্তি হিসেবে জেগে উঠে। ১৬ শতকের শুরুর দিকে মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল অংশ উসমানীয় ও ইরানিয়ান সাফাভিদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে শাসিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয়দের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকারের একটি গোপন চুক্তি (পিকট-সাইকস চুক্তি) অনুসারে তাদের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য ভাগ করে নেয়। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলামসহ বেশ কয়েকটি প্রধান ধর্মের উৎপত্তিস্থল হলো মধ্যপ্রাচ্য। আরবরা এ অঞ্চলের প্রধান আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী। তাদের পরে রয়েছে যথাক্রমে তুর্কি, পারস্যিক, কুর্দি, আজারি, কিবতী, ইহুদি, অ্যাসিরীয়, ইরাকি তুর্কমেন, ইয়াজিদি ও গ্রিক সাইপ্রিয়টরা।

ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব ও গুরুত্ব

বিভিন্ন কারণে মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ব রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। এর প্রধান কারণ এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান। সাধারণভাবে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে মধ্যপ্রাচ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুয়েজ খাল খননের পর এ এলাকার ভৌগোলিক গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলাচলের' একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিগণিত হয়। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে বিপুল পরিমাণ খনিজ তেল আবিষ্কার এ এলাকার গুরুত্ব শতগুণ বৃদ্ধি করে। তেল ক্ষেত্রসমূহের বেশিরভাগ পাইপলাইনই পারস্য উপসাগরীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পারস্য উপসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থিত এলাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত হয়। শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো কল-কারখানার জন্য নিয়মিতভাবে তেল সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় নিজেদের স্বার্থে তারা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তাদের প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস পায়। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলোর অস্ত্র বিক্রির একটা বিশাল বাজার। এছাড়াও সমুদ্র পথে বৈশ্বিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য গুরুত্বপূর্ণ।

Fact File

ইংরেজি নাম : Middle East ♦ দেশসমূহ : সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন, মিসর, সাইপ্রাস, জর্ডান, লেবানন, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, তুরস্ক ♦ রাজতন্ত্রের দেশ : সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও জর্ডান ♦ মোট আয়তন : ৮০ লক্ষ বর্গ কি.মি. (প্রায়) ♦ মোট জনসংখ্যা : ৫০ কোটি (প্রায়) ♦ আয়তনে ➢ বৃহত্তম : সৌদি আরব • ক্ষুদ্রতম : বাহরাইন ♦ জনসংখ্যায় ➢ বৃহত্তম : মিসর • ক্ষুদ্রতম : বাহরাইন।

F-3 ইউরোপের বিখ্যাত পর্বত আল্পস ইতালি ও ফ্রান্স সীমান্তে অবস্থিত

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

ইসরায়েলের সাম্প্রতিক আগ্রাসন ও গণহত্যা

ইসরায়েলের জন্ম ও সংঘাত

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর মাঝখানে ছোট্ট একটি দেশ ইসরায়েল। ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সফল বাস্তবায়ন হয় ১৯৪৮ সালে। তারপর থেকেই মূলত সংকটের সূত্রপাত হয়। ৪ মে ১৯৪৮ ফিলিস্তিন ছেড়ে যায় ব্রিটেন, অন্যদিকে ইহুদিরা ঘোষণা করে নিজস্ব রাষ্ট্র ইসরায়েলের। তখন থেকেই ইসরায়েল রাষ্ট্র শুধু টিকেই থাকেনি, বরং তাদের পরিধি আরও বাড়িয়েছে। গত ৭৫ বছরে ইসরায়েল রাষ্ট্র হিসেবে একদিকে যেমন শক্তিশালী হয়েছে, অন্যদিকে আরব রাষ্ট্রগুলোর মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইসরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস' চুক্তি হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়, যা মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের প্রভাবকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। এর বিপরীতে আল-আকসা মসজিদে মুসল্লিদের ওপর হামলা এবং গাজায় নির্বিচারে বিমান হামলা চালিয়ে নিরীহ ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করছে ইসরায়েল। এছাড়া প্রতিবেশি সকল দেশের সাথে সংঘাতে লিপ্ত থেকে মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশটি।

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ

রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন সময় ইসরায়েল বিনা কারণে শত শত গাজাবাসীকে হত্যা করে। ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের ৫০তম বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে ৭ অক্টোবর ২০২৩ হামাস অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড নামে ইসরায়েলে হামলা চালায়। এতে ইসরায়েলের বহু নাগরিক হতাহত ও বন্দি হয়। এ হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (IDF) অপারেশন আয়রন সোর্ডস নামে গাজায় আক্রমণ করে। তারপর থেকে ফিলিস্তিনের গাজায় হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। এতে ৪২,০০০ এর বেশি গাজার অধিবাসী নিহত ও প্রায় সকলেই বাস্তুচ্যুত হয়। এটি ইসরায়েলি-ফিলিস্তিনি সংঘাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাত এবং ১৯৭৩ আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের পর এই অঞ্চলে সবচেয়ে বিস্তৃত যুদ্ধ।

♦ **গণহত্যার এক বছর :** ৭ অক্টোবর ২০২৩ ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর সে দিনই গাজায় গণহত্যা শুরু করে ইসরায়েল। গাজার আয়তন প্রায় ৩৬৫ বর্গ কিমি। ছোট্ট এ ভূখণ্ডে এক বছরব্যাপী গণহত্যায় গাজার প্রায় ৪২,০০০ বেশি মানুষ হত্যা করে ইহুদীরা। ২৩ লাখ জনসংখ্যার প্রায় ৯০% কে বাস্তুচ্যুত করে। ৬০% বেশি কৃষি জমি বোমা ফেলে নষ্ট করা হয়। ৮২টি মসজিদ আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। ২টি বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়। ১১৪টি হাসপাতাল বা ক্লিনিক অকার্যকর করে ইসলায়েলি বাহিনী।

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ

এতদিন ইরান মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রক্সি গ্রুপগুলো দিয়ে ইসরায়েলকে মোকাবেলা করে আসছিল। ১ এপ্রিল ২০২৪ দামেস্কে ইরানি দূতাবাসে ইসরায়েলি বিমান হামলার মাধ্যমে ১৬ জনকে হত্যা করা হয়। এ হামলার জবাবে ১৩-১৪ এপ্রিল ২০২৪ ইরান অপারেশন ট্রু প্রমিজ নামে ইসরায়েল এবং ইসরায়েল দখলকৃত গোলান মালভূমির ওপর আক্রমণ করে। এতে ইরান প্রায় ১৭০টি ড্রোন এবং ১২০টিরও বেশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। তারপর ইসরায়েলি হামলায় বৈরুতে হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ ও তেহরানে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ইরান ১ অক্টোবর ২০২৪ ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

হিজবুল্লাহ-ইসরায়েল যুদ্ধ

২০২৩ সালে শুরু হওয়া হামাস ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেবাননের সশস্ত্র গ্রুপ হিজবুল্লাহ ইসরায়েলে হামলা চালায়। তারপর থেকে সীমিত আকারে চলতে থাকে হিজবুল্লাহ-ইসরায়েল যুদ্ধ। ১৭ -১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ হিজবুল্লাহ দ্বারা ব্যবহৃত হাজার হাজার হ্যান্ডহেল্ড পেজার একযোগে লেবানন এবং সিরিয়ায় বিস্ফোরিত হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ 'অপারেশন নর্দান অ্যারোস' নামে লেবাননে স্থল হামলা শুরু করে দখলদার ইসরায়েল। শান্তিরক্ষীদের ঘাঁটিতে দফায় দফায় ইসরায়েলি হামলায় পাঁচ শান্তিরক্ষী আহত হন।

সিরিয়ায় ইসরায়েলের হামলা

এক দশকের বেশি সময় ধরে সিরিয়ায় আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। ২০১১ সালে দেশটিতে গৃহযুদ্ধ শুরুর পর ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী সেখানে হামলা চালাতে শুরু করে। ২০১৭ সাল থেকে সেখানে হিজবুল্লাহ ও ইরানের সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে হামলা বৃদ্ধি করে। ১ এপ্রিল ২০২৪ সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইসরায়েল। এ হামলায় কয়েক সামরিক কর্মকর্তা নিহত হয়। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সিরিয়ার মধ্যাঞ্চলে একাধিক সামরিক স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে অন্তত ১৬ জন নিহত হন।

মিলান, নেপলস ও তুরি ইতালির বিখ্যাত শহর

হিজবুল্লাহ

'হিজবুল্লাহ' আরবি শব্দ, যার অর্থ 'আল্লাহর দল'। এটি একটি শিয়া ইসলামি রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন। ইসরায়েল লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল দখল করলে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করার জন্য ১৯৮২ সালে হিজবুল্লাহ গঠিত হয়। 'ওপেন লেটার' নামে একটি প্রকাশনার মাধ্যমে ১৯৮৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠার কথা জানায় হিজবুল্লাহ। লেবাননের গৃহযুদ্ধের সময় দেশটির দক্ষিণাঞ্চল নিজেদের দখলে নেয় হিজবুল্লাহ। ১৯৯২ সালে দেশটির জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয় সংগঠনটি। জিহাদ কাউন্সিল নামে সামরিক এবং লয়ালটি টু দ্য রেসিস্ট্যান্স ব্লক নামে রাজনৈতিক শাখা রয়েছে সংগঠনটির। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডস কোরের (IRGC) মাধ্যমেই এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৯২ সাল থেকেই দেশটির জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়ে আসছে সংগঠনটি। বর্তমানে লেবাননের প্রথম সারির রাজনৈতিক দল হিসেবে এদের বিবেচনা করা হয়। ২০০৬ সালে একবার ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। ওই সময় সীমান্ত এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে হিজবুল্লাহ। ৩৪ দিন ধরে চলে এ হামলা। একে বলা হয় 'জুলাই যুদ্ধ'। বর্তমানে হিজবুল্লাহর প্রায় ১ লাখ যোদ্ধা রয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে সক্রিয় শক্তি

■ ইরান ও অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠী

আঞ্চলিক আধিপত্য বজায় রাখতে ইরান অনানুষ্ঠানিক সামরিক জোট হিসেবে পরিচিত 'এক্সিস অব রেজিসট্যান্স' বা প্রতিরোধ অক্ষকে ব্যবহার করে। এক্সিস অব রেজিসট্যান্সে রয়েছে লেবাননের হিজবুল্লাহ; ইরাক, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের শিয়া সশস্ত্রগোষ্ঠী; ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের হামাস ও ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। এ সকল গোষ্ঠী ইরানের কাছ থেকে 'সামরিক, অর্থনৈতিক এবং আদর্শগত সমর্থন' পেয়ে থাকে।

■ সৌদি আরবের নেতৃত্বে ব্লক

আরব লীগের মতো ২২ দেশের আঞ্চলিক সংস্থার একচ্ছত্র নেতা সৌদি আরব। ২০১৭ সালে সৌদি আরব, বাহরাইন, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন এবং লিবিয়া কাতারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। ২০২১ সালে কাতারের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় একটি বৈশ্বিক জোট গঠনের ঘোষণা দেয় সৌদি আরব।

■ মধ্যস্থতার ভূমিকা

কাতার ব্যাপক ধনী দেশ হলেও আয়তনে বেশ ছোট। এ কারণেই নিজের সুরক্ষায় দেশটিকে একাধিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জোটের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। যাতে করে তার কূটনৈতিক অবস্থান এবং মর্যাদা সমুন্নত থাকে। বর্তমানে ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে প্রধান মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছে কাতার। বহু বছর ধরে উপসাগরীয় ধনী এ রাষ্ট্রটি ইসরায়েল ও ইরানের মতো রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায়ও কাজ করেছে। এছাড়াও মিসর বিভিন্ন সময় হামাস ও ইসরায়েলের সাথে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যুদ্ধবিরতিতে ভূমিকা নেয়।

ইসমাইল হানিয়া

(১৯৬২ বা ৬৩-৩১ জুলাই ২০২৪)

ফিলিস্তিনি রাজনীতিবিদ, হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান। তরুণ বয়সে গাজা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ব্রাদারহুডের ছাত্র শাখার সদস্য ছিলেন ইসমাইল হানিয়া। ১৯৮৭ সালে হামাসের প্রতিষ্ঠালগ্নে সংগঠনটিতে যোগ দেন তিনি। ৩১ জুলাই ২০২৪ ইরান সফরে গেলে সেখানেই গুপ্ত হত্যায় নিহত হন ইসমাইল হানিয়া। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে ইরান।

হাসান নাসরুল্লাহ

(৩১ আগস্ট ১৯৬০-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪)

মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের একজন সাঈয়েদ হাসান নাসরুল্লাহ। ১৯৯২ সালে হিজবুল্লাহর তৎকালীন প্রধান আব্বাস আল-মুসাভি ইসরায়েলি হেলিকপ্টার হামলায় নিহত হওয়ায় তিনি মাত্র ৩২ বছর বয়সে গোষ্ঠীটির প্রধান নিযুক্ত হন। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বৈরুতের শহরতলিতে বিমান হামলা চালালে হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হন। একই হামলায় ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (IRGC) কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্বাস নীল ফরৌশন নিহত হন।

ইয়াহিয়া সিনওয়ার

(২৯ অক্টোবর ১৯৬২-১৬ অক্টোবর ২০২৪)

ইয়াহিয়া ইবরাহিম হাসান সিনওয়ার ছিলেন একজন ফিলিস্তিনি রাজনীতিবিদ এবং হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান। ইয়াহিয়া আস-সিনওয়ার হামাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ৭ অক্টোবর ২০২৩ ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের হামলার প্রধান পরিকল্পনাকারী হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করা হয়। ৩১ জুলাই ২০২৩ ইসমাইল হানিয়ার মৃত্যু হলে ৭ আগস্ট ২০২৪ তাকে হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৭ অক্টোবর ২০২৪ ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় তিনি নিহত হন।

'ল্যান্ড অব মার্বেল' বলা হয় ইতালিকে

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

নোবেল পুরস্কার ২০২৪

মোট বিজয়ী : ১১ জন ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান > পুরুষ ১০ ও নারী ১। পুরস্কার > প্রত্যেক বিভাগের নোবেল পাবেন একটি মেডেল, একটি সনদপত্র এবং ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা (বাংলাদেশি টাকায় ১২ কোটি লাখ)। যেসব বিভাগে একাধিক নোবেলজয়ী থাকবেন, তাদের মধ্যে ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা বণ্টন দেওয়া হবে। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে আগামী ১০ ডিসেম্বর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুদিব

বিষয়	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	দেশ	অবদান	ঘোষণাকারী প্রতিষ্ঠান
চিকিৎসাবিজ্ঞান বা শরীরতত্ত্ব	ভিক্টর অ্যামব্রোস গ্যারি রাভকুন	যুক্তরাষ্ট্র	মাইক্রো আরএনএ আবিষ্কার এবং ট্রান্সক্রিপশন পরবর্তী জিন নিয়ন্ত্রণে	ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট
পদার্থবিজ্ঞান	জন জে হপফিল্ড	যুক্তরাষ্ট্র	কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং সম্ভবপর করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য	দ্য রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স
	জিওফ্রে ই হিন্টন	কানাডা		
রসায়ন	ডেভিড বেকার	যুক্তরাষ্ট্র	কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইনের জন্য	দ্য রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স
	ডেমিস হাসাবিস জন এম জাম্পার	যুক্তরাজ্য	প্রোটিনের গঠনে ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য	
সাহিত্য	হান ক্যাং	দ. কোরিয়া	তীক্ষ্ণ কাব্যিক গদ্যের জন্য যা ঐতিহাসিক আঘাতের মুখোমুখি হয়ে মানবজীবনের ভঙ্গুরতা প্রকাশ করে	সুইডিশ একাডেমি
শান্তি	নিহন হিদানকিও	জাপান	পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব অর্জনের প্রচেষ্টায়	নরওয়েজিয়ান নোবেল ক
অর্থনীতি	ড্যারন আসেমোগলু সাইমন জনসন জেমস রবিনসন	যুক্তরাষ্ট্র	বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পদের বৈষম্য নিয়ে গবেষণার জন্য	দ্য রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স

ইতালির মানচিত্র দেখতে বুট জুতার মতো

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

চি কি ৎ সা বি জ্ঞা ন

ঘোষণা : ৭ অক্টোবর ২০২৪

Victor Ambros
♦ Born : 1 December 1953, Hanover, NH, USA
♦ UMass Chan Medical School, Worcester, MA, USA

Gary Ruvkun
♦ Born : 1952, Berkeley, CA, USA
♦ Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA; Harvard Medical School, Boston, MA, USA

Prize share : 1/2 each person

Prize motivation: for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation

২০২৪ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞান বা শারীরতত্ত্বে নোবেল পান দুই মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুন। মাইক্রোআরএনএ (microRNA) আবিষ্কার ও ট্রান্সক্রিপশন পরবর্তী জিন নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা নিয়ে গবেষণার জন্য তারা এ পুরস্কার পান। বহুকোষী প্রাণীর দেহে কীভাবে জিন নিয়ন্ত্রণ হয়, সে বিষয়ক ধারণা বদলে দেয় তাদের এ গবেষণা। তারা ১৯৮০ এর দশকে বিভিন্ন কোষ নিয়ে *C. elegans* নামে মাত্র ১ মি.মি. গোলকৃমি নিয়ে গবেষণা করেন। অ্যামব্রোস ও রাভকুন গোলকৃমির লিন-৪ (lin-4) ও লিন-১৪ (lin-14) জিন দুটি নিয়ে কাজ করেন। এই লিন-৪ জিনটি লিন-১৪-এর কাজে বাধা দেয়। পরে ভিক্টর অ্যামব্রোস লিন-৪ জিন নিয়ে আরও কাজ করতে গিয়ে দেখতে পান, এটি থেকে তৈরি হয় একটি ক্ষুদ্র আরএনএ। পরে এটিকে বলা হবে মাইক্রোআরএনএ। অন্যদিকে গ্যারি রাভকুন লিন-১৪ জিন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেন, লিন-১৪ জিন থেকে লিন-৪ জিন মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি থামাতে পারে না। বরং লিন-৪-এর প্রভাব পড়ে আরও পরে গিয়ে। আর লিন-১৪ জিনের একটা বিশেষ অংশের উপস্থিতি থাকলেই শুধু লিন-৪ জিন লিন-১৪-এর কাজ থামাতে পারে।

২০০০ সালে রাভকুনের গবেষণা দল লেট-৭ (let-7) নামে নতুন একটি মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার করেন। আগে আবিষ্কৃত দুটি জিন শুধু ওই গোলকৃমিতে পাওয়া গেলেও লেট-৭ তেমনটা নয়। এ মাইক্রোআরএনএ (আর একে কোড করা জিন) প্রাণের অভিযোজনের ধারায় ৫০০ মিলিয়ন বা ৫০ কোটি বছর ধরে 'সংরক্ষিত'—প্রাণিজগতের সব জায়গায়ই এটি পাওয়া যায়। এই আবিষ্কার নতুন করে মাইক্রোআরএনএ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে। ছোট্ট এক গোলকৃমি থেকে অ্যামব্রোস আর রাভকুনের মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার ছিল অপ্রত্যাশিত, কিন্তু যুগান্তকারী।

প দা র্থ বি জ্ঞা ন

ঘোষণা : ৮ অক্টোবর ২০২৪

John J. Hopfield
♦ Born : 15 July 1933, Chicago, IL, USA
♦ Princeton University, Princeton, NJ, USA

Geoffrey E. Hinton
♦ Born: 6 December 1947, London, United Kingdom
♦ University of Toronto, Toronto, Canada

Prize share : 1/2 each person

Prize motivation: for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.

২০২৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান মার্কিন বিজ্ঞানী জন জে হপফিল্ড ও কানাডিয়ান বিজ্ঞানী জিওফ্রে ই হিন্টন। কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং সম্ভব করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য তাদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তাদের গবেষণা মেশিন লার্নিং ও AI, তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তারা এ বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা শুরু করেন সেই ১৯৮০-এর দশকে। জে হপফিল্ড এমন একটি নেটওয়ার্ক তৈরি বা কাঠামো বানিয়েছেন, যা তথ্য জমা করে রাখার পাশাপাশি পুনরায় রিকনস্ট্রাক্টও (পুনর্গঠন) করতে পারে। একে এখন বলা হচ্ছে 'হপফিল্ড নেটওয়ার্ক'। এটি তৈরির পেছনে পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলো কাজে লাগান জে হপফিল্ড। এ নেটওয়ার্কটি জন হপফিল্ড পদার্থবিজ্ঞানের স্পিন-ব্যবস্থার শক্তি দশার আদলে তৈরি করেন। অন্যদিকে, কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিওফ্রে হিন্টন এ হপফিল্ড নেওয়ার্ক ব্যবহার করে নতুন একধরনের নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। এ নেটওয়ার্ককে বলা হয় 'বোলজম্যান মেশিন'। এর ভিত্তি হপফিল্ড নেটওয়ার্ক হলেও কাজের পদ্ধতি ভিন্ন। বোলজম্যান মেশিন ডেটা বা তথ্যের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও ছাঁচ (প্যাটার্ন) আলাদা করা শিখতে পারে। এ কাজে হিন্টন ব্যবহার করেন পরিসংখ্যানগত পদার্থবিদ্যা বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিজিকস। একই ধরনের অনেক উপাদান দিয়ে তৈরি কোনো সিস্টেম কীভাবে কাজ করে, তা নিয়েই পদার্থবিজ্ঞানের এ শাখার আলোচনা।

ইতালি ইউরোপের সবচেয়ে ভূমিকম্প প্রবণ দেশ

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

র সা য় ন

ঘোষণা : ৯ অক্টোবর ২০২৪

Demis Hassabis ♦ Born : 27 July 1976, London, United Kingdom ♦ Google DeepMind, London, United Kingdom ♦ Prize share: 1/4

John M. Jumper ♦ Born : 1985, Little Rock, AR, USA ♦ Google Deep Mind, London, United Kingdom ♦ Prize share: 1/4

Prize motivation : for protein structure prediction.

David Baker ♦ Born : 1962, Seattle, WA, USA ♦ University of Washington, Seattle, WA, USA; Howard Hughes Medical Institute, USA ♦ Prize share: 1/2

Prize motivation: for computational protein

রসায়নে নোবেল প্রাপ্তদের মধ্যে কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইনের জন্য মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিড বেকার এবং প্রোটিনের গঠন অনুমানের জন্য ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডেমিস হাসাবিস ও মার্কিন বিজ্ঞানী জন এম জাম্পার। তাদের এ কাজ দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, গঠন ইত্যাদি বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অধ্যাপক বেকার সেই ২০০৩ সালে অ্যামাইনো অ্যাসিডের শৃঙ্খলে রদবদল ঘটিয়ে নতুন ধরনের প্রোটিন তৈরি করেন। এককালে মানুষ ভাবত, প্রকৃতিতে নেই, এ রকম প্রোটিন বানানো সম্ভব নয়। ডেভিড বেকার সেই ধারণা ভেঙে ফেলেন। দ্বিতীয় গবেষণাটি হলো, প্রোটিনের গঠন অনুমান। প্রোটিনের অ্যামিনো এসিডগুলো দীর্ঘ এক স্ট্রিং বা সুতোর মতো গঠনে যুক্ত হয়ে ত্রিমাতৃক একধরনের কাঠামো তৈরি করে। ২০২০ সালে হাসাবিস এবং জাম্পার আলফাফোল্ড২ নামের একটি AI মডেল তৈরি করেন। ইতিমধ্যেই ১৯০টি দেশের ২০ লাখের বেশি মানুষ আলফাফোল্ড২ মডেল ব্যবহার করেছেন। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের মতো সমস্যা আরও ভালোভাবে বোঝা বা প্লাস্টিককে ভেঙে ফেলতে পারে, এমন এনজাইমের ছবি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এ মডেল।

প্রোটিন : প্রোটিন হলো অ্যামাইনো অ্যাসিডের দীর্ঘ শৃঙ্খল। ২০ ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে। অ্যামাইনো অ্যাসিডের শৃঙ্খলের ধরনের ওপর প্রোটিনের চরিত্র এবং কার্যকারিতা নির্ভর করে।

সা হি ত্য

ঘোষণা : ১০ অক্টোবর ২০২৪

Han Kang ♦ Born : 27 November 1970, Gwangju, South Korea ♦ Residence at the time of the award : Seoul, South Korea ♦ Language : Korean ♦ Prize share: 1/1

Prize motivation : for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life

হান ক্যাং কোরিয়ান ঔপন্যাসিক হান সিউং-ওনের মেয়ে। তিনি ২৭ নভেম্বর ১৯৭০ গোয়াংজুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়োনসেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরিয়ান সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। তার ভাই হান ডং রিমও একজন লেখক। এ পর্যন্ত তার ৮টি উপন্যাস, ৫টি উপন্যাসিকা, ১টি কাব্যগ্রন্থ ও ২টি প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয়। তার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে Fruit of my Women (২০০০) এবং Fire Salamander (২০১২); Black Deer (১৯৯৮), Your Cold Hands (২০০২), The Vegetarian (২০০৭) এবং We don't Part (২০২১); কবিতার বই (২০১৩); প্রবন্ধ Love and the Things Surrounding Love (২০০৩), A Song to Sing Calmly (২০০৭)। ২০১৭ সালে তিনি রচনা করেন আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'The White Book'।

উল্লেখ্য, এবারের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'দ্য ভেজিটেরিয়ান' ২০১৬ সালে দ্যা ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে পরিচিতি পান এ সাহিত্যিক। তার রচিত 'বেবি বুদ্ধ' ও 'দ্য ভেজিটেরিয়ান' নিয়ে তৈরি হয় সিনেমা।

তথ্যকণিকা

- হান ক্যাং এশিয়ার প্রথম, দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিতীয়, সাহিত্যে বিশ্বে ১৮তম নারী এবং ১২১তম সাহিত্যিক হিসেবে নোবেল পান। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ২০০০ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে-জং শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান।
- সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ফরাসি কবি ও প্রাবন্ধিক সুলি প্রুদোম; প্রথম মহিলা : সেলমা লেগারলফ।

উপন্যাসের মূলথিম : উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র ইয়ং-হাই নামের একজন নারী যিনি খাদ্য গ্রহণের নিয়ম মেনে চলতে অস্বীকার করেন এবং নিজের খাদ্যাভ্যাসে আমূল পরিবর্তন আনেন যার পরিণতি হয় খুব হিংসাত্মক।

ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কোরীয় অনুবাদক ডেবোরা স্মিথ এবং বাংলায় অনুবাদ করেন নীলিমা রশীদ তৌহিদা। উপন্যাসটি প্রায় ১৩টি ভাষায় অনূদিত হয়।

সিসিলি দ্বীপটি ইতালিতে অবস্থিত

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

অর্থনীতি

ঘোষণা : ১৪ অক্টোবর ২০২৪

Daron Acemoglu
Born : 3 September 1967, Turkey ♦ Professor at Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA

James A. Robinson
Born : 1960 ♦ Professor at University of Chicago, Chicago, IL, USA

Simon Johnson
Born : 16 January 1963 ♦ Professor at Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA

Prize share : 1/3 each person

Prize motivation : for studies of how institutions are formed and affect prosperity

বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সমৃদ্ধিতে এত বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান— এ বিষয়ে ২০২৪ সালের নোবেল বিজয়ীরা নতুন অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন। তারা দেখিয়েছেন— এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার ব্যাপক পার্থক্য। ইউরোপীয় উপনিবেশিক দেশগুলোর প্রবর্তিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরীক্ষা করে ড্যারন আসেমোগলু, সাইমন জনসন এবং জেমস রবিনসন প্রতিষ্ঠান ও সমৃদ্ধির মধ্যকার সম্পর্ক বের করতে সক্ষম হন। তাদের তাত্ত্বিক উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করেছে, কেন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য বজায় থাকে এবং কিভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের সমৃদ্ধিতে পরিবর্তন আনতে পারে। একইসঙ্গে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পদের বৈষম্য নিয়ে গবেষণার জন্য তারা এই পুরস্কার পেয়েছেন। শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে নতুন ধারণা এনে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি এই পুরস্কার পান।

অর্থনীতির নোবেল : ১৯৬৮ সালে সুইডিশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিক্সব্যাংক তাদের ৩০০ বছর পূর্তিতে আলফ্রেড নোবেলের স্মৃতিকে স্মরণ করে অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তিদের জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করে। ১৯৬৯ সালে এটিকে অর্থনীতির নোবেল পুরস্কারের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হয়। অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারের আনুষ্ঠানিক নাম The Sveriges Riksbank Prize.

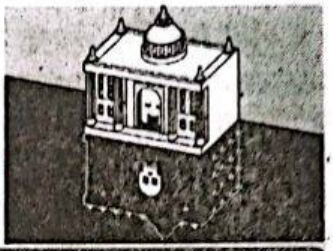

শান্তি

ঘোষণা : ১১ অক্টোবর ২০২৪

Nihon Hidankyo (Japan Confederation of A- and H-Bomb Sufferers) ♦ Founded : 1956 ♦ Residence at the time of the award: Tokyo, Japan ♦ Prize share : 1/1

Prize motivation : for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again

নিহন হিদানকিও

১০ আগস্ট ১৯৫৬ জাপানে পারমাণবিক বোমার শিকার ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত একটি সংস্থা, যার লক্ষ্য ঐসব ব্যক্তির প্রতি সাহায্য করতে জাপান সরকারকে চাপ দেওয়া এবং পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ বা নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে বিশ্বের সরকারগুলোর কাছে তদবির করা। নিহন হিদানকিওর সদরদপ্তর শিবাদাইমন, মিনাতো, টোকিওতে অবস্থিত। জাপানে পরমাণু বোমা হামলায় জীবিতদের নিয়ে গড়ে ওঠা পরমাণু অস্ত্রবিরোধী সংগঠন নিহন হিদানকিও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমার আঘাত থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষদের নিয়ে সোচ্চার তৃণমূল সংগঠনটি স্থানীয়ভাবে 'হিবাকুশা' নামেও পরিচিত।

নোবেল বিজয়ী আপডেট

ক্যাটাগরি	পুরস্কার	একক	যৌথ	ত্রয়ী	মোট বিজয়ী
পদার্থ	১১৮	৪৭	৩৩	৩৮	২২৭
রসায়ন	১১৬	৬৩	২৫	২৮	১৯৭
চিকিৎসা	১১৫	৪০	৩৬	৩৯	২২৯
সাহিত্য	১১৭	১১৩	৪	–	১২১
শান্তি	১০৫	৭১	৩১	৩	১১১+৩১*
অর্থনীতি	৫৬	২৬	২০	১০	৯৬
মোট	৬২৭	৩৬০	১৪৯	১১৮	১,০১২

*২৮টি সংস্থা ৩১ বার নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

ইতালির সিসিলি দ্বীপে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে ১৬৯৩ সালে

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

খেলাধুলা

ফিফা ফুটসাল বিশ্বকাপ

আয়োজন : দশম | আয়োজক : আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা (FIFA) | সময়কাল : ১৪ সেপ্টেম্বর-৬ অক্টোবর ২০২৪ | স্বাগতিক : উজবেকিস্তান | ভেন্যু : ৩ শহরের ৩টি (আন্দেজান ইউনিভার্সাল স্পোর্টস কমপ্লেক্স, বুখারা ইউনিভার্সাল স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও হোমো আরিসা) | অংশগ্রহণকারী দল : ২৪টি | মোট ম্যাচ : ৫২টি | মোট গোল : ৩৬২টি | চ্যাম্পিয়ন : ব্রাজিল (ষষ্ঠবার) | রানার্সআপ : আর্জেন্টিনা | সর্বোচ্চ গোলদাতা : মার্সেল (ব্রাজিল); ১০টি | সেরা খেলোয়াড় : দিয়াগো (ব্রাজিল) | সেরা গোলরক্ষক : উইলিয়ান (ব্রাজিল) | ফেয়ার প্লে ট্রফি : পর্তুগাল।

গ্লোবাল টি-২০তে রংপুর রাইডার্স

২৬ নভেম্বর-৭ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত গায়ানায় গ্লোবাল সুপার লিগ অনুষ্ঠিত হবে । পাঁচ দেশের পাঁচটি দল নিয়ে অনুষ্ঠিতব্য এ টুর্নামেন্টের অনুমতি দেয় ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টুর্নামেন্টের প্রাইজমানি রাখা হয় এক মিলিয়ন ডলার। টুর্নামেন্টে সর্বমোট ১১টি ম্যাচ হবে। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ গায়ানায় আন্তর্জাতিক টি-২০ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (BPL) ফ্রাঞ্চাইজি রংপুর রাইডার্স। ৭ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (BCB) পরিচালক পর্ষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফ্র্যাঞ্চাইজি চ্যাম্পিয়নদের সাথে গ্লোবাল টি-২০ আসরে অংশ নেবে বাংলাদেশের রংপুর রাইডার্স।

Caribbean Premier League

আয়োজন : ১২তম | আয়োজক : ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট লিগ লিমিটেড | সময়কাল : ২৯ আগস্ট-৬ অক্টোবর ২০২৪ | স্বাগতিক : ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ভেন্যু : ৭টি | ধরন : টি-২০ | অংশগ্রহণকারী দল : ৬টি | মোট ম্যাচ : ৩৪টি | চ্যাম্পিয়ন : সেন্ট লুসিয়া কিংস (প্রথমবার) | রানার্সআপ : গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সকে | সর্বোচ্চ রান : নিকোলাস পুরান (ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স); ৫০৪ রান | সর্বোচ্চ উইকেট : নুর আহমেদ (সেন্ট লুসিয়া কিংস); ২২টি | ম্যান অব দ্য সিরিজ : নুর আহমেদ (সেন্ট লুসিয়া কিংস)।

দেশের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার

দেশের ফিদে মাস্টার থেকে আন্তর্জাতিক মাস্টার হন নারায়ণগঞ্জের মনন রেজা। আন্তর্জাতিক মাস্টার হওয়ার পথে মনন ভেঙেছে গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোর্শেদের রেকর্ড।

১৫ বছর ৫ মাসে তিনি আন্তর্জাতিক মাস্টার (IM) হন। আর মনন রেজা আন্তর্জাতিক মাস্টার হন ১৪ বছর ৩ মাস বয়সে। সে হিসেবে মননই দেশের সবচেয়ে কম বয়সি আন্তর্জাতিক মাস্টার। হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে অনুষ্ঠানরত ৪৫তম দাবা অলিম্পিয়াডে গ্র্যান্ডমাস্টার প্রতিযোগিতায় নিজের তৃতীয় ও শেষ আন্তর্জাতিক নর্মটি হয় তার। উল্লেখ্য, (FIDE) উপাধি হলো আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশন (FIDE) কর্তৃক দাবাড়ুদের দক্ষতা ও কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক উপাধি। প্রধান FIDE উপাধিগুলো হলো গ্রান্ড মাস্টার (GM), আন্তর্জাতিক মাস্টার (IM), ফিদে মাস্টার (FM) এবং ক্যান্ডিডেট মাস্টার (CM)। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পাঁচজন গ্রান্ড মাস্টার (GM) এবং মননকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মাস্টারের (IM) সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচ জনে।

সর্বাধিক রান এখন মুশফিকের

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের জার্সিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক এখন মুশফিকুর রহিম। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ চেন্নাইয়ে ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে রানের খাতা খুলতেই এ মাইলফলক স্পর্শ করেন মিস্টার ডিপেন্ডেবল। ছাড়িয়ে যান তিন ফরম্যাট মিলিয়ে তামিম ইকবালের করা ১৫,১৯২ রানের রেকর্ড। বাংলাদেশের হয়ে এখন পর্যন্ত ৯২ টেস্টে ৫,৯৬১ রান, ২৭১ ওয়ানডেতে ৭,৭৯২ রান অন্যদিকে টি-২০তে ১০২ ম্যাচে করেন ১,৫০০ রান। সবমিলিয়ে মুশফিকের রান ১৫,২৫৩।

মাহমুদউল্লাহর বিদায়

১২ অক্টোবর ২০২৪ অলরাউন্ডার মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ জাতীয় দলের টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। এরপর বাংলাদেশের জার্সি গায়ে দেখা যাবে না তাকে। ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ বাংলাদেশের দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে অভিষেক হয় মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের।

	ম্যাচ	ইনিংস	রান	সর্বোচ্চ	৫০
ব্যাটিং	১৪১	১৩০	২৪৪৩	৬৪*	৮টি

	ম্যাচ	ইনিংস	বল	রান	উইকেট
বোলিং	১৫১	৮০	৯৫০	১,১৩৫	৪১

ইতালির সক্রিয় তিনটি আগ্নেয়গিরি— ইতস্টনা, স্ট্রমবোলি ও ভিসুভিয়াস ।

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

কামিন্দুর বিশ্ব রেকর্ড

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ নিউজিল্যান্ডের সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে শ্রীলংকার কামিন্দু মেন্ডিস টানা পঞ্চাশোর্ধ ইনিংস খেলার বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। এরফলে পেছনে ফেলেন পাকিস্তানের সৌদ শাকিলকে। এছাড়া নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১৮২ রান করে নিজের টেস্ট ক্যারিয়ারে ১,০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন শ্রীলংকার কামিন্দু মেন্ডিস। এখন যৌথভাবে সাদা পোশাকের ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম ১,০০০ রানের মাইলফলক ছোঁয়া ক্রিকেটার ব্রাডম্যান ও কামিন্দু মেন্ডিস।

মুমিনুলের ১৩তম শতক

সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভারত সফরে টেস্ট সিরিজে কানপুর টেস্টের চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনে নিজের টেস্ট ক্যারিয়ার ১৩তম সেঞ্চুরি তুলে নেন মুমিনুল হক। ইনিংসের ৬৬তম ওভারে অশ্বিনকে চার মেরে ১৭৩ বলে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করেন বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যান। ১৯৮৪ সালের পর কানপুরে এটি সফরকারী কোনো ব্যাটসম্যানের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। এর আগে ২০০৪ সালে এ ভেন্যুতে সেঞ্চুরি পান দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যান্ড্রু হল। আর ভারতের মাটিতে দ্বিতীয় বাংলাদেশি ব্যাটার হিসেবে সেঞ্চুরি করেন মুমিনুল। তার আগে ২০১৭ সালে ভারতের মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরি করেন মুশফিকুর রহিম।

নবম নারী টি-২০ বিশ্বকাপ

সময় : ৩-২০ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : সংযুক্ত আরব আমিরাত | ভেন্যু : দুবাই ও শারজা | অংশগ্রহণকারী দল : ১০ | ম্যাচ : ২৩টি | চ্যাম্পিয়ন : নিউজিল্যান্ড (প্রথমবার) | রানার্সআপ : সাউথ আফ্রিকা | সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ উইকেট : এমিলিয়া কের (নিউজিল্যান্ড); ১৫ | সর্বোচ্চ রান : লরা ওলভারাত (অস্ট্রেলিয়া); ২২৩।

প্রাইজমানি (টাকায়) : মোট : ৯৫ কোটি ৯ লাখ | চ্যাম্পিয়ন : ২৮ কোটি | রানার্সআপ : ১৪ কোটি।

– ২০১৪ সালে বাংলাদেশের নারী বিশ্বকাপে যাত্রা শুরু হয়। পরের চার বিশ্বকাপে ১৬ ম্যাচ খেলে একটাও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। এবারই প্রথম স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে জয় পায় বাংলাদেশ নারী দল।

রোনালদোর ১০০

বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি অনুসারীর মাইলফলক স্পর্শ করেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী কিংবদন্তি পর্তুগিজ ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিছু দিন পূর্বেই ৯০০ গোলের কীর্তি গড়েন রোনালদো। রোনালদোর পোস্টে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর লোগো দেখে বোঝা যায়, বর্তমানে তিনি ছয়টি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুসারী ইনস্টাগ্রামে ৬৩.৯০ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮%।

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ

আয়োজন : নবম | আয়োজক : দক্ষিণ এশিয়া ফুটবল ফেডারেশন (SAFF) | সময়কাল : ২০-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | স্বাগতিক : ভুটান | ভেন্যু : ১টি— চাংলিমিথাং স্টেডিয়াম, থিম্পু | অংশগ্রহণকারী দল : ৭টি | মোট ম্যাচ : ১২টি | মোট গোল : ৪৪টি | চ্যাম্পিয়ন : ভারত (ষষ্ঠ বার) | রানার্সআপ : বাংলাদেশ | সর্বোচ্চ গোলদাতা : সুজন দাংগোল (নেপাল); ৪টি | সেরা খেলোয়াড় : আরবাশ মোহাম্মদ (ভারত) | সেরা গোলরক্ষক : আহিবাম সুরুজ সিং (ভারত) | ফেয়ার প্লে ট্রফি : ভুটান।

নরওয়ের সর্বোচ্চ গোলদাতা

নরওয়ের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে রেকর্ড গড়েন তারকা ফুটবলার আর্লিং হলান্ড। ১০ অক্টোবর ২০২৪ উয়েফা নেশন্স লিগে অসলোতে স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে নরওয়ের ৩-০ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল করে হলান্ড ভাঙেন ৮৭ বছরের পুরানো রেকর্ড। জাতীয় দলের হয়ে ম্যানসিটি তারকার গোল ৩৪টি। ১৯২৮-১৯৩৭ সালের মধ্যে নরওয়ের হয়ে খেলা ৪৫ ম্যাচে ইয়োর্গেন করেন ৩৩ গোল। হলান্ড সেই রেকর্ড ভেঙে দেন ৩৬ ম্যাচে।

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় গ্রিজমানের

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানান ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার আঁতোয়ান গ্রিজমান। ফ্রান্সের হয়ে টানা দুই বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলা এ ফুটবলার ২০১৮ সালে ছুঁয়ে দেখেন স্বর্ণখচিত বিশ্বকাপ ট্রফি। দেশের হয়ে ১৩৭ ম্যাচে ৪৪ গোল করেন তিনি। ২০১৪ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর থেকেই একাদশে নিয়মিত মুখ ছিলেন তিনি। এদিকে ক্লাব পর্যায়ে ২০০৯ সালে রিয়াল সোসিয়েদাদের জার্সিতে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু হয় গ্রিজমানের।

বিদায় রাফায়েল নাদাল

অভিষেক : ২০০১ | গ্র্যান্ডস্লাম : ২২ | অস্ট্রেলিয়ান ওপেন : ২০০৯, ২০২২ | ফ্রেঞ্চ ওপেন : ২০০৫-২০১৪, ২০১৭-২০২০ ও ২০২২ | উইম্বলডন : ২০০৮, ২০১০ | ইউএস ওপেন : ২০১০, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯ | অলিম্পিক স্বর্ণ : ২০০৯ (সিঙ্গেল), ২০১৯ (ডাবল) | ডেভিস কাপ : ২০০৪, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১৯।

– ক্যারিয়ারে ২২টি গ্র্যান্ডস্লাম জিতেন রাফায়েল নাদাল। যার ১৪টি এসেছে ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে। রোলা গাঁরোয় সবচেয়ে বেশি শিরোপাজয়ী টেনিস তারকা তিনি। যার প্রথমটি ২০০৫ সালে ও সর্বশেষ ২০২২ সালে।

পনের শতকে ইতালিতে চিন্তার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, যা রেনেসাঁ নামে পরিচিত

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

শ্বেতপত্র কী ও কেন

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্য ২৮ আগস্ট ২০২৪ প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় একটি কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

শ্বেতপত্র

শ্বেতপত্র (White Paper) হলো কোনো বিশেষ বিষয়ে জনগণ বা পার্লামেন্টকে অবহিত করার জন্য সরকারি বিবরণী। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের ওয়েবসাইট অনুসারে, সরকারের দ্বারা প্রকাশিত কোনো নীতিগত নথি যেখানে সংসদীয় প্রস্তাবনা থাকে সেগুলোই শ্বেতপত্র। অর্থনীতি ও বিনিয়োগ বিষয়ক জ্ঞানকোষ Investopedia থেকে জানা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের রিপোর্টে প্রচ্ছদ থাকতো নীল রঙের। যদি রিপোর্টের বিষয়বস্তু সরকারের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ হতো নীল প্রচ্ছদ বাদ দিয়ে সাদা প্রচ্ছদেই সেগুলো প্রকাশ করা হতো। সেই রিপোর্টগুলোকে বলা হতো শ্বেতপত্র। শ্বেতপত্র কোনো একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাপক তথ্যমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী চালচিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করে, যা সরকার বা নীতিনির্ধারকদের তথ্যনির্ভর নীতি প্রণয়ন বা সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। কোনো নীতি চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পূর্বে শ্বেতপত্র সরকার কর্তৃক জারি করা হয়ে থাকে অথবা নীতি সংক্রান্ত কোনো কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেও শ্বেতপত্র জারি করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন আইন অথবা কোনো সংস্কারমূলক পদক্ষেপ চূড়ান্ত করার পূর্বেও শ্বেতপত্র জারি করা হয়।

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১৯২১-২২ সালে যুক্তরাজ্যের তৎকালীন উপনিবেশ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ছিলেন উইনস্টন চার্চিল। এ সময়কালের মধ্যে তার নির্দেশনায় Palestine: Correspondence with the Palestine Arab Delegation and the Zionist Organisation নামে একটি দলিল প্রকাশ করে যুক্তরাজ্য সরকার। ৩ জুন ১৯২২ প্রকাশিত নয়টি ছোট ছোট নথি-সংবলিত এ দলিলটি Churchill White Paper (চার্চিলের শ্বেতপত্র) বা ফিলিস্তিন বিষয়ক ব্রিটিশ শ্বেতপত্র নামেও পরিচিতি পায়। চার্চিলের শ্বেতপত্র বেলফোর ঘোষণাকে সমর্থন দেয়। বলা হয়ে থাকে, এখান থেকেই White Paper বা শ্বেতপত্র নামকরণটির বিস্তার ঘটে। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার গুরুত্বপূর্ণ শ্বেতপত্রের মধ্যে যথাক্রমে রয়েছে পূর্ণ কর্মসংস্থান (১৯৪৫) এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত শ্বেতপত্র (১৯৬৪)। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও ইউরোপীয় কমিশনে এ প্রথা অনুসৃত হয়। ১৯৬৮ সালে জনপ্রশাসন সংস্কার সম্পর্কিত ফুলটন কমিটির প্রতিবেদনে 'স্বচ্ছ সরকার' প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে এ প্রথার অধিকতর প্রচলন দেখা যায়।

বাংলাদেশে শ্বেতপত্র

বাংলাদেশে শ্বেতপত্র প্রকাশের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। পূর্বের শ্বেতপত্র প্রকাশের প্রথা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ছিল। এ প্রথা কোনো প্রস্তাবিত নীতি বা জনস্বার্থ সম্পর্কিত সমস্যার সাথে যুক্ত নয়। বরং কোনো রাজনৈতিক দলের সরকার পরিচালনার পরবর্তী সময়ে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল কর্তৃক শাসক দলের কু-কীর্তির দলিল হিসেবে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ১ অক্টোবর ২০০১ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বিএনপি সরকার গঠনের পর ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতি ও অনিয়মের ওপর দুই খণ্ডে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে। তাতে আওয়ামী লীগ সরকারের আগের মেয়াদের বিভিন্ন অসঙ্গতির কথা তুলে ধরে।

অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি

বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার শ্বেতপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে ২৮ আগস্ট ২০২৪ অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে প্রধান করে সরকার ১২ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। ২৯ আগস্ট ২০২৪ যা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। এরপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য কমিটির অন্যান্য সদস্যগণকে মনোনীত করেন।

কমিটির কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয়াবলি

- বর্ণিত শ্বেতপত্রে দেশের বিদ্যমান অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র থাকার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিষয়ে সরকারের কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ, SDG'র বাস্তবায়ন এবং LDC থেকে উত্তরণে করণীয় বিষয়ে প্রতিফলন থাকবে।
- কমিটির সদস্যগণ অবৈতনিকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটির দপ্তর পরিকল্পনা কমিশন কমপ্লেক্সে স্থাপিত হবে।
- পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।
- সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা কমিটির চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহসহ সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে।
- কমিটি আগামী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নিকট হস্তান্তর করবে।

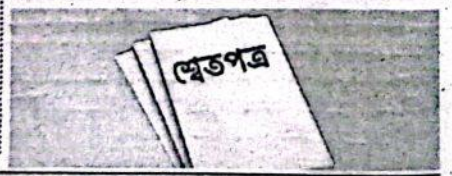

ইতালিকে বলা হয় রেনেসাঁর জন্মভূমি

পলিথিন
পরিবেশের নিঃশব্দ ঘাতক

১ মার্চ ২০০২ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আইন করে বিষাক্ত পলিথিন উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। আইনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ২০ বছর ধরে বেড়েই চলেছে পলিথিনের উৎপাদন ও ব্যবহার। ২০০২ সালের পর ফের ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে সুপারশপে এবং ১ নভেম্বর ২০২৪ থেকে দেশের কাঁচাবাজারে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

পলিইথিলিন যা জনপ্রিয়ভাবে পলিথিন নামে পরিচিত হলেও আসলে এটি এক ধরনের পলিমার। পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় ইথিন থেকে প্রাপ্ত পলিমারকে পলিইথিলিন (Polyethylene) বা পলিথিন (Polythene) বলে। পলিথিনের রাসায়নিক সংকেত $(C_2H_4)_n$।

আবিষ্কার

জার্মান রসায়নবিদ হান্স ফন পেখমান ডায়াজোমিথেন অনুসন্ধানের সময় ১৮৯৮ সালে দুর্ঘটনাক্রমে পলিথিন তৈরি করেন। যাকে পলিমিথাইলিন $(CH_2)_n$ বলে অভিহিত করা হয়। এরপর ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ রাসায়নিক কোম্পানি Imperial Chemical Industries (ICI)-এর এরিক ফসেট ও রেজিনাল্ড গিবসন কর্তৃক শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত পলিথিন আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩৫ সালে আরেক ICI রসায়নবিদ মাইকেল পেরিন পলিথিনের জন্য পুনরুৎপাদনযোগ্য উচ্চ-চাপ সংশ্লেষণে বিকশিত করেন, যা ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া শিল্প নিম্ন-ঘনত্বের পলিথিন উৎপাদনের ভিত্তি হয়ে ওঠে। তারপর বিভিন্নভাবে রিফাইন করে ১৯৪৪ সালে বাণিজ্যিকভাবে এ পলিথিনের ব্যবহার শুরু হয়। ১০ জুলাই ১৯৬২ যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম হাতলযুক্ত পলিথিন ব্যাগের পেটেন্টের আবেদন করা হয়। সেই থেকে বিশ্বজুড়ে মানুষের হাতে হাতে দেখা যায় এই ব্যাগ। ১৯৮২ সালে সবুজে ঘেরা বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভিত্তিতে পলিথিনের উৎপাদন শুরু হয়।

পলিথিনের ক্ষতিকর দিক

পলিথিন দীর্ঘস্থায়ী, ক্ষয় নাই বরং ভেঙে গিয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিক নামের ক্ষুদ্রাংশে পরিণত হয়, এ মাইক্রোপ্লাস্টিক বাতাসের সঙ্গে মিশে শ্বাসের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে, যা স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়। পলিথিন ব্যাগ অবাধ ব্যবহারের ফলে চর্মরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্নায়ুজনিত রোগ, ক্যান্সার, কিডনি ড্যামেজসহ জটিল রোগে ভুগছে মানব জাতি। পলিথিন মাটিতে মিশে যেতে সময় লাগে ২০০ থেকে ৪০০ বছর। পলিথিন ব্যবহারের পর যত্রতত্র ফেলা হয় এসব পলিথিন ব্যাগ। ম্যানহোল, নালা, খাল, নদীতে পড়ে থাকা ব্যাগগুলো বৃষ্টি হলে বিপত্তি ঘটায়। পানি নামার পথ রুদ্ধ হয়ে দেখা দেয় জলাবদ্ধতার সমস্যা।

বাংলাদেশে পলিথিন রুখতে আইন

পলিথিনের ভয়াবহ কালো থাবা থেকে রক্ষা পেতে ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫' সংশোধন করে পলিথিন উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। এরপর পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ৬(ক) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার ১ জানুয়ারি ২০০২ ঢাকা শহরে এবং ১ মার্চ ২০০২ থেকে সারা দেশে পলিথিনের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয় সাময়িকভাবে বিস্কুট চানাচুরসহ বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ, সিমেন্ট, সার শিল্পসহ মোট ১৪টি পণ্যে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে। তবে ১০০ মাইক্রোনের কম পুরুত্বের পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন করা যাবে না। আইনের ১৫(১) এর ৪(ক) ধারা অনুযায়ী উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণের জন্য অপরাধীদের সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা জরিমানা অথবা ৬ মাসের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। এরপর সরকার পলিথিনের বদলে পাটের ব্যবহারের জন্য ৩ অক্টোবর ২০১০ জাতীয় সংসদে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' পাস করে। ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ আইনটি কার্যকর করা হয়। আইনের বলা হয়, যদি কোনো ব্যক্তি নিষিদ্ধ পলিথিনসামগ্রী উৎপাদন, আমদানি বা বাজারজাত করে তা হলে ১০ বছরের কারাদণ্ড বা ১০ লাখ টাকা জরিমানা, এমনকি উভয় দণ্ড হতে পারে। ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ প্রথমে ছয়টি পণ্য; অর্থাৎ ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার ও চিনি সংরক্ষণ, সরবরাহ ও মোড়কীকরণে পাটের বস্তা বাধ্যতামূলক করা হয়। ২১ জানুয়ারি ২০১৭ এ তালিকায় আরও যুক্ত হয় মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনে, আলু, আটা, ময়দা ও তুষ-খুদ। ৬ আগস্ট ২০১৮ পোল্ট্রি ও ফিশ ফিডের মোড়কীকরণে পাটের বস্তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। বর্তমানে ১৯টি পণ্যের মোড়ক হিসেবে পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭২ দেশ পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে।

সোনালী ব্যাগ

২০১৬ সালে বিজ্ঞানী মোবারক আহমদ খান পাটের সূক্ষ্ম সেলুলোজ দিয়ে পরিবেশবান্ধব ও উচ্চ পচনশীল পাতলা এবং টেকসই ব্যাগ আবিষ্কার করেন। এটির নামকরণ করা হয় সোনালী ব্যাগ নামে। ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে চালু হবে।

ফ্যাসিজমের প্রবর্তক ইতালির বেনিটো মুসোলিনি

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

নির্বাচন ব্যবস্থায় আনুপাতিক পদ্ধতি

৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর একটি বড় অংশ বিদ্যমান পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবর্তে ভোটের অনুপাতিক হারে বা সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে মতামত দেয়।

নির্বাচনি ব্যবস্থা

নির্বাচনি ব্যবস্থা হলো সাংবিধানিক নিয়ম অনুসরণ করে জনগণের মতামত জানার ব্যবস্থা। ভোট একটি দেশের জনগণের অন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার। এর মাধ্যমে জনগণ কোনো ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় আসার জন্য নির্বাচিত করে। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত নির্বাচনি ব্যবস্থায় গরিষ্ঠতামূলক শাসন, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার উপস্থিতি দেখা যায়। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতাকে গণতন্ত্রের একটা স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ জন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন রাজনৈতিক-গণতন্ত্রের একটি আবশ্যিক পূর্ব শর্ত।

নির্বাচন পদ্ধতি

বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধানত দুই ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত। যার একটি First Preference Plurality (FPP) বা First Past The Post (FPTP) বা আসনভিত্তিক নির্বাচন। এ পদ্ধতিতে একটি নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থীদের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন। FPTP পদ্ধতিতে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সময়ের মধ্যে দলগুলো প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। অন্যটি সংখ্যানুপাতিক বা অনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি বা Proportional Representation (PR) নামে পরিচিত। এ পদ্ধতিতে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয় না অর্থাৎ আনুপাতিক পদ্ধতির ভোটে ব্যালটে প্রার্থী থাকবেন না। ভোটাররা দলীয় প্রতীকে ভোট দেবেন। একটি দল যে পরিমাণ ভোট পাবে, সেই অনুপাতে সংসদে দলটির প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো দল মোট ভোটের ৪০% ভোট পায়, তবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুযায়ী তা সংসদে দলটি ৪০% আসন বরাদ্দ পাবে। বিশ্বের ১৭০টি দেশের মধ্যে ৯১টি দেশে আনুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থা প্রচলিত। অনেক দেশে এ দুটির বিকল্প হিসেবে সমন্বিত পদ্ধতিও চালু রয়েছে। সমন্বিত পদ্ধতিতে কিছু আসনে আনুপাতিক ও কিছু আসনে আসনভিত্তিক নির্বাচন হয়।

বাংলাদেশে নির্বাচন পদ্ধতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, আইনসভার সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন। যার মধ্যে ৩০০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন একক নির্বাচনি এলাকার সংসদীয় আসন থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে। আর নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি জন নির্বাচিত হন ৩০০ সংসদ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় সংসদীয় আসনভিত্তিক অর্থাৎ First Past The Post হিসেবে পরিচিত।

নির্বাচন পদ্ধতির বৈশ্বিক উদাহরণ

■ সমন্বিত পদ্ধতি : জার্মানি

জার্মানির আইনসভা নির্বাচনে প্রতি ভোটার একটি নয়, দুটি ভোট দেন। একটি নিজস্ব কেন্দ্রের পছন্দমত প্রার্থীর জন্য, দ্বিতীয়টি কোনো দলের জন্য। এক্ষেত্রে একজন ভোটার এক দলের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে অন্য কোনো দলকেও সরাসরি ভোট দিতে পারে। দেশটির নিম্নকক্ষ বুন্দেস্টাগের সদস্য বা আসন ৫৯৮টি, এর মধ্যে ২৯৯ জন প্রার্থীকে ভোটাররা সরাসরি ভোট দেন। বাকি সদস্যরা পরোক্ষ ভোটে, মানে দ্বিতীয় ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত বা মনোনীত হন। এ দ্বিতীয় ভোট গণনার পর প্রত্যেক দলের মধ্যে আনুপাতিক হারে আসন ভাগ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ভোটের কমপক্ষে ৫% না পেলে কোনো দল সংসদের নিম্নকক্ষ বুন্দেস্টাগে স্থান পায় না।

■ আনুপাতিক পদ্ধতি : শ্রীলংকা

শ্রীলংকার পার্লামেন্টে আসন সংখ্যা ২২৫টি। এর মধ্যে দেশকে ১৯৬ আসনে ভাগ করে আনুপাতিক পদ্ধতিতে প্রার্থীভিত্তিক সরাসরি ভোট হয়। এ ১৯৬ টি আসন দেশটির ৯টি প্রদেশকে ২২টি নির্বাচনি জেলায় ভাগ করে বণ্টিত হয় দু'ভাবে। প্রতিটি প্রদেশকে দেওয়া হয় ৪টি করে আসন (৩৬টি), আর প্রদেশগুলোর ভেতরে থাকা নির্বাচনি জেলাগুলোকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেওয়া হয় বাকি ১৬০ আসন। এর বাইরে পার্লামেন্টের বাকি ২৯টি আসন রাখা হয় জাতীয়ভিত্তিক আসন হিসেবে। সেগুলো রাজনৈতিক দলগুলো পায় পূর্বোক্ত ১৯৬ আসনে তাদের প্রাপ্ত ভোটের অংশ অনুযায়ী। রাজনৈতিক দলগুলোকে ভোটের আগেই জাতীয় আসনের প্রার্থীদের অগ্রাধিকারভিত্তিক নামের তালিকা দিতে হয়। তবে পরে সেই তালিকায় নতুন নামও দেওয়া যায়। কোনো নির্বাচনি জেলায় কোনো দল ৫%-এর কম ভোট পেলে তাদের আসন বণ্টনের বাইরে রাখা হয়। যে দল বা প্রতীক একটা নির্বাচনি জেলায় সবচেয়ে বেশি ভোট পায়, তাদের সেই জেলার কোটা থেকে একটা আসন দিয়ে দেওয়া হয় 'বোনাস' হিসেবে।

বেনিতো মুসোলিনি ইতালির প্রেডাপ্পিতে জন্মগ্রহণ করেন ২৯ জুলাই ১৮৮৩

টেকসই উন্নয়নে সামাজিক ব্যবসা

দারিদ্র্য একটি আপেক্ষিক শব্দ। পৃথিবী সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সকল পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে দারিদ্র্য ছিল, আছে এবং থাকবে। আধুনিক বিশ্বে যে সকল হাতে গোনা কিছু অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, দার্শনিক কিংবা শিল্পপতি আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নানান মত ও তত্ত্বের ভিত্তিতে কাজ করে সফলতা অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের কৃতি সন্তান শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের নতুন অভিযাত্রা শুরু করেন। তার এ ভাবনা আলোচিত হয় বিশ্বজুড়ে।

সামাজিক ব্যবসা

সামাজিক ব্যবসা বা Social Business এমন ধরনের ব্যবসা, যেখান থেকে উদ্যোক্তারা বা বিনিয়োগকারীরা মুনাফার অর্থ নিজেরা গ্রহণ করেন না। ব্যবসা সম্প্রসারণে কিংবা নতুন ব্যবসায় মুনাফার টাকা পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়। এ সামাজিক ব্যবসায় অন্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর মতোই কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ধারণাটির প্রবক্তা

বিশ্বের অর্থনৈতিক মানচিত্রে দুটি তত্ত্ব দীর্ঘদিন যাবত প্রতিষ্ঠিত। আর তা হলো পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। নানা কারণে এখন আর সমাজতন্ত্র আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে নেই। কিন্তু সারা বিশ্বজুড়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে পুঁজিবাদ বিরাজ করছে। সেই পুঁজিবাদও আজ নানা কারণে সংকট ও প্রশ্নের সম্মুখীন। বিশ্বের ধনবাদী দেশগুলো এখন আর সনাতন পুঁজিবাদে সন্তুষ্ট নয়। তাদের অনেকে মনে করেন পুঁজিবাদের একটা সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। এরকম বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ঋণের উদ্ভাবক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্বের কাছে তুলে ধরেন তার 'সামাজিক ব্যবসা' তত্ত্ব। যার মূল লক্ষ্য মুনাফার পরিবর্তে মানবকল্যাণ। ২০০৭ সালে 'সামাজিক ব্যবসা' ধারণাটি প্রবর্তন করেন। এ ব্যবসায় বিনিয়োগকারী একটা সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিনিয়োগ করবেন, কিন্তু সেই ব্যবসা থেকে বিনিয়োগকারী কোনো ধরনের মুনাফা গ্রহণ করবেন না। শুধু বিনিয়োগের অর্থ তুলে নিতে পারবেন। মুনাফার অর্থ দিয়ে নতুন কোনো সামাজিক ব্যবসা শুরু করতে পারেন অথবা বর্তমান ব্যবসার সম্প্রসারণ করতে পারবেন। অর্থাৎ, বিশ্বব্যাপী ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধির যে উন্মাদনা দেখা যায় তার বাইরে ব্যবসাকে সামাজিক কল্যাণের জন্য নিয়ে আসাই সামাজিক ব্যবসার মূলকথা।

মূলনীতি

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে সুইজারল্যান্ডের দাভোস শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সম্মেলনে তিনি সামাজিক ব্যবসার ৭টি মূলনীতি ঘোষণা করেন। সামাজিক ব্যবসার ৭টি মূলনীতি হলো—

- দারিদ্র্য বিমোচনসহ এক বা একাধিক বিষয় যেমন— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও পরিবেশগত খাতে বিরাজমান সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত মুনাফাবিহীন কল্যাণকর ব্যবসা এটি।
- সকলের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করাই এ ব্যবসার লক্ষ্য।
- সামাজিক ব্যবসায় বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থই ফেরত পাবে, এর বাহিরে কোনো প্রকার লভ্যাংশ নিতে পারবেন না।
- বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত নেওয়ার পর বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা কোম্পানির সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহৃত হবে।
- এ ব্যবসা হবে পরিবেশবান্ধব।
- এখানে যারা কাজ করবেন তারা ভালো কাজের পরিবেশ ও চলমান বাজার অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাবেন।
- সামাজিক ব্যবসা হবে আনন্দের সাথে ব্যবসা।

সামাজিক ব্যবসা দিবস

সামাজিক ব্যবসা দিবস একটি বার্ষিক আয়োজন যেখানে সামাজিক ব্যবসার নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তারা পৃথিবীর জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যত নির্মাণে তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরস্পরের সাথে বিনিময় করতে সমবেত হন। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জন্ম ২৮ জুন ১৯৪০। ২৮ জুন ২০১০ থেকে তারিখটি সামাজিক ব্যবসা দিবস বা Social Business Day হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। দিনটি পালন করার সার্বিক দায়িত্বে রয়েছে ইউনূস সেন্টার। বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইউনূস। এটি দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে কাজ করে।

সামাজিক ব্যবসা সম্মেলন

'বৈশ্বিক সামাজিক ব্যবসা সম্মেলন' সামাজিক ব্যবসা বিষয়ক পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম বার্ষিক আয়োজনের একটি, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ, সমর্থক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ব্যবসার ভূমিকার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। ২৭-২৮ জুন ২০২৪ ফিলিপাইনের ম্যানিলায় ১৪তম সামাজিক ব্যবসা শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বিখ্যাত শিল্পী ডোনাটোলা ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন ১৩৮৬ সালে

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

SDG

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

শেষ পর্ব

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) গৃহীত হয়। যাতে ১৭টি অভীষ্ট রয়েছে। SDG'র ধারাবাহিক আয়োজনের শেষ পর্বে রয়েছে অভীষ্ট ১৬ ও ১৭-এর বিস্তারিত আলোচনা।

১৬ টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন; সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকলস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ।

১৬.১ সর্বত্র সকল ধরনের সহিংসতা ও সহিংসতাজনিত মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা।

১৬.২ শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মতো ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান।

১৬.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন প্রবর্ধন এবং ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সকলের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা।

১৬.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ অর্থ ও অস্ত্র প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমানো।

১৬.৫ সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা।

১৬.৬ সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ।

১৬.৭ সকল স্তরে সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৬.৮ বৈশ্বিক শাসন-পরিচালন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা।

১৬.৯ ২০৩০ সালের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনসহ সকলের জন্য বৈধ পরিচয়পত্র প্রদান।

১৬.১০ জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করাসহ মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা প্রদান।

১৬.ক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সকল পর্যায়ে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সহিংসতা প্রতিরোধসহ সন্ত্রাস ও অপরাধ মোকাবিলার সক্ষমতা বিনির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা।

১৬.খ টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্যহীন আইন ও নীতিমালার প্রবর্ধন ও প্রয়োগ।

১৭ টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।

অর্থায়ন

১৭.১ আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করা।

১৭.২ উন্নত দেশকর্তৃক প্রতিশ্রুত উন্নয়নশীল দেশের জন্য স্থূল জাতীয় আয়ের (GNI) ০.৭% এবং স্বল্পোন্নত দেশের জন্য GNI-এর ০.১৫%-০.২০% সরকারি উন্নয়ন সহায়তা (ODA) প্রদানের লক্ষ্য অর্জন।

১৭.৩ বহুবিধ উৎস হতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদ আহরণ।

১৭.৫ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

প্রযুক্তি

১৭.৬ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন বিষয়ে এবং এ সংশ্লিষ্ট অভিগম্যতার ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং ত্রিপাক্ষিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

১৭.৮ ২০১৭ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য পুরোদমে প্রযুক্তি ব্যাংক চালু।

বাণিজ্য

১৭.১১ বৈশ্বিক রপ্তানিতে ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অংশ দ্বিগুণ বৃদ্ধিসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।

বহুঅংশীভিত্তিক অংশীদারত্ব

১৭.১৬ সকল দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা দানকল্পে বহু অংশীভিত্তিক অংশীদারতার মাধ্যমে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদ আহরণ ও বণ্টন সম্পূরণের দ্বারা টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারত্ব বৃদ্ধি।

১৭.১৭ অংশীদারতার অভিজ্ঞতা ও সংস্থান কৌশলের ওপর ভিত্তি করে কার্যকর সরকারি, সরকারি-বেসরকারি ও সুশীল সমাজের অংশীদারত্ব প্রবর্ধন ও উৎসাহ প্রদান।

উপাত্ত, পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা

১৭.১৯ ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) সম্পূরক হিসেবে টেকসই উন্নয়নের অগ্রগতি পরিমাপে বিদ্যমান উদ্যোগের উন্নতি সাধন এবং পরিসংখ্যানগত সক্ষমতা বিনির্মাণে সহায়তা প্রদান।

[স্থান সংকুলানের অভাবে সকল ধারা উল্লেখ করা হয়নি।]

বিখ্যাত শিল্পী মাইকেল অ্যাঞ্জেলা ইতালির ক্যাপিসিতে জন্মগ্রহণ করেন ৬ মার্চ ১৪৭৫

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

বিশ্ব-জ্ঞান-দৃষ্টি

পর্ব-৬

সাধারণ জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। এ ব্যাপকতার মধ্যে জানার জন্য প্রয়োগ করতে হয় নানা ধরনের টেকনিক। তাই এবারের পর্বে রয়েছে— বিশ্বের যে সকল সংস্থার সদর দপ্তর নেই এবং যে সংস্থার সদর দপ্তর পরিবর্তন করা হয়েছে।

সদর দপ্তর নেই

যে সকল আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর থাকে তখন তার প্রধান নির্বাহী থাকেন। প্রধান নির্বাহী পদবি হতে পারে প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব, মহাপরিচালক প্রভৃতি। সংস্থার সনদ অনুযায়ী তিনি নির্দিষ্ট মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ তিনি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। অন্যদিকে যদি প্রধান নির্বাহী না থাকে তাহলে সদর দপ্তর থাকে না।

♦ যে সকল সংস্থার সদর দপ্তর নেই

- Non-Aligned Movement (NAM)
- Group-20 BRICS
- Group-7 Group-77
- Asia Pacific Network of Science Technology Centres (ASPAC)
- Asian Region Forum (ARF)

১. 'ব্রিকস'-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক প্রিটোরিয়া খ সেন্টপিটার্সবার্গ
গ সাংহাই ঘ নয়াদিল্লি
[Note : সদর দপ্তর নেই]

২. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ২০১৯]
ক বান্দুং খ জেদ্দা গ রিয়াদ ঘ ভিয়েনা
[Note : সদর দপ্তর নেই]

৩. নিচের কোন সংস্থাটির স্থায়ী সদর দপ্তর নেই? [৪০তম বিসিএস]
ক NATO খ NAM
গ EU ঘ ASEAN

৪. জি২০-এর সদর দপ্তর কোথায়? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক ২০২৪]
ক সদর দপ্তর নেই খ ভিয়েনা
গ ভারত ঘ অস্ট্রিয়া

বিভিন্ন সংস্থার পরিবর্তিত সদর দপ্তর

১. প্রতিষ্ঠাকালীন আরব লীগের সদর দপ্তর কোথায় ছিল? [PSC'র সহকারী পরিচালক ১৯৯৪]
ক তিউনিস খ কায়রো
গ রাবাত ঘ দামেস্ক

২. আরব লীগের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [১৫তম বিসিএস]
ক তিউনিস, তিউনিশিয়া
খ কায়রো, মিসর
গ রাবাত, মরক্কো
ঘ জেদ্দা, সৌদি আরব

৩. অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তর কোথায়? [২৭তম বিসিএস]
ক নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র খ নাইরোবি, কেনিয়া
গ লন্ডন, যুক্তরাজ্য ঘ হেগ, নেদারল্যান্ড

৪. সর্বপ্রথম কোথায় ওপেকের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়? [৩৯তম বিসিএস]
ক জেনেভা খ ভিয়েনা গ জেদ্দা ঘ বাগদাদ

৫. ইন্টারপোলের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [২৬তম বিসিএস]
ক লন্ডন খ লিঁও
গ রোম ঘ প্যারিস

সংস্থা	পূর্বের স্থান	বর্তমান স্থান
North Atlantic Treaty Organisatin (NATO)	প্যারিস, ফ্রান্স	ব্রাসেলস, বেলজিয়াম
আরব লীগ	তিউনিস, তিউনিসিয়া	কায়রো, মিসর
অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল	লন্ডন, যুক্তরাজ্য	নাইরোবি, কেনিয়া
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	অস্ট্রিয়া, ভিয়েনা
ইন্টারপোল	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	লিঁও, ফ্রান্স
আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO)	লন্ডন, যুক্তরাজ্য	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থা (WMO)	লুজান, সুইজারল্যান্ড	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (ACC)	কলম্বো, শ্রীলংকা	দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC)	লন্ডন, যুক্তরাজ্য	দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত

•বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন ১৫ এপ্রিল ১৪৫২

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

তথ্যকোষে রূপক কথা

রাজনীতি ও অর্থনীতি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা শব্দপুঞ্জ ব্যবহৃত হয়। সে শব্দগুলোর বিভিন্ন পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। বর্তমানে আলোচিত কিছু শব্দ নিয়ে আমাদের এ আয়োজন।

ট্রাভেল ডকুমেন্ট (TD)

Travel Document হলো একটি ভ্রমণ নথি বা পরিচয়পত্র যা কোনো দেশের সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক ইস্যু করা হয়। রাষ্ট্রহীন বিবেচিত কোনো আশ্রয় প্রার্থীকে এ ডকুমেন্ট দেওয়া হয়। ট্রাভেল ডকুমেন্টের অন্য নাম আইডেন্টিটি সার্টিফিকেট।

ওজেম্পিক

Ozempic সেমাগ্লুটাইডের ব্র্যান্ড নাম এবং এটি একটি অ্যান্টিডায়াবেটিক ওষুধ যা 'গ্লুকাগন-লাইক পেপটাইড-১ রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট' নামক ওষুধের শ্রেণির সাথে সম্পর্কিত। Ozempic একটি স্ব-ইনজেকশনযোগ্য কলম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি এমন ব্যক্তিদের মধ্যে টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাসের চিকিৎসায় সাহায্য করে যারা প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

রেইনবো নেশন

Rainbow nation শব্দটি ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পর বর্ণবাদ-পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রকাশ করার জন্য আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু দ্বারা প্রচলন হয়। রাষ্ট্রপতি হিসেবে নেলসন ম্যান্ডেলা তার কার্যকালের প্রথম মাসে এ বাক্যাংশটি বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যখন তিনি ঘোষণা দেন: আমাদের প্রত্যেকেই এ সুন্দর দেশের মাটির সাথে প্রিটোরিয়ার বিখ্যাত জ্যাকারান্ডা গাছ এবং বুশভেল্ডের মিমোসা গাছের মতোই নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। যা নিজের এবং বিশ্বের সাথে শান্তিতে একটি রংধনু জাতি হিসেবে পরিচিত।

শ্বেতহস্তী

শ্বেতহস্তী শব্দটি মিয়ানমার, থাইল্যান্ড (সিয়াম), লাওস ও কম্বোডিয়ায় দক্ষিণপূর্ব এশীয় রাজাদের সংরক্ষিত পবিত্র সাদা হাতি থেকে উদ্ভূত। থাইল্যান্ড ও বার্মায় সাদা হাতি রাখা হলো রাজার ন্যায়বিচার ও ক্ষমতার প্রতীক। বর্তমানে শ্বেতহস্তী বলতে বোঝায় এমন সম্পত্তি বা প্রকল্প যার খরচ, বিশেষ করে রক্ষণাবেক্ষণ, এটির প্রয়োজনীয়তা ও লাভের অনুপাতের চেয়ে অনেক বেশি।

উইন্ডো শপিং

Window Shopping বলা হয় যেখানে একজন ভোক্তা কেনার অভিপ্রায় ছাড়াই পণ্য পরীক্ষা করে। ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, উইন্ডো শপিং একটি বিনোদন হতে পারে বা একটি পণ্যের বিকাশ, ব্র্যান্ডের পর্যবেক্ষণ বা বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে তথ্য পেতে ব্যবহার করা হয়।

Oligarchy

ইংরেজি Oligarchy শব্দটি গ্রিক শব্দ অলিগোস অর্থ 'সামান্য' এবং আর্কেইন অর্থ 'শাসনের জন্য' থেকে এসেছে। Oligarchy বলতে ক্ষমতার একটি কাঠামোকে বোঝায় যেখানে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। বংশমর্যাদা, সম্পদ, পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা অথবা ব্যবসা, ধর্মীয় এবং সামরিক নিয়ন্ত্রণ অধিকার থেকে এ সকল লোক নির্ধারিত হয়। এ সকল অঞ্চল বা রাজ্য অতি সামান্য কিছু ব্যক্তি বা পরিবার কর্তৃক শাসিত হয় যারা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

ক্রলিং পেগ

Crawling peg হলো দেশীয় মুদ্রার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমন্বয়ের একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একটি মুদ্রার বিনিময় হারকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ওঠানামা করার অনুমতি দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা-ডলারের যে বিনিময় হার পদ্ধতি ঠিক করে তাই হলো 'ক্রলিং পেগ'।

ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড

যে কোনো নির্মাণ প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার পর নির্দিষ্ট একটি সময়কালকে ত্রুটি দায়িত্বকাল Defect Liability Period (DLP) বলা হয়, যার মধ্যে ঠিকাদার যে কোনো ত্রুটি মেরামতের জন্য দায়ী থাকে। এ সময়কাল সাধারণত প্রকল্প ক্লায়েন্টের কাছে হস্তান্তর করার পর থেকে শুরু হয় এবং চুক্তির উপর ভিত্তি করে সাধারণত ৬ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

Broad Money

সংকীর্ণ অর্থ এবং ব্যাংকের মেয়াদি আমানতের সমষ্টি হলো বিস্তৃত অর্থ বা বিস্তৃত মুদ্রা। অর্থাৎ $M_2 = M_1 + T$ যেখানে, M_2 = বিস্তৃত মুদ্রা, $M_1 = C + D$ এবং T = তফসিল ব্যাংকের মেয়াদি আমানত।

Narrow Money

জনগণের হাতের নগদ অর্থ এবং ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানতের সমষ্টি হলো সংকীর্ণ মুদ্রা। সংকীর্ণ মুদ্রাকে প্রকাশ করা হয়: $M_1 = C + D$ যেখানে, M_1 = সংকীর্ণ মুদ্রা, C = জনগণের হাতের নগদ অর্থ এবং D = বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত।

এক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স

Axis of Resistance হলো মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়া এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর একটি নেটওয়ার্ক। যার দ্বারা গঠিত ইরান মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের প্রভাব মোকাবিলায় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে ব্যবহার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ গোষ্ঠীগুলোর বেশিরভাগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে।

কমনওয়েলথ

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়া রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে গঠিত হয় কমনওয়েলথ। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা সমৃদ্ধ এ সংগঠনটির মূল লক্ষ্য ছিল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বিক উন্নয়নে কাজ করা।

প্রতিষ্ঠা

উনবিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশসমূহে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে ১৮৮৭ সাল থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন উপনিবেশের সরকার প্রধানদের সাথে ইম্পেরিয়াল কনফারেন্স নামে এক বৈঠক শুরু হয়। ১৯২৩ সালের কনফারেন্সে বিভিন্ন অঞ্চল বা ডোমিনিয়নকে ব্রিটিশ রাজ্যের নামে আলাদাভাবে চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯ নভেম্বর ১৯২৬ বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস ধারণা গৃহীত হয়। ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত ওয়েস্টমিনিস্টার সংবিধির মাধ্যমে উপনিবেশগুলোকে পূর্ণ সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আইরিশ ফ্রি স্টেট (বর্তমান আয়ারল্যান্ড), নিউজিল্যান্ড, নিউফাউন্ডল্যান্ড (বর্তমানে কানাডার অন্তর্ভুক্ত), দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাজ্যের সমন্বয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস' গঠিত হয়। ২৮ এপ্রিল ১৯৪৯ প্রধানমন্ত্রীদের চতুর্থ সম্মেলনে লন্ডন ঘোষণার মাধ্যমে 'ব্রিটিশ' শব্দটি বাদ দিয়ে আধুনিক কমনওয়েলথ গঠিত হয় আর নামকরণ করা হয় The Commonwealth।

Commonwealth Realm

১৯৩১ সালে ওয়েস্টমিনিস্টার সংবিধির মাধ্যমে কমনওয়েলথ সদস্যভুক্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ব্রিটিশ রাজা বা রানিকে মেনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা করা হয়, যা ব্রিটিশ Commonwealth Realm নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪৯ সালে লন্ডন ঘোষণার মাধ্যমে সদস্যভুক্ত দেশের প্রধান হিসেবে ব্রিটিশ রাজা বা রানির প্রতি আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশে থাকা যুক্তরাজ্যসহ ১৫টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বর্তমানে ব্রিটিশ রাজা বা রানি। দেশগুলো ব্রিটিশ রাজা বা রানিকে আনুষ্ঠানিকভাবেই তাদের রাজা বা রানি হিসেবে সম্মান করে। ব্রিটিশ রাজা বা রানি এসব দেশে একজন গভর্নর জেনারেলকে নিয়োগ দেন, যারা Commonwealth Realm ভুক্ত দেশগুলোতে রাজা বা রানির প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৫টি দেশ হলো— যুক্তরাজ্য, অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, অস্ট্রেলিয়া, বাহামাস, বেলিজ, কানাডা, গ্রানাডা, জ্যামাইকা, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রানাডাইন্স, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এবং টুভ্যালু।

সচিবালয়

১৯৬৫ সালের পূর্বে কমনওয়েলথের কোনো সচিবালয় ছিল না। ২৫ জুন ১৯৬৫ লন্ডনের মার্লবোরো হাউসে কমনওয়েলথ সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮ অক্টোবর ১৯৭৬ কমনওয়েলথ সচিবালয় জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মর্যাদা লাভ করে।

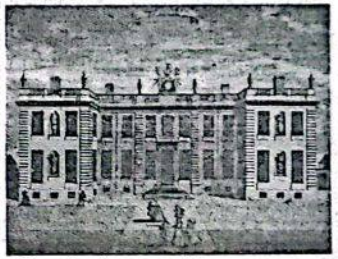

কমনওয়েলথ সনদ

কমনওয়েলথ সনদ (Commonwealth Charter) মূল্যবোধ এবং আকাঙ্ক্ষার একটি দলিল। ২০১২ সালের পূর্বে কমনওয়েলথের কোনো গঠনতান্ত্রিক কাঠামো ছিল না। ২৮-৩০ অক্টোবর ২০১১ অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের ২২তম সম্মেলনে সনদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়। এরপর ১৯ ডিসেম্বর ২০১২ কমনওয়েলথ সনদ গৃহীত হয়। ১১ মার্চ ২০১৩ কমনওয়েলথ দিবসে লন্ডনের মার্লবোরো হাউসে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ আনুষ্ঠানিকভাবে সনদে স্বাক্ষর করেন। সনদে মোট ১৬টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

১৬টি অনুচ্ছেদ

(১) গণতন্ত্র (২) মানবাধিকার (৩) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা (৪) সহনশীলতা, সম্মান এবং বোঝাপড়া (৫) মত প্রকাশের স্বাধীনতা (৬) ক্ষমতা পৃথকীকরণ (৭) আইনের শাসন (৮) সুশাসন (৯) টেকসই উন্নয়ন (১০) পরিবেশ সুরক্ষা (১১) স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ও বাসস্থানের সংস্থান (১২) লিঙ্গ সমতা (১৩) কমনওয়েলথের তরুণদের গুরুত্ব (১৪) ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া (১৫) দুর্বল রাজ্যগুলির প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া ও (১৬) নাগরিক সমাজের ভূমিকা।

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

কমনওয়েলথের প্রধান

২৮ এপ্রিল ১৯৪৯ কমনওয়েলথের প্রধান পদটি সৃষ্টি করা হয়। রাজা ষষ্ঠ জর্জ কমনওয়েলথের প্রথম প্রধান (নেতা) ছিলেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ষষ্ঠ জর্জ মারা যাওয়ার পর রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ সিংহাসনে আরোহণ করার সূত্রে কমনওয়েলথ জোটেরও প্রধান হন। সর্বশেষ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ রাজা তৃতীয় চার্লস ৫৬টি স্বাধীন দেশের জোট কমনওয়েলথের নতুন প্রধান হন।

ষষ্ঠ জর্জ দ্বিতীয় এলিজাবেথ তৃতীয় চার্লস

হাইকমিশন

রাষ্ট্রদূত একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবিশেষ, যিনি কোনো নির্দিষ্ট দেশের সরকারের পক্ষ থেকে অন্য কোনো স্বাধীন দেশ, সরকার কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কূটনৈতিক কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন। কিন্তু ব্রিটিশকর্তৃক শাসিত যেসকল দেশ কমনওয়েলথের সদস্য তারা যখন একে অপর দেশে দূতাবাস স্থাপন করে তাকে হাইকমিশন বলে (High Commission)। আর দেশসমূহের রাষ্ট্রদূতরা 'হাইকমিশনার' নামে পরিচিত।

CPA COMMONWEALTH PARLIAMENTARY ASSOCIATION

কমনওয়েলথভুক্ত দেশের আইনসভার সংগঠন Commonwealth Parliamentary Association (CPA)। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় CPA সেসব দেশের সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টব্যক্তিদের সমন্বয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। ১৮ জুলাই ১৯১১ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে CPA এর নাম ছিল Empire Parliamentary Association। ১৯৪৯ সালে বর্তমান নামকরণ করা হয়। CPA-তে কমনওয়েলথভুক্ত ৫৬টি দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মিলিয়ে মোট ১৮০টি আইনসভার প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ CPA'র সদস্যপদ লাভ করে। CPA'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী কমিটির প্রধান চেয়ারপারসন। চেয়ারপারসনের মেয়াদকাল তিন বছর। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে CPA'র নির্বাহী কমিটির ২১তম চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ ও কমনওয়েলথ

কমনওয়েলথের মূল রাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যুক্তরাজ্যের প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষত, বিবিসি, লন্ডন টাইমস, দ্য সান, গার্ডিয়ান, মিরর পত্রিকা স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতন প্রচার করে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করে। মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যসহ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের জন্য ব্যাপক সাহায্য করে। ১৮ এপ্রিল ১৯৭২ বাংলাদেশ প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। এজন্য ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করে। বাংলাদেশ কমনওয়েলথের ৩২তম সদস্য। বাংলাদেশের অস্থিতিশীল রাজনীতি ও সরকার-বিরোধীদলের দাঙ্গাপূর্ণ সম্পর্ক অবসানে বিভিন্ন সময় কমনওয়েলথ মহাসচিব মধ্যস্থতার চেষ্টা করেন।

জানা-অজানায় কমনওয়েলথ

- ১৯৩২ সালের আগে কমনওয়েলথে কোনো সংবিধান ছিল না।
- বর্তমানে কমনওয়েলথভুক্ত ১৪টি দেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃত।
- বিশ্বের চারভাগের একভাগ ভূমি কমনওয়েলথভুক্ত।
- বিশ্বজুড়ে— ছয়টি মহাদেশের প্রায় ২৪০ কোটি মানুষের অন্তর্ভুক্ত।
- জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের চতুর্থ বৃহত্তম রাষ্ট্র।
- কমনওয়েলথের দুটি দেশ ন্যাটোর সদস্য— কানাডা ও যুক্তরাজ্য।
- কমনওয়েলথের দুটি দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য— সাইপ্রাস ও মাল্টা।
- গ্যাবন ও নাইজেরিয়া একইসাথে ওপেক এবং কমনওয়েলথ-এর সদস্য।
- কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয় ১ মার্চ ১৯৬৬।
- কমনওয়েলথ ছোটগল্প পুরস্কার প্রবর্তন করা হয় ২০১২ সালে।
- কমনওয়েলথ স্কলারশিপ কমিশন (CSC) যাত্রা শুরু করে ১৯৫৯ সালে।
- কমনওয়েলথ গেমস প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৬-২৩ আগস্ট ১৯৩০ (হ্যামিল্টন, কানাডা)।
- ৬৩তম Commonwealth Parliamentary Conference (CPC) অনুষ্ঠিত হয় ১-৮ নভেম্বর ২০১৭ (ঢাকা, বাংলাদেশ)।
- কমনওয়েলথের বৃহত্তম দেশ ➤ আয়তনে : কানাডা • জনসংখ্যায় : ভারত।
- কমনওয়েলথের ক্ষুদ্রতম দেশ ➤ আয়তনে : নাউরু • জনসংখ্যায় : টুভ্যালু।
- উপনিবেশ হয়েও কমনওয়েলথের সদস্য নয় : বাহরাইন, ইরাক, মিসর, জর্ডান, কুয়েত, মিয়ানমার, কাতার, সুদান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইয়েমেন।

সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে বলে মত প্রকাশ করেন ইতালির বিজ্ঞানি গ্যালিলিও গ্যালিলেই

সম্মেলন

সদস্য-দেশগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলি আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রতি দুই বছর অন্তর কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১-১৬ মে ১৯৪৪ যুক্তরাজ্যের লন্ডনে কমনওয়েলথের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন সম্মেলনের শিরোনাম ছিল Commonwealth Prime Minister's Conference (CPMC)। ১৯৭১ সালে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনের নামকরণ করা হয় কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন (Commonwealth Heads of Government Meeting- CHOGM)। ১৪-২২ জানুয়ারি ১৯৭১ সিঙ্গাপুরে কমনওয়েলথের সরকার প্রধান পর্যায়ের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন (CHOGM) অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত কমনওয়েলথের সকল সভা লন্ডনেই অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু পরে সরকার প্রধানদের সভা ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়।

মহাদেশভিত্তিক সদস্য দেশসমূহ

- আফ্রিকা ➤ ২১— ক্যামেরুন, বতসোয়ানা, রুয়ান্ডা, ঘানা, গাম্বিয়া, কেনিয়া, লেসোথো, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, সিয়েরা লিওন, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইসওয়াতিনি, তানজানিয়া, উগান্ডা, জাম্বিয়া, মালাবি, মরিশাস, সিচেলেস, গ্যাবন ও টোগো।
- উত্তর আমেরিকা ➤ ১২— কানাডা, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, বাহামাস, বার্বাডোস, ডোমিনিকা গ্রানাডা, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডাইন্স, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া ও বেলিজ।
- এশিয়া ➤ ৮— বাংলাদেশ, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ভারত, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ।
- দক্ষিণ আমেরিকা ➤ ১— গায়ানা।
- ওশেনিয়া ➤ ১১— অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, পাপুয়া নিউগিনি, টোঙ্গা, সামোয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, কিরিবাতি, ভানুয়াতু, নাউরু, নিউজিল্যান্ড ও টুভ্যালু।
- ইউরোপ ➤ ৩— যুক্তরাজ্য, সাইপ্রাস ও মাল্টা।

Fact File

নাম : The Commonwealth ♦ পূর্বনাম : British Commonwealth of Nations ♦ প্রতিষ্ঠা : ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ ♦ আধুনিক কমনওয়েলথ হিসেবে আত্মপ্রকাশ : ২৮ এপ্রিল ১৯৪৯ ♦ সদর দপ্তর : লন্ডন, যুক্তরাজ্য ♦ বর্তমান প্রধান : রাজা তৃতীয় চার্লস ♦ নির্বাহী প্রধান : মহাসচিব • মেয়াদকাল : ৪ বছর • প্রথম মহাসচিব : আরনল্ড স্মিথ, কানাডা (১ জুলাই ১৯৬৫-৩০ জুন ১৯৭৫) • বর্তমান ও প্রথম নারী মহাসচিব : প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড, যুক্তরাজ্য (১ এপ্রিল ২০১৬-বর্তমান) ♦ কমনওয়েলথ দিবস : প্রতি বছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সোমবার ♦ সদস্য দেশের রাষ্ট্রদূতের পদবি : হাইকমিশনার ♦ বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ৫৬টি • সর্বশেষ সদস্য দেশ : টোগো (২৫ জুন ২০২২) • বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ : ১৮ এপ্রিল ১৯৭২ (৩২তম) ♦ শীর্ষ সম্মেলন ➤ প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের : প্রথম ১-১৬ মে ১৯৪৪ (লন্ডন, যুক্তরাজ্য) • শেষ ৭-১৫ জানুয়ারি ১৯৬৯ (লন্ডন, যুক্তরাজ্য) | সরকার প্রধানদের শীর্ষ পর্যায়ের : প্রথম ১৪-২২ জানুয়ারি ১৯৭১ (সিঙ্গাপুর) • শেষ ২১-২৫ অক্টোবর ২০২৪ (আপিয়া, সামোয়া) ♦ সদস্যপদ প্রত্যাহার বা ত্যাগকারী দেশ : ২টি (আয়ারল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ে)।

পরীক্ষার প্রশ্নে কমনওয়েলথ

১. কমনওয়েলথ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [চাবি 'গার্হস্থ্য অর্থনীতি' ইউনিট ২০১৫-১৬]
ⓐ ১৯৪৬ ⓑ ১৯৪৮ ⓒ ১৯৫২ ⓓ ১৯৬৫
[Note : ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১]

২. 'কমনওয়েলথ'-এর সদর দপ্তর কোথায়? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার ২০১২]
ⓐ প্যারিস ⓑ পার্থ ⓒ ম্যানিলা ⓓ লন্ডন

৩. কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট যে অট্টালিকায় অবস্থিত তার নাম কী? [২২তম বিসিএস]
ⓐ মার্লবোরো হাউজ ⓑ হোয়াইট হাউজ
ⓒ বাকিংহাম প্রাসাদ ⓓ দি চেকার্স

৪. কমনওয়েলথের প্রধান কে? [জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ২০০৯]
ⓐ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ⓑ ইংল্যান্ডের রানি/রাজা
ⓒ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ⓓ জাতিসংঘের মহাসচিব

৫. কমনওয়েলথের বর্তমান সদস্য সংখ্যা— [১৭তম বিসিএস]
ⓐ ৪৮ ⓑ ৫০ ⓒ ৫২ ⓓ ৫৬

৬. একমাত্র কোন দেশ একইসাথে ওপেক এবং কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত? [চাবি 'ক' ইউনিট ২০১৬-১৭]
ⓐ নরওয়ে ⓑ নাইজেরিয়া
ⓒ ওমান ⓓ সৌদি আরব
[Note : বর্তমানে একই সাথে ওপেক ও কমনওয়েলথের সদস্য দেশ দুটি— গ্যাবন ও নাইজেরিয়া।]

৭. বাংলাদেশ কমনওয়েলথের কততম সদস্য? [জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ২০১২]
ⓐ ৩০তম ⓑ ৩২তম ⓒ ৩৪তম ⓓ ৩৬তম

৮. নিচের কোন কমনওয়েলথ রাষ্ট্রটি ব্রিটিশ শাসনের অধীনস্থ ছিল না? [NSI-এর ফিল্ড অফিসার ২০১৯]
ⓐ দক্ষিণ আফ্রিকা ⓑ মালয়েশিয়া
ⓒ অস্ট্রেলিয়া ⓓ মোজাম্বিক

৯. কমনওয়েলথের কোন দেশটি যুক্তরাজ্যের রাজা ও রানিকে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকার করে? [১৪তম বিসিএস]
ⓐ অস্ট্রেলিয়া ⓑ কানাডা
ⓒ সাইপ্রাস ⓓ মরিসাস

উত্তর

১.	Note
২.	ⓓ
৩.	ⓐ
৪.	ⓑ
৫.	ⓓ
৬.	ⓑ
৭.	ⓑ
৮.	ⓓ
৯.	ⓐ

প্রাচীন রোমান সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় নাম ভার্জিল

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

প্রবন্ধ | বৈষম্যরোধে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীনতার পর থেকে সবক্ষেত্রে একটি বৈষম্য সৃষ্টি হয়। নাগরিকের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা রক্ষার এবং বৈষম্যহীন ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ নির্মাণে সকল প্রকার বৈষম্য ও সামাজিক অনিয়ম. অবিচার এবং অসাম্য দূর করে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় গ্রহণ করার শপথ নিয়ে শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী রাষ্ট্র সংস্কার। ছাত্র-জনতার আন্দোলন ২০২৪ এ সকল অচলায়তন ভেঙে বৈষম্য দূরীকরণে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস কর্তৃক রাষ্ট্র সংস্কারের ঘোষণা নতুন করে আশা বাঁধছে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মনে।

'বৈষম্য' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ discrimire থেকে এসেছে যার অর্থ বিচ্ছিন্ন করা, পার্থক্য করা। বৈষম্য বলতে আমরা বুঝি নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন লোকেরা নির্দিষ্ট গুণহীন বা কম গুণসম্পন্ন লোকদের নিচু করে দেখা কিংবা যথাযথ কর্মদক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কর্মের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাকেই বৈষম্য বলে। অন্যদিকে, পূর্বে যা ছিল তার নব্য প্রায়োগিক বাস্তব সম্মত পরিমার্জনই হলো সংস্কার। সংস্কারের বাংলা অর্থ মেরামত বা সঠিক করা।

ধারণা

ম্যাগনাকার্টা হলো রাষ্ট্র সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। ১৫ জুন ১২১৫ স্বৈরাচারী ব্রিটিশ রাজা জন সামন্তদের চাপে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যার প্রধান শর্ত স্থানীয় প্রতিনিধিদের অনুমতি ছাড়া রাজা নাগরিকের স্বাধীনতা ও সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

পটভূমি

সীমিত স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নাগরিকের প্রতিনিধিত্বের লক্ষ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশ সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন সময়ে সংস্কারের দাবি আসে। ১৯০৯, ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ভারত নামে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সময়ে সংস্কার করা হয়। পাকিস্তানি শাসনামলে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ১৯৫৪, সংবিধান প্রণয়ন ১৯৫৬, শিক্ষা আন্দোলন ১৯৬২, ছয় দফা ১৯৬৬ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচন কেন্দ্র করে রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্র সংস্কার বা রাষ্ট্র মেরামত অনেক কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বারবার উঠে আসছে তাহলো 'রাষ্ট্র সংস্কার'। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ সংস্কার হলো— সাংবিধানিক সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনকালীন প্রশাসনের আইনি সংস্কার, বাজেট, ব্যাংক, শেয়ার বাজারসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো এবং সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাঠামোরও সংস্কার প্রয়োজন। এছাড়া বৈষম্যরোধে সকল ক্ষেত্রে সমতা প্রয়োজন।

■ **মানবাধিকার :** ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে বলা হয় 'সকলেই যেকোনো বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী' (অনুচ্ছেদ ৭)। ১৯৬৫-এ (অনুচ্ছেদ ২) সকল প্রকারের বর্ণবৈষম্যে নির্মূলের আন্তর্জাতিক কনভেনশন উল্লেখ করে যে 'জাতিগত, ধর্মীয় ও জাতীয় ঘৃণার সমস্ত প্রকাশ এবং অনুশীলনকে' জাতিসংঘের সনদ এবং সর্বজনীন ঘোষণার লঙ্ঘন হিসেবে নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। মানবাধিকার রক্ষায় 'জাতিগত, ধর্মীয় এবং জাতীয় বিদ্বেষের সমস্ত প্রকাশ রোধ করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার' আহ্বান জানানো হয়।

■ **সবার জন্য সমান-সুযোগ নিশ্চিত করা :** বাংলাদেশ সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা রয়েছে, 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' এ অবস্থায় রাষ্ট্রের সিংহভাগ সম্পদ মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীর হাতে তুলে দিয়ে তাদের নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিকৌশল বাংলাদেশের সংবিধান কিছুতেই অনুমোদন করে না।

■ **নারী-পুরুষের সমতা :** বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে এখনও তারা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সংবিধানের ১০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অথচ বাস্তবে বৈষম্য দূর করে, সমান কর্মসংস্থানের সুযোগের ধারণাটি বাংলাদেশে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় না।

■ **ধর্মীয় সম্প্রীতি :** বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়, (১) শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করবে না। এবং (২) রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকবে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ অনুযায়ী সাংবিধানিক বিধান রয়েছে যা ধর্মের ওপর ভিত্তি করে যেকোনো ধরনের বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করে। দেওয়ানি এবং ফৌজদারি কার্যবিধিতে জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার প্রদান করে যেকোনো ধরনের বৈষম্য বা সহিংসতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

ভার্জিলকে রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়

■ **গণমামাধ্যমের স্বাধীনতা :** বৈষম্যহীন মূল্যবোধ প্রচারের জন্য গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমগুলো মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরতে পারে কর্তৃপক্ষের কাছে, এবং তথ্য ও ভাবনা বিনিময়ের প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত করা হলে, এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জায়গাটি ভেঙে পড়ে ফলে নেওয়া হতে থাকে দুর্বল সব সিদ্ধান্ত।

■ **রাজনৈতিক ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা হলো গণতন্ত্র এবং সুশাসন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের সাথে জনগণের সমন্বয়হীনতার অভাব এককেন্দ্রিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ আমাদের দেশের রাজনৈতিক চালচিত্রকে দুর্বল করে দিয়েছে, এই জটিল পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে দেশের আপামর জনতাকে সম্পৃক্ত করে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন, দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কার করে পরিশুদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

■ **আইন ও বিচার বিভাগ :** বিচার বিভাগ সুষ্ঠু স্বাধীনভাবে বিচার কার্যপরিচালনা করবে, কিন্তু স্বাধীন বিচার বিভাগের কথা বলা হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে দেশের বিচারবিভাগকে রাজনীতির বলয় থেকে বের করা যায় নি। ফলে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে আইনজীবী নিয়োগসহ ইত্যাদিতে বৈষম্য, পক্ষপাতিত্বের তারতম্য দেখা যায়। এই চিরায়ত রীতি থেকে আমাদের উত্তরণ করে অন্যান্য বিষয়ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এখন গুরুত্বপূর্ণ।

■ **প্রশাসনিক ব্যবস্থা :** স্বাধীনতার পর উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ যে প্রশাসন ব্যবস্থা লাভ করেছে তা ছিল মূলত উপনিবেশিক ধাঁচের। প্রশাসনিক সংস্কার ছাড়া সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা বাড়ানো সম্ভব না। এ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তরালে দুর্নীতি মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দুর্নীতি বাংলাদেশের জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। দেশের প্রায় প্রতিটি স্তরে প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অপব্যবহার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে, যা প্রশাসনের দক্ষতা ও স্বচ্ছতাকে ব্যাহত করছে। উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে স্বচ্ছতার অভাব ও অর্থের অপচয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। প্রশাসন ব্যবস্থাকে সংস্কারের জন্য ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।

■ **শিক্ষাখাত :** শিক্ষা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত। স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত শিক্ষাখাতে আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করা হলেও কার্যকরী শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশ বিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হচ্ছে। দেশে শিক্ষার একটি বড় সমস্যা হলো, দেশের সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করে নতুন শিক্ষাক্রম চাপিয়ে দেওয়া, মাধ্যমিকে বিভাজন নিয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া, কারিগরি তথা কর্মমুখী শিক্ষাকে সমানভাবে গুরুত্ব না দেওয়া এবং বিভিন্ন বিভাজন থাকা। বৈষম্য দূরীকরণে শিক্ষার নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশ বজায় রেখে অতি দ্রুত শিক্ষা কমিশন গঠন করে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।

বৈশ্বিক রাষ্ট্র সংস্কারের উদাহরণ

বৈষম্যরোধে যে সকল দেশ সংস্কার করে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি লাভ করেছে এমন কিছু রাষ্ট্রের উদাহরণ— দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ (নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড) কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিটি দেশ তার নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংস্কার চালিয়েছে, তবে মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্যের ভিত্তিতে একটি স্থিতিশীল সমাজ গঠন করা।

বৈষম্য দূরীকরণে করণীয়

- প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত ও দক্ষ করতে একটি শক্তিশালী সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।
- সরকারি পরিষেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রযুক্তির আরও বিস্তৃত ব্যবহার করতে হবে।
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা।
- অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।
- মানবাধিকার রক্ষা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা বাহিনীর দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে।
- বহির্বিশ্ব থেকে আসা চাপ বা উসকানির মোকাবিলায় কৌশলী কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য আরও উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া।
- শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।
- গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকারকে আরও উদার হতে হবে, যাতে সঠিক তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে।
- মত প্রকাশের অধিকার সুরক্ষিত করে গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভগুলো শক্তিশালী করা।

ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের ব্যাপক আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম নেয়। এ ব্যাপারে এখন প্রায় সবাই একমত যে বাংলাদেশকে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য জাতীয় নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রীয় সংস্কার করা অপরিহার্য। শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চেয়েছে রাষ্ট্র সংস্কার এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন। তারা আর কোনো কর্তৃত্ববাদী সরকার বা একনায়কতন্ত্র দেখতে চায় না। শিক্ষার্থীদের এ প্রত্যাশার সঙ্গে এদেশের সাধারণ মানুষও কণ্ঠ মিলিয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে আশাবাদ।

ভার্জিল *The Iliad* মহাকাব্য রচনা করেন

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

Feature | Middle East Conflagration Solution & Peace

After decades of misguided US and Western policies, the region now faces several separate but connected conflicts. Now we see genocide in Gaza and Israel and Hezbollah are at war. Iran involved in multiple conflicts including direct confrontation with Israel. Now the dangers of all out conflict between Israel and Iran lurks in the corner.

The Roots and Realities

Since the mid-20th century, the Middle East has been a hotspot of volatility. The undercurrent in all these conflicts was the escalating tensions between the United States and Iran. The following is the background on all the conflicts.

Colonial Legacy : The Middle East crisis, especially the Israel-Arab conflict, has deep roots in the region's colonial past. Following the collapse of the Ottoman Empire after World War I, European colonial powers—primarily Britain and France—divided the Middle East into new nation-states under the Sykes-Picot Agreement of 1916. The Balfour Declaration (1917) further exacerbated tensions by supporting the establishment of a 'national home for the Jewish people' in Palestine. This legacy of colonialism is deeply intertwined with the territorial disputes between Israel and its Arab neighbors, particularly the Palestinians.

Israel's Occupation : For half a century, Israel's occupation of the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip has resulted in numerous Arab-Israel conflict in the region. Since the occupation first began in June 1967, Israel's ruthless policies of land confiscation, illegal settlement and dispossession, coupled with rampant discrimination, have inflicted immense suffering on Palestinians, depriving them of their basic rights and speed up the emergence of Hamas and Hezbollah. As a direct consequence of occupation the region saw many violent conflicts.

Hezbollah in northern frontline : Israel's invasion of Lebanon in 1982 forced thousands of PLO fighters to flee to other countries. Its ongoing occupation sparked fury among Lebanon's Shiites and the creation of Hezbollah, a militia armed, trained, and aided by Iran. Israili confrontation with Hezbollah and Hamas resulted in many conflicts in the Middle East.

Israel – Hamas conflict : With the PLO sidelined after Israel's invasion of Lebanon in 1982, tensions between the Palestinians and Israel deepened in the occupied territories of Gaza and the West Bank. Amid disputes among the Palestinians, Hamas seized control of Gaza while Fatah led the West Bank government. Hostility between Israel and Hamas flared into conflicts in 2008, 2012, 2014, 2018, 2021, 2022 and 2023. On 7 October 2023, Hamas launched cross-border raids in the deadliest attack on Jews since the Holocaust.

Israel – Iran : Since 1985, Iran and Israel have been engaged in an ongoing proxy conflict that has greatly affected the geopolitics of the Middle East, and has included direct military confrontations between Iranian Axis of Resistance and Israel. Overall, the Iran-Israel proxy conflict is a complex and ongoing conflict that has had a significant impact on the political and security dynamics of the Middle East.

Iran – United States : The US seeks to maintain its hegemony in the Middle East. By contrast, Iran aspires to be the dominant power in the region. This power politics between the two giants has always been an undercurrent issue in all the conflicts in middle east.

Houthi Wars in Yemen : Yemeni Civil War has been part of a complex and prolonged conflict that involves local, regional, and international actors. The roots of the conflict trace back decades, but the current phase began in 2014 after Houthi insurgents seized capital Sanaa. The prolonged civil war deprived many in the impoverished region of their basic rights. In October 2023, the Houthis started attack on commercial shipping in the Red Sea in solidarity with Hamas.

Iran – Saudi Arabia : The rivalry between Iran and Saudi Arabia is not merely about religious differences but about broader geopolitical dominance in the Middle East. Both nations aspire to be the leading power in the region, with influence over key strategic waterways (like the Strait of Hormuz), energy markets, and political movements. Their competition has shaped the outcomes of several conflicts, exacerbated sectarian divides, and influenced the foreign policies of global powers. In March 2023, there have been moments of potential de-escalation when Iran and Saudi Arabia announced a Chinese-brokered deal to restore relations after decades of enmity and a formal cutting of ties in 2016.

External Influences

- **United States :** The US has played a dominant role in the Middle East since the end of World War II. Its role driven by interest resulted in destrablization in the region. The U.S. also maintains a strong alliance with Israel, providing military aid and political support and always disregard Palestinian cause in favor of Israel.
- **Russia :** Russia has reasserted itself as a key player in the region, particularly through its military intervention in Syria. Russia's involvement often counters US and Western interests, adding another layer of complexity to the region's conflicts.
- **European Countries :** European powers, particularly France and the UK, maintain historical ties to the region from the colonial era. While European nations are often involved diplomatically, they have also contributed to conflicts through arms sales, particularly to countries involved in the Yemen war.

Path to Peace in the Middle East

Achieving lasting peace in the Middle East requires a comprehensive approach that addresses not only the root causes of conflicts but also promotes co-operation, understanding, and sustainable development. The initiatives include as following.

- **UN Mediation and Peacekeeping :** For sustainable peace, the UN must engage in proactive diplomacy, including setting up peace conferences with key stakeholders (Iran, Israel, Saudi Arabia, Egypt, etc.). The UN's Security Council must move past geopolitical deadlocks and prioritize humanitarian needs.
- **End of occupation :** Israel must end its brutal occupation of Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, which it has maintained since 1967. The world must recognize that ending Israel's illegal occupation is a prerequisite to stopping the recurrent conflict in the region.
- **Regional Dialogue :** Establishing direct channels for dialogue between regional powers like Iran, Saudi Arabia, Turkey, and Israel is essential. A platform where rival powers can negotiate over their interests is critical to reducing proxy warfare. Initiatives like the Abraham Accords, which normalized relations between Israel and some Arab states, demonstrate the possibility of diplomacy.
- **Ceasefires and Disarmament :** International organizations should encourage temporary ceasefires as a stepping stone to longer-term disarmament. Negotiated reductions of arms in conflict zones like Yemen, Gaza, and Lebanon could help de-escalate tensions.
- **Diplomatic Recalibration :** The United States, while maintaining its strategic interests, needs to adopt a more balanced approach that doesn't alienate Arab and Muslim countries by appearing overtly one-sided in favor of Israel. It should also encourage multilateral diplomacy involving regional powers to mediate conflicts.

The path to peace in the Middle East is complex but not unattainable. A multi-dimensional approach that includes international mediation, grassroots engagement, education, and alignment with sustainable development goals is essential. International organizations like the UN must continue their peacekeeping and diplomatic efforts. Education and cultural exchange can promote tolerance and understanding, helping to reduce long-standing prejudices. This holistic approach is necessary for building a future where stability and peace can flourish in the region.

Follow our FB Page —" JOB study BEE "

Short Notes

Reset Button

The reset button is a hardware or software mechanism that allows you to restore a device or system to its original state or restart it in case of malfunction or freeze. In a political context, the term 'Reset Button' is often used to describe a deliberate and significant effort to improve or redefine relations between two countries, institutions, or political entities. The idea is to 'reset' the relationship to a more positive or constructive state after a period of tension, misunderstanding, or conflict, much like pressing a reset button on a device to restore it to its original or functional state. This can include new negotiations, treaties, or co-operation agreements. For instance, in 2009, US Secretary of State Hillary Clinton presented Russian Foreign Minister Sergey Lavrov with a literal 'reset button' to symbolize a new phase in US-Russia relations after years of strain. Chief Adviser Professor Muhammad Yunus spoke about pressing the reset button. By the remark the chief adviser was advocating for a fresh start from the corrupt politics that have undermined Bangladesh's key institutions. Pressing reset button is a high profile symbolic acts aimed at showing commitment to mending or transforming political, economic or diplomatic landscape.

Asymmetric warfare

Asymmetric warfare refers to conflicts where opposing forces are significantly mismatched in terms of military power, resources, or strategies. Typically, one side has a traditional, organized military, while the other employs unconventional tactics, such as guerrilla warfare, terrorism, or cyberattacks. The goal of the weaker side is to exploit the vulnerabilities of the stronger opponent, often using methods that avoid direct confrontation. The concept of asymmetric warfare can be traced back to ancient times, but one of its early modern examples is the American Revolutionary War (1775–1783), where American colonial forces used guerrilla tactics to fight the more powerful British military. Another notable instance is the Vietnam War (1955–1975), where the Viet Cong and North Vietnamese Army used guerrilla tactics and the terrain to outmaneuver the technologically superior US forces. In an asymmetric warfare smaller or weaker forces rely on ambushes, sabotage, hit-and-run tactics, and insurgency rather than conventional battle. Asymmetric forces often exploit difficult terrain (jungles, mountains, urban areas) to neutralize the technological advantages of a superior military. Fighting in Gaza between the Israeli army and the armed faction of Hamas is a textbook example of modern asymmetric warfare.

Sound pollution

Noise pollution, unwanted or excessive sound that can have deleterious effects on human health, wildlife, and environmental quality. Noise pollution is commonly generated inside many industrial facilities and some other workplaces, but it also comes from highway, railway, and airplane traffic and from outdoor construction activities. A report by United Nations Environment Programme (UNEP) on noise pollution stated that the average noise frequency in Dhaka is currently 119 decibels which is more than twice the tolerable standard. Noise is more than a mere nuisance. In addition to causing hearing loss, excessive noise exposure can raise blood pressure and pulse rates, cause irritability, anxiety and mental fatigue, and interfere with sleep, recreation and personal communication. Noise pollution control is therefore important in the workplace and in the community. For reducing noise pollution many places restrict honking in certain areas, introduce sound proof systems or restrict loud speaker. 29 September 2024 'Silent Zone' initiative was launched in Dhaka airport area to curb noise pollution. The three-kilometre area around Hazrat Shahjalal International Airport was declared a 'Silent Zone' to make the area horn-free.

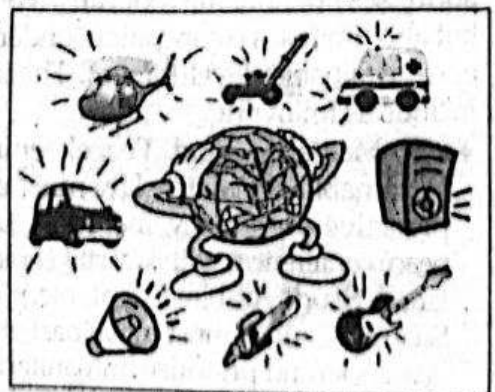

Follow our FB Page —" JOB study BEE "